বসোরার উজীররা

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৪৭

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :

প্রকাশক : শ্রীসত্যকুমার বসু
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

বসোরার উজীররা

বসোরার উজীররা

ভূমিকা

[হয়তো প্রচলিত নাট্যসংজ্ঞা অনুসারে শ্রীঅরবিন্দের এই নাটকটিকে আমরা Poetical drama বা Dramatic poetry বলবো। কিন্তু ভাবে-ভাষায়-আলিম্পনে, চরিত্র সংঘাতে আরব্য উপন্যাসের বিচিত্র আবহাওয়ায় এই নাটকটির মধ্যে অবাস্তবের রেশ থাকলেও একটা গতিময়তা এসেছে—যেটা সেদিনের সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যায়। এই নাটকটির উপর তাঁর সস্নেহ দৃষ্টি ছিল। তাঁর প্রথম যুগের চঞ্চল রাজনৈতিক জীবনের ঘূর্ণিপাকে তাঁর লেখা বহু কাগজপত্র, খাতা-বই, পুলিশের হাতে লণ্ডভণ্ড হয় এবং হারিয়ে যায়। এই নাটকটির পাণ্ডুলিপি পঞ্চাশ বছর পরে আলিপুর মামলার কাগজপত্র ও নথির মধ্যে পাওয়া যায়। এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। তবে পণ্ডিচেরী থেকে Sri Aurobindo Mandir Annual ও 'বর্তিকা' পত্রিকায় (এই অনুবাদ) প্রকাশিত হয়েছে।]

১

কথায় আছে, সুধীরা কাল কাটান কাব্যালোচনার আনন্দে, আর মূঢ় লোকেরা ব্যসনে নিদ্রাকলহে। আজকের এই গতির যুগে জনতা-মহারাজের হাটের দরবারে এ কথা সচল কিনা জানি না, তবে কাব্যশাস্ত্র-বিনোদন যে লোকোত্তর আনন্দের সৃষ্টি করে এটা শাশ্বত সত্য। আমাদেরই এক বিশিষ্ট সমালোচক বন্ধু কবির সৃষ্টিকে তুলনা করেছেন প্রজাপতির সৃষ্টির সঙ্গে। এই আনন্দভোগের দুটি রূপ—একটি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে কবির নিজস্ব ভোগ, আত্ম-আবিষ্কার; আর-একটি বহুকেন্দ্রিক বিতরণ, সকলকে তার ভাগ দেওয়া,

আবিষ্কৃত হওয়া। কিন্তু ভাগ দিলেই হয় না, ভাগ নিতে জানতে হয়—তবেই ভোগ সম্পূর্ণ হয়। এটি নির্ভর করে দাতার অকৃপণতার মধ্যে নয়, কি পরিবেশিত হচ্ছে, ঠিক তার উপরেও নয়, গ্রহীতার মন, তার আত্মসাৎ করার ক্ষমতা, তার পারিপার্শিক, পারম্পর্য ও ঐতিহ্য-প্রবণতার উপরও। কবিতা মানেই সৃষ্টি, সৃষ্টি মানেই নিজেকে ফিরে পাওয়া। সৃষ্টি মানেই দান।

কাব্যামৃতরসাস্বাদনের জন্য কবিতার পাঠককে নিজের জগৎ সৃষ্টি করে নিতে হয়—সেখানে সে শুধু দ্রষ্টা বা ভোক্তা নয়, স্রষ্টাও; সেখানে তার সীমা অসীমকে স্পর্শ করছে। কাব্যের ও নাটকের প্রতিষ্ঠা এইখানে। কাব্যকে বলা হয়েছে রসাত্মক বাক্য, এবং ধ্বনিই হচ্ছে কাব্যের আত্মা। রমণীদেহের লাবণ্যের মতই কাব্যের এই ধ্বনিগুণ। কিন্তু ধ্বনি, রস, তার অবলম্বন তার বিভাব শুধু কবিতাতেই রূপায়িত হয়নি, যুগ যুগ ধরে দেশদেশান্তরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক হয়েছে, নানা পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে। শুধু রস-প্রস্থান, অলংকার-প্রস্থান, গুণ ও রীতি-প্রস্থান, ধ্বনি-প্রস্থান, বক্রোক্তি-প্রস্থান নিয়েই আলোচনা হয় নি, রসশাস্ত্রকে দর্শনের সিদ্ধ দশ দশাতেও তুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশেই ভরত ভামহ উদ্ভট্ রুদ্রট্ দণ্ডী বামন আনন্দবর্ধন অভিনবগুপ্ত কুন্তক বৈষ্ণবাচার্যরা তো আছেনই, ইউরোপেও নন্দনতত্ত্ব poetics ও rhetoric-এর মাধ্যমে কাব্যের রহস্য রূপক ও অলংকরণের বিবিধ ব্যাখ্যা হয়েছে। কাব্য বাচ্যবস্তুর কথাই বলবে, না, ব্যঙ্গার্থের, না, শব্দার্থশাসন জ্ঞান-মাত্রার।

স্বভাবোক্তিকেও কাব্যে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। অলংকার তো উপলক্ষ্য মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি—"সুন্দরের বোধকে বোধগম্য করাই কাব্যের উদ্দেশ্য এ কথা কোনো উপাচার্য আওড়াবামাত্র অভ্যস্ত নির্বিচারে বলতে ঝোঁক হয়, তা তো বটেই। প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ধোঁকা লাগায়, ভাবতে বসি সুন্দর বলে কাকে। পাড়ায় মদের দোকান আছে, সেটাকে ছন্দে বা অছন্দে কাব্যরচনায় ভুক্ত করলেই কোনো কোনো মহলে সস্তা হাততালি পাওয়ার আশা আছে। সেই মহলের বাসিন্দারা বলেন, বহুকাল ইন্দ্রলোকে সুধাপান নিয়েই কবিরা মাতামাতি করেছেন, ছন্দোবন্ধে শুঁড়ির দোকানের আমেজ মাত্র দেন নি—অথচ শুঁড়ির দোকানে হয়তো তাঁদের আনাগোনা যথেষ্ট ছিল। এ নিয়ে অপক্ষপাতে আমি বিচার করতে পারি—কেননা আমার পক্ষে শুঁড়ির দোকানে মদের আড্ডা যতদূরে, ইন্দ্রলোকের

সুধাপান-সভা তার চেয়ে কাছে নয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষপরিচয়ের হিসাবে। আমার বলবার কথা এই যে, লেখনীর জাদুতে কল্পনার পরশমণি-স্পর্শে মদের আড্ডা বাস্তব হয়ে উঠতে পারে, সুধাপান-সভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই।" সাহিত্যের মূল্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি এ কথাও বললেন যে রসের পাত্রে যে বস্তুটি আছে তাকে কাব্যলোকে উন্নীত করতে হলে জীবনের স্বাক্ষর কিন্তু চাই। উদাহরণ স্বরূপ বললেন, " 'চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে' এই লাইনের মধ্যে বাক্‌চাতুরী আছে কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। অপর পক্ষে 'তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রং আছে উজ্জ্বলি, সে রং দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি' এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই।" এ কথা হয়তো অনেকে মেনে নেবেন না, যেমন, স্বীকার করবেন না যে কালিদাসের কুমারসম্ভবে হিমালয়বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম, তাতে রূপের সত্যতা নেই, শুধু ধ্বনির মর্যাদা আছে।

কাব্যে এক দিকে থাকবে প্রসাধনের বৈচিত্র্য আর-এক দিকে থাকবে উপলব্ধির নিবিড়তা। এই দুই মিলিয়েই রস। সাহিত্য তাই শুধু রূপসৃষ্টি নয়, সঙ্গে সঙ্গে রসসৃষ্টিও।

সবশেষের সিদ্ধান্তে রস হচ্ছে অ-লৌকিক। ভরত অবশ্য বলবেন বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের সংযোগেই রসের নিষ্পত্তি। কিন্তু রস হচ্ছে উপলব্ধির গভীরতায়, প্রতীতির প্রতিলিখনে—কবির ও পাঠকের দুজনেরই চিত্তলোকের আলোকে। তাই একজন সমালোচক ব্যবস্থা দিলেন যে রসানুভূতির ক্ষেত্র একটু দূরে, psychical distance-এর নির্লিপ্ততায়।

বাল্মীকি ক্রৌঞ্চমিথুনের একটির হত্যায় যে শোক পেয়েছিলেন সেই হচ্ছে তাঁর কাব্যের উৎস। তাঁর শোক যেটি মরে গেছে তার জন্য নয়, যেটি বেঁচে আছে তার জন্য।

উপমা ব্যঞ্জনা বাক্যলংকার বস্তুধ্বনি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবিরা কাব্য-রচনা করেন। কাব্যের ও নাটকের বিচারে তার শরীর, তার অলংকার, তার দোষ, তার ন্যায়নির্ণয়, তার শব্দশুদ্ধি এসবের মূল্য নিশ্চয়ই আছে। আলংকারিক ভামহ সেই কথাই বললেন, কিন্তু সব ছাড়িয়ে, সব মিলিয়ে সাহিত্যে একটি সমগ্রতার রূপও আছে যা বিশ্লেষণের অতিরিক্ত রসায়নবিদগ্ধস্বরূপ, সেইখানেই লেখকের সার্থকতা। এই রসায়নের মূলে আছে কাব্যপ্রস্থানের নিয়মকানুন নয়, অনুভূতির একটা integral ছন্দ, শব্দনির্ভর সৌষম্য, 'হৃদিপ্রতীয়া'।

অরবিন্দ রবীন্দ্রের সহ নমস্কার—

যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে এক বিশিষ্ট তপস্যার আসনে সমাসীন শ্রীঅরবিন্দকে নমস্কার জানিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। দেবতার দীপ হাতে যে রুদ্রদূত আসেন তাঁর প্রতি সেদিন কবিগুরুর স্তব্ধ আবেগ পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার রূপ নিয়ে ফুটে বেরিয়েছিল সত্যের গৌরবদীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়, অমৃতনিষ্যন্দনী স্রোতে। সে ছিল পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন তপস্যা, সেখানে আরাম লজ্জিতশির হয়, মৃত্যু ভোলে ভয়। প্রায় দুযুগ পরে তাঁকে তিনি দেখেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়, সেদিনও তাঁকে প্রণতি জানিয়ে এসেছিলেন তিনি। শুধু ভাব-সাধনাতেই মিলন নয়, পুরাণীর লেখাতে পড়ি ১৯০৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতায় আসবার পর জোড়াসাঁকোয় চলেছেন নিমন্ত্রণে। জাপানী শিল্পী ওকাকুরা, জগদীশচন্দ্র, বোধহয় নিবেদিতা ও আরো কয়েকজন সেই আপ্যায়নে আমন্ত্রিত ছিলেন। কবিকেও দেখি চলেছেন সঞ্জীবনীর আফিসে। বন্দেমাতরম মকর্দমায় ছাড়া পাওয়ার পর ১২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেন—আপনি আমাদের বড্ড ফাঁকি দিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজীতে জবাব দেন—Not for long. এই সাক্ষাতের একটি সুন্দর ছবি পাই আমরা শ্রদ্ধেয় চারু দত্তের কাছে, "অরবিন্দ ছাড়া পাওয়ার দিন দুই বাদে একদিন দুপুর বেলা আমরা—শ্রীঅরবিন্দ, ওঁর মেজদা, সুবোধ, নীরদ ও আমি খুব হৈ হৈ করছি এমন সময় দারোয়ান এসে বললে—রবিবাবু এসেছেন। আমরা তাড়াতাড়ি সামনের হলে বেরিয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ দুই বাহু প্রসারিত করে অরবিন্দকে বুকে টেনে নিলেন, কবির চোখদুটি ছলছল করছিল।" শ্রীঅরবিন্দেরই একটি ইংরাজী কবিতা মনে পড়ছে, তার বাংলা ভাবার্থও দিচ্ছি—

I shall not die
Although this body, when the spirit tires
Of its cramped residence, shall feed the fires
My house consumes, not I.
Together and upbear the teeming earth
I was the eternal thinker at my birth

And I shall be though I die.

আমি মরিব না, আমি মৃত্যুহীন
যদিও জানি—একদিন
ক্লান্ত দেহলীর সীমিত দিগন্ত ছাড়ি
আমার শ্রান্ত সত্তা দিবে পাড়ি
অগ্নিভোজ্য হবে এ নিকেতন
বহ্নিমালিকার উৎসব আভরণ
সে আমি, কিন্তু আমি ত নহি
যে আমি জড়ায়ে রহি, বাতাসে বহি
তুলিয়া ধরি অম্বরে
পৃথ্বীর সাথে মিতালীর স্বয়ম্বরে
যে আমি জন্মদিনেও ধ্যাননিমগ্ন
যে আমি মৃত্যুক্ষণেও রসবিলগ্ন।

৩

কয়েকটা শতবার্ষিকীর জগঝম্প, লাফ্ দৌড় বক্তৃতার বহর দেখে, মাইকী শূলবিদ্ধ অমায়িক ভাষণ শুনে, আশানিরাশার দোলনচাঁপার 'দে দোল' 'দে দোল' দেখতে দেখতে ভাবছিলাম পিতৃরিকথ্‌কে আমরা শ্রদ্ধা করি না অশ্রদ্ধা করি। ইচ্ছে হয়েছিল প্রশ্ন করি কবিকে—তুমি কি এসেছিলে তোমার সম্মানে অনুষ্ঠিত আসরে বাসরে, জলসায় গানে নৃত্যাভিনয়ে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে, রসের মেলায়, উদ্যোগের খেলায়। বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর নানা অনুষ্ঠানে গিয়ে মনে হয়েছে—শ্রদ্ধা মানে কি ভাবগদগদ আরতি, ফুলেফলে পল্লবে মাল্যচন্দন অর্ঘ্যদান, তাঁর বাণী বা কথাকে যত্ন করে নিয়ে মন্ত্রের মত আবৃত্তি—জীবনে তার প্রতিফলন কই, অনুরণন কই, রূপায়ণ কই। আমরা কি বলতে পারছি জীবনের একটি সামান্যতম পর্বেও, যে চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। হ্যাঁ, পূজো করি আমরা হয়তো এটা সত্যি, ব্যক্তিগত জীবনে অনেকের অনেক কিছু প্রাপ্তি বা লাভও ঘটেছে, বৈদগ্ধ এসেছে, এও সত্য কিন্তু সমষ্টিগত সাধনে এই সব মহাপুরুষদের আবির্ভাব-লগ্ন ব্যর্থ না হলেও চিরকালের জন্য যাতে সার্থক হয় তার জন্য আমরা কি করছি। বার

বার এই কথা বলতে ইচ্ছে হয়—Awareness আর acceptance এক নয়।

বাংলা হিসাবে এই শতাব্দীর প্রথম দশকের কথা স্মরণ করলে দেখা যাবে তিনটি জ্যোতিষ্ক ভারত ভাগ্যগগনে বিধাতার জয়টীকা পরে উদয়-নেপথ্য থেকে ধীরে ধীরে উঠছেন—১৩০০-১৩১০. বাংলার চিত্তমন্থনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে—ভারতের একপ্রান্ত থেকে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, আর একদিক থেকে শ্রীঅরবিন্দ—মাঝখানে বিশ্ব জয় করে এসে বসলেন বিবেকানন্দ। এই তিনজনকেই দেখেছি 'গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রসে' নয় শুধু, ধ্যানমগ্ন চৈতন্যের জ্যোতিলোকেও। এই ত্রয়ীর দান আজও সক্রিয়।

শ্রীঅরবিন্দকে আমরা জানি বিপ্লবী মহানায়ক রূপে, মহাযোগী রূপে, বিশিষ্ট চিন্তানায়ক দার্শনিক বলে। কিন্তু তারও পিছনে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যে একজন সম্পূর্ণ সাহিত্যরসরসিক স্রষ্টা বসে আছেন সে কথা প্রায় ভুলতে বসেছি। "সাবিত্রীর"র কবিকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু সেই কাব্যকে বলি দাঁতভাঙা, কারণ যে গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে কবি আমাদের মনকে নিয়ে যেতে চান, সেই তুঙ্গীনাথের নিশ্চলা সমাহিতির তীর্থে যাবার সামর্থ্য আমাদের নেই। তাই অপরাধ হয় আমাদের নয়, যিনি লেখেন তাঁর, কারণ সেখানে সমাজচেতনার, ব্যক্তি-মানসের value বা norm নিয়ে বিরোধ আছে এই কথা বলে আমরা বিতণ্ডা তুলি। ভুলে যাই কাব্যের বা নাটকের মূল মন্ত্র, তার রূপরস-সৌন্দর্যের প্রকৃত বিভাস। সুখদুঃখ, জৈবিক তাড়না, সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সবই একটা বৃহত্তর পরিণতিতে যাবার বিকাশপথের সোপান। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক মন, তার পারিপার্শ্বিক, তার স্থূল বেদনা-কামনা-কল্পনা নিয়েই কেবল সাহিত্য সৃষ্টি করে না—সব মিলিয়ে একটা পরিপূর্ণ নিটোল সত্তাই শিল্পীর মনে সদাক্রিয়াশীল। সে প্রকাশ চায়, বিকশিত হয়ে ওঠে, নানা ছন্দে গানে রূপে, অধিকার-ভেদে সৃষ্টিভেদে শিক্ষা-দীক্ষা-সহিষ্ণুতা-ভেদে। কোন ইজ্‌মের মধ্য দিয়েই তার যাত্রার সম্পূর্ণ ইতিহাস ফুটে ওঠে না। এখানে ধ্বনির আলোক, রসাত্মক বাক্যের সমষ্টি, রোমান্টিক প্রলেপ, আদর্শ ও ভাবগত বিন্যাস, কারুশিল্প, সমাজ-চেতনা ছাড়িয়ে অনির্বচনীয়তাও দরকার। প্রসাধনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে উপলব্ধির নিবিড়তাও যেমন আসে, প্রাপ্তির আনন্দের সঙ্গে

বৃহতের স্পর্শ, মহতের অনুভূতিও। কবি যে স্রষ্টা আর দ্রষ্টা দুইই। কবি শ্রীঅরবিন্দের প্রথম যুগের কবিতাতে পড়ি—

তাঁকে আমরা দেখেছি
ঐ স্তব্ধ তুষারশৃঙ্গের নীরব মহিমায়
সুগভীর গরিমায়
মহাশূন্যে আকাশের নীলিমায়
যেখানে তিনি কর্মব্যস্ত
তিনি হারিয়ে গেছেন আমার মনে
মহাতামসীর গহ্বরে
তাঁকে পেয়েছি আমার চিন্তায়
ফুলের স্তবকে স্তবকে
নিশীথিনী তারার ভাস্বরজালে

আবার কবি তাঁকে দেখছেন

কোন ছায়াঘন প্রত্যুষের আলোতে
বিস্মৃত সায়াহ্নের নির্জন প্রাঙ্গণে
শুনি তব পদধ্বনি
দয়িততম আসো তুমি
দীপশিখা সম, আনন্দ স্বপন মম
তুমি আসো
আরো আরো নিকটে আরো

৪

মহৎ শিল্পীরা তাঁদের শিল্পচেতনা প্রকাশ করেন নানা মাধ্যমে। শ্রীঅরবিন্দ শুধু কবি নন নাট্যকারও! তাঁর জীবনের বরোদাবাসের যুগকেই নাটকের যুগ বলা যেতে পারে। বাংলা ইংরাজী সংস্কৃত গ্রীকলাতিনফ্রেঞ্চের অপূর্ব রসায়নে বিদগ্ধ কবিমানস অজস্র সৃষ্টি করে চলেছে—তাঁর চেতনায় কালিদাসের বিক্রমোর্বশী থেকে চণ্ডীদাসের প্রেমকাব্য, ভর্তৃহরির নীতিশতক থেকে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, ইউরিপাইডিস্ সফোক্লিস ম্যালার্মে বোদলেয়ার সেক্সপীয়র কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

এই পরিবেশেই তাঁর নাটকের জন্ম। কোন সমালোচকের মতে শ্রীঅরবিন্দ ঠিক নাট্যকার নন, নাটকের আকারে তিনি কাব্য পরিবেশন করেছেন (dramatic poetry)। ড্রামা বা নাটকের মধ্যে আমরা কি চাই এ নিয়ে বহু মূল্যবান মন্তব্য এযুগে ওযুগে, এদেশে ওদেশে এরিষ্টটল্ থেকে ভরতমুনি, অনেকেই করেছেন। ড্রামার স্বরূপ কী এ কথা বলতে আমরা ধরে নিয়েছি যে তাতে থাকবে মানব জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের একটা যোগ-বিয়োগের ফল—এক কথায় action এবং একটা সমগ্রতা integrity। অনেক সময়েই নাটকে scenic এবং musical illusion-কে নাটকের স্বরূপ বলে মনে করা হয় এবং তার শ্রীরূপ ফোটাতে কতকগুলি উপায় ও অপায় অবলম্বিত হয়। ধরুন সেক্সপীয়রের হ্যামলেট চরিত্র—কতো রকমে কতো ধরনে কতো মনীষী তাকে রূপায়িত করেছেন। বার্নাড শ সেই কথাই বললেন তাঁর "The Iuterpreter" প্রবন্ধে—The cry is still they come. রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনীর বাউলের যে ছবিটির সঙ্গে আমরা পরিচিত তাঁর ব্যাকগ্রাউণ্ডে আছেন কবি স্বয়ং। যাঁরা তাঁর অভিনয়টি দেখেছেন আর গান শুনেছেন—"ধীরে বন্ধু ধীরে," তাঁরা টমসন্ সাহেবের উক্তিকে মনে করবেন:

It was almost as if Milton had acted his Samson.

রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের অনুভূতিময় যে সংকেতটি (symbol) আছে সে তো কবির নিজেরই কথা। নাটকটির জন্মইতিহাস অপূর্ব। কবি বলছেন—"শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম, প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে।...কিন্তু হঠাৎ কি হল রাত দুটো তিনটেয় অন্ধকার যেন পাখা বিস্তার করল...যাই যাই মনে একটা বেদনা জেগে উঠল... আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু"...ফলে একটি অপরূপ নাটকের সৃষ্টি হলো, নাম তার ডাকঘর। এর অভিনয় দেখে মহাত্মাজী চোখের জল রাখতে পারেন নি। নাট্যকারকে শুধু playwright হলেই চলে না—এলারডিস্ নিকল বলেন যে গ্রীসে নাটকের জন্ম হয়েছিল গান থেকে—অবশ্য তাই বলে নৃত্যনাট্য বা musical extravaganzaই নাটকের সমগ্র রূপ নয়। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক জিলবার্ট মারে এইস্ কিলাস সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে প্রাচীন গ্রীসে ট্রাজেডির জন্ম দেবতা ডায়োনিসিয়াসের মন্দিরে নৃত্যগীত সহযোগে ছাগবলি দেবার প্রথায়—জীবনের দোলায় মা

জমলো—কাম কামনা হিংসা রিরংসা, স্নেহ প্রেম ভালবাসা, মোহ, বেদনা তারই ঘাতপ্রতিঘাতে যে নূতন শিল্পচেতনা প্রতিফলিত হলো তাকে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে প্রতিফলন করাই নাটকের উদ্দেশ্য : এরই মাঝখানে যখন ফুটে ওঠে একটা সমগ্রতা তখনই গুণীর বিচারে তা হয় রসোত্তীর্ণ। শুধু সাহিত্যের সৃষ্টি হিসাবে নয়, অভিনয় নিবেদনের মাধ্যমেও। সিবিল থর্নডাইক বলেছিলেন—Get above into Timeless ness···যেখানে intense feeling and beyond feeling are co-existent। কিন্তু তাকে ধরতে হবে কোথায়—শেক্সপীয়রের ভাষায় In an hourglass—অর্থাৎ কালের মাত্রায়।

৫

শ্রীঅরবিন্দের প্রথম নাটক "Perseus the Deliverer"—'পরিত্রাতা পারসিউস্'। এর নামকরণ গ্রীক, ভাবে ভাষায় ছন্দে (hexameter) গ্রীক সাহিত্যের স্পর্শ এখানে পাই, তবু এটিকে গ্রীক নাটকের অনুকরণ বলবো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এখানে গ্রীক নামধাম ঐতিহ্যকে আনা হয়েছে বর্ণনা ও সজ্জার পারিপার্শ্বিক হিসাবে, পারিপাট্য সাধনে "as fringes of a decorative backgrond"। অরবিন্দনাটকে কোরাসের স্থান নেই। এটি লেখা তাঁর বরোদাবাসের যুগে—আজ থেকে ৬০।৬৫ বছর পূর্বে। গল্পের আখ্যানভাগ এই যে রাজা এক্রিসাস্ দৈববাণীতে জেনেছিলেন. যে তাঁর কন্যার পুত্রই তাঁকে ধ্বংস করবে, অনেকটা কংসকাহিনীর মত। সেইজন্যই মেয়েকে আবদ্ধ করে রাখলেন নির্জন দুর্গে, কিন্তু স্বর্গের অধিপতি জিউস্ অবতরণ করলেন সেই কারাগারে এবং সেই মিলনের ফলে জন্ম নিলে পার্সিউস্। কন্যা পুত্র প্রসব করেছে জেনে ক্রুদ্ধ নরপতি কন্যা ও দৌহিত্রকে অকূল সমুদ্রে কাণ্ডারীহীন পালহীন তরণীতে ভাসিয়ে দিলেন। সে যাত্রাও তারা বেঁচে গেলো এবং আশ্রয় পেলো সেরিপস্ দ্বীপের অধিপতির কাছে। পার্সিউস বড়ো হলো, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তার বীরত্বের প্রকাশ হলো। শেষ পর্যন্ত সিরিয়ারাজের কন্যা এণ্ড্রোমেডাকে বিবাহ করলেন তিনি সমুদ্রদেবতা পসিডনের বিরোধিতা করে। গল্পের ছায়া পুরাতন গ্রীসের কাহিনী, যাকে heroic myth বলা যেতে পারে। নাট্যকার শ্রীঅরবিন্দ একে এলিজাবেথান যুগের রোমান্টিক নাটকেই পরিণত করলেন না, এর মধ্যেই একটা ঊর্ধ্বতর

গভীরতর আধ্যাত্মিক চৈত্য জীবনের সূচনাও এনে দিলেন। নাটকের আরম্ভে প্যালাস এথেনি (বা সৌন্দর্যের দেবী) ও পসিডনের বাক্যালাপেই কবিত্বময় ভাষায় এর ইঙ্গিত। তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত মহাসাগর—ঊর্মিমুখর ব্যগ্রভীষণ মহা-ঝটিকার আবর্ত—দেবী এসে দাঁড়ালেন আকাশে বিদ্যুৎমেখলা, তড়িতচঞ্চলা, আলুলায়িতকুন্তলা—অশান্ত সমুদ্রকে স্তব্ধ করে দিয়ে তিনি বললেন :

হে পসিডন্ তুমি জাগো, জাগৃহি, ওঠো

সমুদ্রের বহু নিম্নে নিদ্রিত পসিডন্ জেগে বললে—

কে আমাকে ডাকে

জলধির কলনাদে উত্তর এলো

ঊর্ধ্বে আবির্ভাব হয়েছে এক শুভ্রা শক্তির

তুমি কে—জিজ্ঞাসা করে পসিডন্

আমি মানুষের অমর অভীপ্সাকে ঠিক পথে চালিত করি।
Me the Omnipotent
Made from His being to lead and discipline
The immortal spirit of man,

শ্রীঅরবিন্দের এই নাটকটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জনের কিছুটা তুলনা করা যায়। রঘুপতি আর পলিয়াডন্ এক নির্মম দেবতার উপাসক—জয়সিংহ আর পার্সিউস্, অর্পণা ও এণ্ড্রোমেডা তারই বলি। দেবতা চাইছে তার খাদ্য—'ম্যায় ভুখা হুঁ'

My victims, Polyadon, give me my victims—

মহাকালী কালস্বরূপিনী, রয়েছেন—
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি—

কিন্তু শুভ্রাশক্তির কাছে রুদ্রাশক্তির শেষ পর্যন্ত হার হয়ই। মৃত্যুরূপা মাতাই যে মা অমৃতময়ী এ উপলব্ধি আসে। নাটকটি বৃহৎ, এর মধ্যে আছে myth, romance ও realism। মূল কথা হচ্ছে—Be glad of love, be glad of life. প্রেম ও জীবনকে এক সূত্রে গেঁথে দেন স্বর্গের দেবতা। আজকের দিনে অভিনয়োপযোগী নাটক হিসাবে এই নাটকটি ব্যবহৃত হবে না কিন্তু অরবিন্দ সাহিত্য ও দর্শনের অভিব্যক্তির ইতিহাসে এই নাটকটির মূল্য অসীম। নাটক হিসাবে 'পরিত্রাতা পারসিউস' বাঙ্ময় ও বলিষ্ঠ হলেও নাটকের

কারুকলার দিক থেকে 'বিসর্জন' আরো আবেগময়, ঐশ্বর্যময়। একজন গথিক স্থপতি, আর একজন সূক্ষ্মবর্ণের চিত্রশিল্পী। এই যুগে শ্রীঅরবিন্দ কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকটিকে ইংরাজীতে রূপদান করেন "The Hero and the Nymph" নাম দিয়ে। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হলেও অনেকে মনে করেন রূপান্তরের মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ এর গোত্রান্তর করেছেন হেলেনিক ধারায়। উর্বশী কুবেরপুরী থেকে ফিরছিলেন এমন সময় অসুররা তাঁকে হরণ করলে। রাজা পুরুরবা তখন এখান দিয়ে আসছিলেন, তাঁর টনক নড়লো। তিনি 'ঐশানং দিশং প্রতি' আশু গমন করলেন, উর্বশীকে উদ্ধার করে হেমকূট পর্বত-শিখরে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বন্দী হয়ে গেলেন। এই ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেই কালিদাসের উর্বশী ফুটেছে। সে স্বর্গের কামনাকেন্দ্রের নেত্রী নয়, সে অপ্সরা নয়—অনপ্সরেব মে প্রতিভাসি, সে মানুষী, সে প্রেমিকা, দুর্বৃত্ত হরণ করলে সে মূর্ছা যায়, তার সখীরা চীৎকার করে:

অজ্জা, পরিত্তাঅধ, পরিত্তাঅধ

যাকে শ্রীঅরবিন্দ রূপান্তরিত করলেন—Rescue from Titan violence, এই উর্বশীই মাতৃস্নেহে গরবিনী—পুত্ত মে আউ, সে বলে: আমার পুত্র—আয়ু—, বলে, সখি আমায় ভুলোনা—

সখি, মা খলু মা খলু বিস্মর—

প্রথম অঙ্কে উর্বশী যখন চলে গেলেন গন্ধর্ব কন্যাদের সঙ্গে, তখন কালিদাস

অহো দুর্লভাভিলাষী মদনঃ
এষা মনো মে প্রসভং শরীরাৎ পিতুঃ
কর্ষিত খণ্ডিতাগ্রাৎ সূত্রং মৃণালাদিবং রাজহংসী—

শ্রীঅরবিন্দ একে প্রায় নূতন করে সৃষ্টি করলেন

O! Love, O! Love
Thou makest man not for things impossible
And mad for dream.......... .
In her beck, a dripping fibre from the lotus torn.

রাজহংসী চলেছে—বলাকার দলের সঙ্গে—দূরে আরো দূরে, হেথা নয়, হেথা নয়—কিন্তু সেই হংসদুহিতা নিয়ে যাচ্ছে আমার ক্ষতবিক্ষত মনটি—তার রক্তাক্ত চঞ্চুটি থেকে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, উপড়ে নিয়ে যাওয়া মৃণালতন্তুর

একটি টুকরো। কালিদাসের কাত্যায়নী মন কল্পনা করেছিল যে এই লোকললামভূতা নারী কখনই বেদভ্যাস জড় ভোগবিমুখ ঋষির সৃষ্টি নয়, ইনি কান্তিমান চন্দ্রের বা

শৃঙ্গারৈক রসঃ স্বয়ং নু মদনো, মাসো নু পুষ্পাকরঃ

শৃঙ্গাররসপ্রধান মদনদেবের বা মধুমাসের সৃষ্টি হবেন।

৬

শ্রীঅরবিন্দ মূলতঃ কালিদাসের উর্বশীকে গ্রহণ করলেও নিজেও চার সর্গে বিভক্ত একটি উর্বশী কাব্য রচনা করেছিলেন এবং সেই উর্বশীকে মহাকাব্যীয় স্তরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। সে উর্বশী রতিভারে প্রপীড়িতা বটে, তনুর আলসে মদনের মনবিহ্বল মাধুর্য রভসে সে পড়ে থাকে, আতপ্তঘন দেহাগ্র-চূড়ায় তার হিয়া দুরুদুরু কাঁপে, তবু দেহের অণুতে অণুতে অঙ্গের প্রতিটি ভঙ্গিতে কামনার প্রতিটি স্তরে যে মিলনের সূত্রপাত তার সার্থকতা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, কারণ প্রেম যদি উর্ধ্বাশী না হয়, আত্মকেন্দ্রিক থেকে যায় তাহলে বিশ্ববিধান যে উল্টে যায়।

How long shall one man

Divide from heaven its most perfect bliss

Go down, bring her back

উর্বশী ফিরে এলেন, পুরুরবা বিরহব্যথায় অধীর হয়ে উঠলেন, তিনি কৈলাসে তপস্যামগ্ন হয়ে মহাশক্তির আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন

He understood infinity and saw

Time like a snake coiling among the stars.

কিন্তু এ হলো তাঁর ব্যক্তিগত প্রাপ্তি, নীচে পড়ে রইলো মাটির পৃথিবী

The green and strenuous earth abandoned rolled.

এই abandoned কথাটির তাৎপর্য অসীম। সাধনায় প্রেমে তপস্যায় উর্ধ্বে ওঠা যায় কিন্তু সেইটেই তার কথা শেষ নয়, কাব্যের নয় নাটকের নয়, সাধনার নয়—মাটি ছেড়ে বিশ্বকেন্দ্রিক হওয়া যায় না, সেইখানেই আছে—

যে দুর্লভ রাত্রি মম

বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাত সম

তার জন্ম মাটিতে, তাকে রূপান্তরিত করে নিতে হয়, শোধন করে নিতে হয়—তাই 'উর্বশীতে' যার আরম্ভ 'সাবিত্রীতে' তার শেষ—জীবননাটকের এই সব চেয়ে বড়ো সত্যই নাট্যকার শ্রীঅরবিন্দের অবদান।

রবীন্দ্রনাথের উর্বশী আর এক অপরূপ কল্পনা। সে কন্যা নয়, বধূ নয়, মাতা নয়, সে সুরসভাতলে নৃত্য করে, নূপুর গুঞ্জরি চলে যায়, স্তব্ধ অর্ধরাত্রে সে দ্বিধায় জড়িতপদে সলজ্জিত বাসরশয্যাতে যায় না। সে সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃত-পান সভার সখী। সে অনন্ত রঙ্গিনী, তাকে ধরা যায় না, সেই অধরাকে ধরার খেলায় সবাই মত্ত, জীবনের জৈব নিয়মই এই। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী অস্তাচলবাসিনী

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের উর্বশী ফেরে

She is but gone, for a little gone
But she will soon come back—

কালিদাস তাকে জননী করে উর্ধ্বে তুলে দিলেন মানুষী মহিমায়, শ্রীঅরবিন্দ তাকে বহুর মধ্য থেকে উদ্ধার করে একের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন তপস্যায়, রবীন্দ্রনাথ তাকে বহুর অনুভূতিতে বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন সৌন্দর্যের সুধায়—পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর সবই উর্বশীর প্রেরণা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শ্রীঅরবিন্দ "ইলিয়ন" বলে একটি নাট্যকাব্য (heroic myth) আরম্ভ করেন "হোমরীয়" স্টাইলে। কিন্তু সেটি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। আমেজনিয়ান রানীর সঙ্গে একিলিসের কাহিনী, ট্রোজান যুদ্ধের পর। "And in the noon there was night. And Appollo passed out of Troya"। 'বাসবদত্তা' ও 'রদোগুণে' (Rodogune) আর দুটি নাটক। বাসবদত্তায় মহাকবি ভাসের আভাস হয়তো কিছু আছে। অবন্তীর রাজপ্রসাদ, অযোধ্যা ও কৌশাম্বীর চিত্র, গঙ্গা গোদাবরী নর্মদার শিকরসিক্ত প্রমোদ উদ্যান, আসব সংগীত পুষ্প, আবার মহাসেন, গোপালক বৎস, যৌগন্ধরায়ণ, বাসবদত্তা, মঞ্জুলিকা, অলর্ক-বিকর্ণ প্রভৃতি নাটকোচিত চরিত্রগুলির বিকাশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝড় শান্ত হল, বিপদ শেষ হল, বীণায় বাজল প্রেমের বন্দনা।

রাণী আমার, এবার আমরা খেলে যাব
সোনালী সবুজ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে
এক স্বুবর্ণ স্বপ্নের ভিতরে অনন্ত কাল ভেসে ভেসে
ওগো মর্তের কনকোজ্জ্বল লক্ষ্মী, যতদিন না
আমাদের কাছে খুলে দিচ্ছ
তোমার স্বর্গপুরীর
জ্যোতির্ময় দুয়ার

৭

শ্রীঅরবিন্দের আর একটি নাটক হচ্ছে 'বসোরার উজীররা'। শ্রীঅরবিন্দের যৌবনে বরোদাবাসকালীন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনাগুলির মধ্যে এই এই রম্য নাটকটি অন্যতম বৃহৎ।

বাঁদীর দলের বন্দিনী
ঐ তপ্ত শিখা তন্বীকে
ধরবো ওগো কিসের ঝাঁকে
মনে মনে গুণছি যে
* * *
দশটি হাজার নগদ কিন্তু
করকরে সোনার দিনার
গুণে দিলে তবেই পাবে
অত্যাশ্চর্য দেহের মিনার।

…বৃষ্টিসজল আঁধারচপল সন্ধ্যা, মৌতাতী মেজাজে নাটক পড়ছি, সামনে ধূমান্বিত চা, যা সরস করে, কিন্তু মদির করে না। প্রথম অঙ্কেই চোখে পড়লো উপরের ঐ কথাগুলো—গুন্‌গুন্ করে গান করছেন এক বড় উজীর সাহেব। একটা অবাস্তব চটুল আবহাওয়া—বেচা-কেনার হাটে আলু-পটলের মত তন্বঙ্গী যুবতীদের নিয়ে দর কষাকষি চলছে, নিলেম হচ্ছে। দয়িতের দু'বাহুর নিভৃত আশ্রয় ছেড়ে আসছে ইরান দেশের বুলবুল, বসোরাই গোলাপ, নারীমাংস লোভী পাষণ্ডদের অভাব নেই, ভবঘুরে বাউণ্ডুলেরা দালালী করছে।

উজীর-নাজীর, বাদশাজাদী, জল্লাদ, মুণ্ডচ্ছেদ, হুকুম-হাকিম নিয়ে এক অবাস্তব পরিবেশ—আরব্য উপন্যাসের যুগ—হারুন-অল-রশীদ ছদ্মবেশে ঘুরে

বেড়াচ্ছেন, প্রজাদের সুখ-দুঃখের গল্প শুনছেন, অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করছেন, কাউকে দণ্ড দিচ্ছেন, কাউকে পুরস্কার, কেউ শূলে চড়ছে, কেউ সুন্দরীদের কণ্ঠলগ্না হচ্ছে।

কিন্তু নাট্যকারটি কে? ওমর-খৈয়াম, হাফেজ, রুমী, ফিটজেরাল্ড, ইরানতুরানের বিদ্বান ওমরাহ আমীর? না, শ্রীঅরবিন্দ।

গল্পের আখ্যানভাগ কম। নাটকটির কাল বিখ্যাত হারুনের সময়—স্থান বসোরা ও বাগদাদ।

সুলতান মহম্মদ-বিন-সুলেমানের দুই উজীর—আলফজ্জল ইবনসয়ী আর আলমুয়েন-বিন-খাকন্। ওদের দুজনের দুই ছেলে—নুরুদ্দীন আর ফরীদ্।

দাস-দাসী বিক্রয়-ক্রয়ের হাটে একটি সুন্দরী বাঁদী এলো—নাম আনিস-আলজালিস। রূপে-গুণে অতুলনীয়া সে,—তাকে কেন্দ্র করেই এই নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাত বা action বা extravaganza।

বড় উজীরের ছেলে নুরুদ্দীন উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বটে, কিন্তু মা আমিনার মতে, সে চাঁদের মত সর্বগুণসম্পন্ন—তার বহু রমণী-প্রীতির কলঙ্ক আছে বটে, সারা সহরের মেয়েগুলো তার জন্য পাগল, তবু সে পুত্ররত্ন। আর ছোট উজীরের ছেলে বিকলাঙ্গ ফরীদ একটা পশুবিশেষ—তার মা খাতুনের কথাতেই বলি—বাপের অজস্র আদরে ছেলেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেলো গো—মনুষ্যত্ব দূরে থাক, মনুষ্যপদবাচ্যও নয়—ভগবদ্দত্ত সৌন্দর্য, বীর্য-শৌর্য সব মুছে গেল—একেবারে পশু: বাপ বলে—না, না, ও আমার পাগল ভূতনাথ—প্রকৃতি ওকে চালায়, ওর দুরন্তপনা, বেয়াদবী, সবই তারই তাড়নায়—ও তো খাস প্রকৃতির দুলাল।

প্রথম অঙ্কেই পেলুম, সুন্দরী যৌবনশ্রীসম্পন্না আনিসকে নিয়ে বেচা-কেনা চলছে—ক্রেতা স্বয়ং বড় উজীর। সুলতানের জন্য এক সর্বগুণান্বিতা ললিত-কলায় পারদর্শিনী গৃহিণীসচিবসখিমিথঃ প্রিয় শিষ্যার খোঁজে তিনি বেরিয়েছেন। এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছোট উজীর, তিনি বাঁদীটিকে চান তাঁর কদাকার পুত্রের জন্য, তার ক্ষণিক লুব্ধতার তৃপ্তির জন্য। শেষ পর্যন্ত বড় উজীর নিয়ে এলেন রূপসীটিকে, তুললেন তাঁকে ঘরে, সুলতানের প্রমোদলীলার অঙ্কশায়িনী করবেন বলে। কিন্তু বাদ সাধলেন অদৃশ্যা নিয়তি। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখি বড় উজীরের কর্তব্যপরায়ণ ভাইঝি দুনিয়া প্রেমের দূতী হয়ে আনিস ও নুরুদ্দীনের মিলনের পথ মসৃণ করে দিচ্ছেন। এ-যেন বীর বিনা আর রমণীরতন, আর কারে

শোভা পায় রে। আনিস চালাক মেয়ে,—অনেক ঘাটের জল খেয়েছে সে। মনে মনে সে পছন্দ করে মুরুদ্দীনকে—একটা সুস্থ সবল আদর্শবাদী যুবক, যে প্রেমে মাতোয়ারা হয়, আনন্দে ডগমগ হয়—যার চোখে লেগে আছে স্বপ্ন, কল্পনা যার হয়েছে উদ্দাম। সে বলে—আমি যে রাজকন্যাকে বিয়ে করবো তার মিঠে চোখ দুটি হবে মধুর রহস্যে ভরা, সে হবে কেশবতী আলুলায়িত-কুন্তলা, দীঘলচুল, তার হয়ে আমি যুদ্ধে যাবো, যুদ্ধে জয় করবো, দিগ্বিজয় বেরুবো, অরাতি নিধন করবো, বড়ো বড়ো লৌহদ্বারবেষ্টিত সহরগুলিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে জয়হুঙ্কারে কেড়ে নেবো, শত্রুকবল থেকে বন্ধুরাজ্যদের উদ্ধার করবো এবং আমার হৃদয়পুর—সুন্দরীর সাম্রাজ্য বিস্তার করবো।

তার স্বপ্নের কথা সে বলেই চলে—আমি বেরিয়ে পড়বো—যাযাবর পথিক, তরবারহাতে চলে যাবো দেশ-দেশান্তর—যাবো পশ্চিমে, করবো মূরদের সঙ্গে মিতালী—যাবো মহাচীনের প্রান্তরে—কাফেরদের দেশ দিল্লীও রবে না বহুত দূর, গজমোতিগুঁড়া যেখানে পথের ধূলা।

আমি দান করবো অজস্র, কোথাও কোন প্রাণী দরিদ্র থাকবে না, সকলের দুঃখ-কষ্ট-দৈন্য দূর হবে· ·।

ইবনসয়ী চটে যান—ছেলেকে প্রচণ্ডতম শাস্তি দেবেন—স্বয়ং সুলতানের জন্য আনা মেয়েটির উপর সে লোভ করেছে, এতো বড় স্পর্ধা—এতো বড় অনাচার, অতএব করো এর শিরচ্ছেদ—ছেলেও জানে বাপের দৌড় কতদূর। শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয় যে পাকা ফলটি কোন্ দেবতার ভোগে লাগবে, না জেনেই মুরুদ্দীন তাতে কামড় বসিয়েছে, দুনিয়ার সাহায্যে এবং আনিসের মুগ্ধ গোপন সম্মতিতে—অতএব ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ। পিতা তো ক্ষমা করলেন, কিন্তু পিতৃব্য আছেন, তিনিও রাজার উজীর, রাজকার্যের অবহেলা নৈব নৈব চ—অতএব সুলতানের কর্ণগোচর করানো হলো এই সাধু ও স্বাদু সংবাদটি। জ্বলে উঠলেন মহাশাস্তা (ইনি অবশ্য কামমোহিত শিবের ঔরসে মোহিনী বিষ্ণুমায়ার গর্ভজাত কেরলের ব্যাঘ্ররাজ অয়প্পন্ নন) তৃতীয় অঙ্কে সেই সংবাদই নিয়ে এলেন মুরুদ্দীনের বন্ধুরা ওদের শান্ত প্রেমের কুলায়ে, যেখানে দেনার দায়ে তখন ভরাডুবি হচ্ছে দড়ি-কলসী পর্যন্ত—স্থির হলো প্রেমনিমজ্জিত নিশীথ-রাতের গভীরশপথের মত যে, পশ্চাদপসরণই শ্রেয়, অর্থাৎ কি না পলায়ন—রাজরোষ থেকে।

বাগদাদে উঠলো চতুর্থ অঙ্ক। মহামান্ত খলিফের রম্যবাগিচার বিলাসমঞ্জিলে—সেখানে চক্রবাক-চক্রবাকীদের কান্নায়, বন্ত ঘুঘুদের মিলন-কূজনে, বুলবুলের ডাকে, কোকিলের গানে, রক্তিম প্রবালের মত, মরকতমালার মত ফুল-ফলের বিচিত্র রং-এ ও শোভায় বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল ঝলমল। তারই রক্ষক ছিলেন ইব্রাহিম—বুড়ো হলে কী হয়, একেবারে রসরাজ্যের শুধু দ্বারপাল নন, ডুবুরী। একজোড়া কন্দর্পকান্তি তরুণ-তরুণী দেখে শুধু লম্বকর্ণ নন, একেবারে মুগ্ধমাধব বিগলিততনু দগ্ধ দামোদর হয়ে উঠলেন।

৮

এই রসিক পুরুষটির চিত্র ফুটেছে নাটকের একটি গানে—

আমার দাড়ি শীতবুড়োরি
চরণচিহ্নে সাদা হলো
শ্বেতশ্মশ্রু বলিরেখাতে
আনন কপোল ভরে গেলো
তবু মত্ত আমি মগ্যপানে
নরক আগুনে ভয় করি না
নেই অরুচি সেই সরস তানে
শেষের দিনে বিচারেও না
ইব্রাহিম যে প্রেমপিয়াসী
অধর আশ তার তবু মেটে না
চাওয়া-পাওয়া যখন খুশি
তিয়াসীদের নেই ঠিকানা।

এমন সময় মঞ্জিলের বাইরে উদয় হলেন স্বয়ং সম্রাট হারুন-অল-রশীদ ও তাঁর উজীর জাফর।

গান তখনও চলেছে—

ঝুম ঝুমাঝুম ঝুম
সুরার সাথে সুন্দরীদের
চটুল ঠোঁটের ধূম
টলটলে ঐ পাত্রখানি
অধরসুধায় জড়িয়ে জানি

স্ফূর্তি করো চরম সুখে, না, না, না
ওগো হরিণনয়না ;
সাঁঝের বাতির ক্ষীণ আলোতে
চকচকে ঐ চোখ দুটি।
তোমার দিল-মাতানো চেরী গলানো
রঙীন রাঙা ঠোঁট দুটি।

বুড়ো ইব্রাহিমের "কনফেশন" শুনুন—

যখন আমি ছিলাম তরুণ, বয়স ছিল কাঁচা
আমার ছিল মতলব ভারী মেয়ে ধরার খাঁচা
তখন যদি দৃষ্টিপথে আসতো কোন মেয়ে
কোলে তারে বসিয়ে নিতাম
রূপসাগরের নেয়ে
হোক না তার বয়স বেশি
তন্বী নাই বা হলো
শ্যামাঙ্গিনী ষোলো কিম্বা
হয়তো কালো-ধলো

এখন আমি বৃদ্ধ জীর্ণ জরায় শিথিল তনু
তরুণীরা পালায় ভয়ে কম্পিত পরম অণু
পরাণ আমার বেদন ভরা ব্যথায় জরজর
কেবলই শুনি কুজনধ্বনি সরো সরো সরো
দেখতে যদি কি ভ্রুভঙ্গি এখন আমার জোটে
পায়ের তলায় নৃত্যের তাল বেতাল হয়ে ফোটে।

কিন্তু নবীন যুবা আর মধুকণ্ঠি তরুণীকে দেখেই গলে গেলেন সম্রাট, তাদের ভাজা মাছ উল্টে খাওয়ালেন, বসোরার রাজা ও রাণী করে ছেড়ে দিলেন—হায় সে সব কাল কবে কেটে গেছে—উদ্ধত যৌবনের যখন সম্মান ছিল—দুর্বৃত্তেরা শিক্ষা পেলো—ধর্মের জয় হলো—জয়ডঙ্কা বাজলো, তারপর ভরতবাক্য—শান্তি, শান্তি। গল্পটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়ুলো। পঞ্চমাঙ্ক নাটকের সমাপ্তি ঘটলো।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বসোরার উজীরর

পাত্রপাত্রী

হারুণ্ অল্ রসিদ	খলিপ
জাফর	তাঁর উজীর বা মন্ত্রী
সেখ্ ইব্রাহিম্	খলিপের উদ্যানরক্ষক
মস্রুর	হারুণের সখা ও বন্ধু
জেইনির মহম্মদ-বিন-সুলেমান	হারুণের পিতৃব্যপুত্র ও বসোরার সুলতান
আলফজ্জল ইবন সয়ী	ঐ প্রধান উজীর
নুরুদ্দীন	আলফজ্জলের পুত্র
আলমুয়েন-বিন্-খাকন্	বসোরার দ্বিতীয় উজীর
ফরীদ	ঐ পুত্র
সালার	আলজেইনির বিশ্বস্ত অনুচর
মুরাদ	বসোরা সহরের পুলিশ বাহিনীর তুর্কীকাপ্তেন
আজীব	আলমুয়েনের ভ্রাতুষ্পুত্র
সুন্জার	বসোরা প্রাসাদের মহালমুন্সী
আজিজ্, আবদুল্লা	বসোরার ব্যবসায়ীগণ
মুয়াজ্জীম্	দালাল
আজিম	আলজফ্জলের গৃহরক্ষক
হারকুশ্	ইবন্সয়ীর বাটিতে ইথিয়োপিয়ান খোজা
করীম	বাগ্দাদের মৎস্যব্যবসায়ী

দাসগণ, সৈনিকগণ এবং ঘাতকের দল

পাত্রপাত্রী

আমিনা	আলফজ্‌জলের স্ত্রী
দুনিয়া	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রী
এনিস্‌-আলজালিস	পারস্যদেশীয় বাঁদী
খাটুন	আলমুয়েনের স্ত্রী, আমিনার ভগিনী
বাল্‌কিস্‌ } মীমুনা }	ভগিনীদ্বয়—আজিবের ক্রীতদাসী
ক্রীতদাসীরা	

প্রথম অঙ্ক

বসোরা

প্রথম দৃশ্য

(প্রাসাদের অভ্যন্তর-সংলগ্ন একটি কক্ষ)

মুরাদ্‌, স্থন্‌জার

মুরাদ্‌

আমি বলছি তোমায় শোনো, মহাল্‌মুন্সী, আমি আর সহ্য করতে পারছি না, আমি যাবো বাদশার দেওয়ানীখাসে, একঘণ্টার মধ্যেই জানিয়ে দিয়ে আসবো যে আমার প্রতি কী অন্যায় হচ্চে, অনাচারের দীর্ঘ তালিকা পেশ করবো হুজুরের কাছে—তিনি বেছে নিন্‌, হয় আমাকে—বিধাতার আপনার ছাঁচে তৈয়ারী একজন খাঁটি মেহমান, না হয় গরিলা আর জাম্বুবানের মিশ্র বংশধর ঐ পশুটাকে—যাকে তিনি উজীর বলে পরিচয় দিয়ে বেড়ান।

স্থন্‌জার

দোস্ত্‌, অন্যায় তোমার একার প্রতি হয়নি, সমস্ত বসোরা আর দরবারের অর্ধেক লোক তার অত্যাচারের অভিযোগ করছে।

মুরাদ

মুগুর হাতে নিজের হিংসা আর জ্বালা ত মেটাচ্ছেই, আবার কি না ছেলেটাকে তিলে তিলে দিচ্ছে উস্কিয়ে—যেন একটা বানরছানা আর একটা বুড়োধাড়ী হনুমান্‌।

স্থন্‌জার

বেটা বাচ্ছাবাঁদরটা কী কম শয়তান্‌—তাকে জুতোর সুকতলা দিয়ে সিধে করতে হয়। কিন্তু কার অতোটা বুকের পাটা আছে—তাই মুরাদ্‌ ভাই,

ধীরে বন্ধু ধীরে। বাদশার কাছে বলে কিছু সুরাহা হবে বলে মনে হয় না—তিনি দোষগুণের অতীত,—তিনি আবার তাঁর কালোমাণিকের নিন্দা সহ্য করতে পারেন না। বরং বড় উজীরের আলফজ্‌জল ইবন সয়ীর কাছে নালিশ—

মুরাদ্‌

ঐতো একটা মানুষের মত মানুষ,—আহা আলফজ্‌জল সাহেব বড়ো দয়ালু, ওঁর জন্যই বসোরাকে এখনও ঝকঝক মনে হয়।

সুন্‌জার

এ কথা আমি বিশ্বাস করি। ওঁর ভিতরে এমন একটা প্রকৃতিদত্ত হৃদ্যতা আর গাম্ভীর্য আছে যে ওঁর জ্ঞাতসারে কোনো মানুষ বা জ্যান্তো জিনিসকে উনি আঘাত করতে পারেন না। আমার কী মনে হয় জানো যে আসলে সত্যিকার প্রত্যেকটি ভালো লোক চাঁদের মত, তার পিছনে আছে একটা জ্যোতির মণ্ডল, আর ঠাণ্ডা মেঘের দল কালো অন্ধকারের পর্দা দিয়ে বা ক্রূর প্রকৃতির আবছা আবহাওয়ায় সেটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করছে। আমরা যখন তাদের কাছে যাই তখন এটা বুঝতে পারি।

(ইবন্‌ সয়ীর প্রবেশ)

ইবন্‌ সয়ী

(স্বগত)

বাঁদীর দলের বন্দিনী ঐ তপ্ত শিখা তন্বীকে
ধরবো ওগো কিসের ঝাঁকে মনে মনে গুনছি যে,
থাকতো যদি নুরুদ্দীটা মেয়েধরার জ্যান্তো ব্যাধ
নাগরালির পুরুতমশাই, সুন্দরীদের আস্তো ফাঁদ,
মন ভেজানো কাজেতেই সে হাতপাকালে চিরটা কাল,
ভাবছি আমি রূপসীকে কেমন করে শেখাই চাল।
অনাঘ্রাত পুষ্প মত দেবভোগে যে হবে বলি
যতক্ষণ না অক্ষত তাকে প্রভুর কাছে ধরে তুলি।
ঝুঁকি মাথায় নিতেই হবে, কতো কুদৃষ্টি হানবে লোকে
কোথায় গেলো বদমাইসটা পালালো নাকি নিজের শোকে।

দশটি হাজার নগদ কিন্তু করকরে সোনার দীনার
গুণে দিলে তবেই পাবে অত্যাশ্চর্য দেহের মীনার ;
সস্তা হয়তো বলবে সবে অলস টাকা এমনি যাবে
শাহনশাহী কপাল ভালো, মিষ্টি মধুর সৃষ্টি পাবে।
নন্ ত তাঁরা জনসাধারণ কতই কাজে সদাই মগন্
কিছুটা তাই আয়েস্ মাগেন্, সুন্দরীদের সেবা যতন ;
মহামহিমের প্রতিভূ যাঁরা—দেবতাত্মার নিত্য প্রিয়—
কঠিন বিচার তাঁদেরই সাধন, শান্ত শাসন দৃষ্টি শ্রেয়।

সুন্জার

সেলাম আলেকুম সেরা উজীর সাহেব, পরম শক্তিমান আপনার মঙ্গল করুন, তাঁর শান্তি নামুক আপনার মাথার 'পরে।

মুরাদ্

শান্তি, আলফজ্জল ইবন্ সয়ী।

ইবন্ সয়ী

শান্তি, শান্তি, কিন্তু তুমি এখানে কেন কোতোয়াল ? নগরপাল তুমি, কাজ নেই ?

মুরাদ্

আপনি ত শুধু উজীর নন্, আমার অত্যন্ত আপন, আমি উজীর আলমুয়েন সাহেবের বিরুদ্ধে আমাদের মহান প্রভুর কাছে নালিশ করতে চাই।

ইবন্ সয়ী

বুঝি সব, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে গেলেই বিজ্ঞজনোচিত কাজ হয় না। আলমুয়েনের আছে একটা কালো দৈত্যের মতন বিপজ্জনক মন। তবু তার ভিতর কিছু কিছু সদ্‌গুণও আছে—অবশ্য সেগুলো সে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত বিদ্বেষে। রাজার কাছে ওর নামে নালিশ করলে ঠকবে মুরাদ্। তিনি তোমাকেই বিচার করতে বসবেন তোমার আর্জির সঙ্গে তার গুণাবলী এবং তারপর তোমার উপরই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠবেন মুখে কিছু না বললেও।

মুরাদ্

আপনি যা উপদেশ দেবেন।

ইবন্ সয়ী

ঠিক আছে, সাঁচ্চা তুর্কীর বাচ্ছা তুমি, সব ঠিক হয়ে যাবে, ঘাবড়িয়ো না।

মুন্জার

এই যে তিনি। (আলমুয়েনের প্রবেশ)

মুরাদ্

থাক্নতনয়, আপনার শান্তি হোক্।

আলমুয়েন

কাপ্তেন সাহেব, এ সব কী শুনছি, তোমার শাসনব্যবস্থা পালটাও, তোমার ভাবভঙ্গীও সুবিধের নয়—ভুলো না তুমি তুর্কী, তোমায় চিনি।

মুরাদ্

আমি বসোরা শাসন করি, সঙ্গতভাবেই করি, অন্ততঃ আপনি যেমন রাজ্য চালান্ তার চেয়ে ভালো।

আলমুয়েন

আরে, তুর্কীম্যানটা ত বেজায় বদমেজাজী। ডাকবো না কি বরকন্দাজদের।

ইবন্ সয়ী

না, না, ভাই আলমুয়েন, অতো চটলে কেন ?

আলমুয়েন

ঐ লোকটা কুশাসন করে।

ইবন্ সয়ী

কেন, কি হয়েছে শুনি ?

আলমুয়েন

বলছি, শুমুন—কদিন আগে একদল গুণ্ডা আমার ছোট্ট শান্ত গোবেচারী ফরিদকে লাঠিসোঁটা দিয়ে বিনাকারণে বেদম প্রহার দিলে। এই লোকটার ঘুষখেকো পুলিশের দল, ওরই প্ররোচনায় কিছু ত করলেইনা, বরং যখন দুর্বৃত্তরা ধরা পড়লো, তখন তাদের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে কাজীর কাছে হাজির করিয়ে দিলে আর কাজীও তেমনি, একটি আস্ত বোকা।

মুরাদ্

আমাদের উজীরসাহেবের পুত্রটি একটি রত্ন বিশেষ। সারা সহর একথা জানে, যেমন বিকলাঙ্গ চেহারা, তেমনি ক্রূর মন। এমন খারাপ কাজ নেই এই মানবকটি করেন না—সমস্ত সহরটা তাঁর দাপটে অস্থির, তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন সারাদিন পিতৃদেবের প্রচণ্ড নামমহিমায়। যারা তার গায়ে হাত দেয় তারা অন্যায় ত করেই না বরং অসহায় লোকেদের রক্ষার ভার নিয়েছে তারা।

আলমুয়েন

আমি তোমায় চিনি, তুর্কী—

ইবন্ সয়ী

শোনো, শোনো, উত্তেজিত হয়ো না, বড়ভায়ের মতই বলছি আমি—মুরাদের কথা সত্যি। তোমার ফরীদ্ তোমার কাছে কথা কয়, সায় দেয় যেন স্বয়ং দেবদূত এসে দাঁড়িয়েছেন, আর বাইরে একেবারে আধাশয়তানের প্রলয়গর্জন। না, না, উজীর ভাই, আমাদের এলাকার কোন সহরে এ সব ঘটতে দেওয়া চলে না, অন্যত্র যাই হোক্—বিশেষ করে বসোরায়। এটা সংস্কৃতির পীঠস্থান, মার্জিত রুচির দেশ। এ অভ্যাস বদলাতেই হবে।

আলমুয়েন

দাদা, তোমার নুরুদ্দীনের হালচালটা কিরকম? সেও কী একেবারে নির্দোষ—এসব বিষয়ে তারও খ্যাতি আছে শুনেছি।

ইবন্ সয়ী

হ্যাঁ, মুকুলিত যৌবনের প্রথম উদ্দাম প্রণয়পরশে মুগ্ধ সে—হয়তো আত্মহারা। কিন্তু তার গতি ক্ষুরধার, তেজী ঘোড়ার মত। বল্‌গা দিয়ে তাকে সংযত রাখতে হয়, তবেই সে দুল্‌কি চালে চলবে। তাছাড়া তার ভিতর আছে একটা বলিষ্ঠ উদারতা। আমি ভারী খুশী হব যদি তোমার ফরীদরূপী অশ্বটি তার জৈবমত্ততা কাটিয়ে উঠতে পারে—তাহলেই তো খাঁটি সোনা হয়ে যাবে।

আলমুয়েন

সে যা তাই থাক্ কিন্তু সে মন্ত্রীপুত্র এ কথাটা যেন মনে থাকে ঐ তুর্কীমানুষটার।

ইবন্ সয়ী

থাক্, থাক্, ও সব বাজে কথা থাক্। রাজা মাথার উপর আছেন তাঁর নীচে আমরা সবাই সমান। এই আমাদের শাহনামার রীতি।

আলমুয়েন

আচ্ছা ভাই তুরস্কের মানুষ, তোমায় ক্ষমা করলাম।

মুরাদ্

ক্ষমা—আচ্ছা, মন্ত্রীমহাশয়দের সেলাম্, শান্তি হোক্—আদাব।

ইবন্ সয়ী

দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে আসছি।

আলমুয়েন

তুর্কীভাই, সেলাম্ আলেকুম।

ইবন্ সয়ী

সেলাম্ ভাই সেলাম্, দেখো ভাই, নজর রেখো।

(মুরাদের সহিত প্রস্থান)

আলমুয়েন

ভাই, শাস্তি, আদাব। এক ঘুষিতে ঐ নাক আর কান ঘুরিয়ে দিতে পারি, ভ্রাতৃপ্রেমে ডগমগ হয়ে তোমার ঐ লম্বমান দাড়িটিকে গোটা দুই মিষ্টি টান দিলে কেমন লাগে? তত্ত্বকথা শোনাচ্ছেন? ঈশ্বর যদি দিন দেন তবে একদিন চাবুকের তলায় বক্তৃতা করবো—সপাসপ্—আর গলা ফাটিয়ে কতো উপদেশ দেবে দিয়ো, যে সব কথা কেউ শোনেনি।

(সুনজারকে দেখে)

আরে এটা কে—তুমি কে বটহে—গুপ্তচর, লুকিয়ে শুনছো সব এবং বড়কর্তার কানে লাগিয়ে বকুনী খাওয়াবে—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার কথা মনে থাকবে।

সুন্‌জার

না, হুজুর বিশ্বাস করুন, আমার কোন বদমতলব নেই। আপনার দাসানুদাস আমি।

আলমুয়েন

কুত্তা, তোকে চিনি আমি—আমি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেই তুই চেঁচাবি আর সামনে ভক্তিস্রাবী পদলেহন, যা, যা, মনে থাকবে আমার। (প্রস্থান)

সুনজার

ঐ যায় খাকুনপুত্র আলমুয়েন। কুত্তা বলে আমাকে, নিজে যে তিনপুরুষ সারমেয়বংশীয় তা জানে না। তোমার জন্ম হয়েছে গোবরের স্তূপে, মৃত্যুও অবধারিত সেইখানে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

খাতুন

তোমার অজস্র আদরে ছেলেটা একেবার নষ্ট হয়ে গেলো গো—মনুষ্যত্ব দূরে থাক্ মানুষপদবাচ্যও সে নয়। ভগবদ্দত্ত সৌন্দর্য, বীর্য শৌর্য সব মুছে গেলো—পশু পশু, পশ্বাচারের ভেজাল ধাতুটাই শুধু চক্ চক্ করছে—সংসারের হাটে ও আর বিকোবে না।

আলমুয়েন

আঃ কেবল গজ্ গজ্, কানের কাছে ঝালাপালা। তোমার ঘরে না এসে ঐ বাঁদীদের একজনের কাছে গেলেই হতো—বেয়াদবী করলে বা বেশী বকলে দু এক ঘা দিলেই চুকে যায়।

খাতুন

হ্যাঁ, তুমি কি আর তাতে পশ্চাৎপদ নাকি? জানো, আমি তোমার চেয়ে বংশমর্যাদায় কতো উঁচু—বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার সাধ হয়েছিল তোমার—আমার পিছনে আমার আত্মীয়স্বজন কুল আছে না—তাদের চকচকে তরোয়াল খাপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আমার প্রতি অসম্মানের প্রতিশোধ নিতে জানে না?

আলমুয়েন

পাপীয়সী, তোমার রসনাকে যদি সংযত না করো তবে একদিন তোমার ঐ বাঁদীদের দিয়েই নগ্ন করিয়ে সপাসপ্ বেত মারবো?

খাতুন

আহা, সেদিন যেন শীঘ্রই আসে—তোমার মত বীরপুঙ্গবের সাহস দেখলে আমি খুবই খুশী হব।

(লাফাতে লাফাতে ও অঙ্গভঙ্গী করতে করতে ফরীদের প্রবেশ)

ফরীদ

ও বাবা, আমার বাবাগো, বাবা, বাবা।

খাতুন

কী আধোআধো প্রলাপ বকছো, ফরীদ, তোমার কী কোনদিন জ্ঞান হবে না—মানুষের মত খাড়া দুপায়ে দাঁড়িয়ে চলতে পারো না, না ভাল করে কথা বলতে পারো না?

আলমুয়েন

থামো ঠাকরুণ—আমার এমন চমৎকার ছেলেটাকে আর বকতে হবে

না—প্রকৃতির দুলাল হয়ে জন্মেছে সে—কেবল বকুনী—ফের যদি শুনি, তা তুমি মহিলাই হও আর যেই হও, দাঁত ভেঙে দেবো।

ফরীদ

দাও বাবা, তাই দাও—মা তো নয়, সব সময়ে বকছে—তুমি যখন থাকনা বাবা, মা তখন মারে। ঠিক হবে বাবা, দাঁত ভেঙে দাও—আমি এমন হাসি হাসবো।

আলমুয়েন

আমার পাগল ভূতনাথ।

খাতুন

তোমার লজ্জা করেনা—ওকে ওর গর্ভধারিণীর বিরুদ্ধে ঘৃণায় প্ররোচিত করছো? তুমি কি বুঝতে পারছো না যে ওর ভিতরের শয়তানকে উত্তেজিত করছো তুমি? পরম কারুণিকের কৃপায় আর মানুষের বিশেষ চেষ্টায় ঘুমিয়ে থাকে সেই দানবতা—তাকে জাগিয়ে তুলে নরকের বিদ্বেষশিখার সীলমোহর খুলে দিতে নেই—তাহলে দাউ দাউ করে দুরন্ত আগুন জলে উঠে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। মনে করছো এই অকালপক্ক ছোঁড়াটা তার মাকে অপমান করেই শান্ত হবে? এটা হচ্ছে একটা অস্বাভাবিক বিদ্রোহ—একদিন তোমাকেই অনুতাপ করতে হবে। (প্রস্থান)

ফরীদ

ঐ মেয়েটাকে চাই বাবা, কী মেয়ে—ঐটাকে কিনে দাও বাবা,

আলমুয়েন

কী বলছিস, কোন মেয়ে, লাফাচ্ছিস্ কেন পাগল।

ফরীদ

কেন—দাসদাসীর হাটে বিক্রী হবার জন্য এসেছে—দশহাজার দাম। কী হাত, কী চোখ, কী পা আর পাছা না, বাবা আমার চাই ওটাকে, যতক্ষণ না জড়িয়ে ধরছি—

আলমুয়েন

আরে, আরে বলিস কী। এরি মধ্যে একেবারে পাকাপোক্ত পেকে উঠেছিস্ দেখছি—পিঠে কুঁজ হলেও খোঁজখবর নিতে ওস্তাদ দেখছি—বাহবা, বাহবা—আমাদের বড় উজীরের পুত্ররত্ন নুরুদ্দীনের সাকরেদ্ বনে গেলি নাকি? অ্যাঁ এই বয়সেই এই সীল্ খুললি, তালা ভাঙলি, পাকা সিঁধেল চোর বনলি?

ফরীদ

তোমরাই ত এর জন্য দায়ী। তুমি আর মা, পিঠে এতো বড় কুঁজ এতো তোমাদেরই দান। মেয়েরা ঠাট্টা করে—কেউ আমল দেয়না, শুধু অন্ধ মেয়েদের সঙ্গেই যা একটু আশনাই হয়—সত্যি, কী লজ্জার কথা।

আলমুয়েন

কিন্তু ঐ বাঁদীর মেয়েটা যে তোকে ভালবাসবে কে বললে?

ফরীদ

সে হবে আমার দাসী, তাকে বাসতেই হবে ভালো।

আলমুয়েন

কাকে বিয়ে করবি, বল দিকিন্, আয় বাজী ধরি—রাজার মেয়ে পছন্দ হয়, কেমন?

ফরীদ

ফুঃ রাজকন্যা নয়, আমার চোখ রয়েছে পূজনীয় চাচা সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রীটির দিকে, ভারী ভালো লাগে তাকে।

আলমুয়েন

উজীর! না, না, আমার বিশেষ ঘৃণা ঘিরে আছে তাকে—ওরে বেটা লম্বা টিকি, ওখানে বিয়ে চলবে না।

ফরীদ

আমারও কী ওঁকে পছন্দ নাকি, আমিও ঘৃণা করি এবং অনেকটা সেইজন্যই ওঁর ঘরে বিয়ে করতে চাই। কেননা বিয়ে হলে দিনে দুবার করে তাকে ঠেঙাতে পারবো তো এবং কোন না পূজনীয় পিতৃমহাশয়ের কর্ণে তা পৌঁছবে আর তিনি মরমে মরে থাকবেন।

আলমুয়েন

সাবাস্—আমারই ছেলে বটে।

ফরীদ

আর তাছাড়া মেয়েটা কেমন বশম্বদ নরম প্রকৃতির ঘরোয়া মেয়ে। কাঁদতে বলো কাঁদবে, কাঁপতে বলো কাঁপবে, চুমু খেতে বললেই চুমু খাবে—আর কি চাই। মার মতন মারমুখী নয়, সবসময়েই কেবল ভুরু কোঁচকানো, বকুনী আর খুঁতখুতুনী। কিন্তু বাবা কই বললে না তো কিছু, ঐ মেয়েটাকে বাজার থেকে কিনে আনিয়ে দাও।

আলমুয়েন

আরে বাপু টিকীশ্বর, দশহাজার করকরে গুণে দিতে হবে সেটার খেয়াল আছে—দামটা বড্ড বেশী—দুহাজার হয়তো দেখতে পারো—একটি পয়সা কিন্তু তার উপরে নয়। বিক্রেতার কপাল ভালো যদি সে এই দাম পায়—ফরীদ্, বান্দাদের ডাকো।

(ডাকতে ডাকতে প্রস্থান)

ফরীদ

হুররে, হুপ কি মজাটাই লুটবো কাফুর

আলমুয়েন

এই রকমভাবেই ছেলেকে মানুষ করতে হয়। তাকে পদেপদে বাধা দিতে নেই, বকতে নেই, শাস্তি দিতে নেই—প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখলে সত্যিকার মানুষটা যায় মরে এবং একটা ধর্মভীরু হাঁদা-গঙ্গারাম গড়ে ওঠে। যে মানুষের রক্তে কোন পাপের স্রোত নেই, যে কখনো বয়সকালে কোনো তন্বীতরুণীর টাটকা তাজা ঠোঁটের কোমলপরশ পেলো না, রাতে কখনো সাকীর পিয়ালার সঙ্গে প্রেম জমালো না, সে মানুষের আমি কানাকড়িরও মূল্য দিই না। নীতিবিদ্রা বলে এক, প্রকৃতি শেখায় আর এক—কোনটা মেনে নেবো? নিজেকে গড়ে তোলো প্রকৃতি মায়ের কোলে, তার নির্দেশ অনুসারে। দেহের প্রতিটি অণুতে রক্তে তন্ত্রে তন্ত্রীতে এই মহাপ্রকৃতির ডাক—তাকে অসম্মান করবো কোন সাহসে। আমাদের কাছ হচ্ছে, মানুষকে গড়ে তোলা— হাঁ-নার দ্বন্দ্বদোলায় দুলবে এমন মূর্খ নিয়ে কি হবে, নীতিশাস্ত্র

আওড়ায় এমন ভালো মানুষেরও দরকার নেই। চাই এমন মানুষ যে অন্য মানুষের উপর সর্দারী করতে পারবে, হবে সৈনিক, হবে মন্ত্রী, হবে বাণিজ্যবীর বিপদ তুচ্ছ করে যারা সম্পদ আনতে পারবে দেশ বিদেশ থেকে, সাগর পার হয়ে যারা রত্ন আহরণ করে আনবে। সামমনের রক্তবীজ যারা। প্রভুত্ব করতে গেলে, রাজসাম্রাজ্য গড়ে তুলতে গেলে এই ধরনের মানুষের প্রয়োজন। দূরে দূরান্তরে তারা পাড়ি দেবে, সাতসাগরের পারে, পৃথিবীর এপার থেকে ওপার। গড়ে তুলবে একটি ভাষা, একটি রাজত্ব। হ্যাঁ, প্রকৃতিই হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো সাম্রাজ্যবাদী, সেখানে নীতির বুলি আওড়ানো হয় না। প্রকৃতির কোল থেকে যারা জয়টিকা নিয়ে বেরোয় তারা দুঃখদুর্দশা ঝঞ্ঝা-বাত্যা, শীত-গ্রীষ্ম কিছুই মানে না—তারাই বীর, উন্নতশির, তারাই পৃথিবী জয় করে, বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। আমি ফরীদের জন্য এই বাঁদীটিকে সংগ্রহ করবো—এদের সাহচর্যও একধরনের শিক্ষা—যুদ্ধ কর, ভোগ কর—এই ত প্রকৃতির মন্ত্র। আমার ছেলের উপযুক্ত কাজই এই আর সেই বীজে শক্তসমর্থ পৌত্রের দল এনে দিক, বংশ সুপ্রতিষ্ঠিত হোক্।

তৃতীয় দৃশ্য

(দাসদাসী ক্রয়বিক্রয়ের হাট)

মুয়াজ্‌জীম ও তার অনুচর, বালকিস্ ও মীমুনা, আজিব, আজিজ্ আবদুল্লা ও অন্যান্য সওদাগরগণ

মুয়াজ্‌জীম

মশায়রা, আর দেরী করছেন কেন? দর হাঁকুন, আপনিই আরম্ভ করুন না?

বালকিস

কে ঐ দামী পোষাকপরা সুন্দর যুবকটি?

মুয়াজ্জীম

আমাদের আজীব সাহেবের কথা বলছেন—উজীরের ভাইপো, ছেলেটা ভালো কিন্তু খুড়োটি মোটেই সুবিধের নয়।

বালকিস

শুনুন—দালাল মশায়—আমার গুণকীর্তনটা একটু ভালো করেই করবেন, অর্থাৎ কবির ভাষায় করবেন।

মুয়াজ্‌জীম

আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কবিতাসুন্দরীকে কাব্যেই বর্ণনা করবো। মশায়রা আর কেন, দর দিন।

একজন সওদাগর

এই সুন্দরীর জন্য তিনহাজার।

মুয়াজ্‌জীম

কি বলেন মশাই, মোটে তিনহাজার—একবার চোখটা খুলে দেখুন ত—চীন থেকে ফিরিঙ্গিস্তান ঘুরে আসুন—এর জুড়ি মিলবে না—আসুন, সাতহাজার।

আজিজ্‌

সেরা মাল হলেই ত হয় না, দামটাও দেখতে হয়, বড্ড বেশী দর।

মুয়াজ্‌জীম

কী যে বলেন, আজিজ্‌ সাহেব, সেই সর্বশক্তিমানই শাস্তি বিধান করবেন—বেশী দর বলছেন ?

বালকিস

(আজীবের প্রতি)

আমার জন্যে দর দিন না—আমার আরশীই আমায় বলে দেয় যে আমি কতটা সুশ্রী এবং আমি সেটা জানি। আমি যখন তারে তারে সুরের ঝংকার তুলি, বীণাবাদিনী হই, তখন বাতাসে তার কাঁপন লাগে, কথাগুলো হয় মধুক্ষরা—বসোরায় এরকম কখনো শোনেন নি, নিন না আমাকে, দর দিন ?

আজীব

আমার উপর তুমি এত সুপ্রসন্ন কেন, সুন্দরী ? আরো ত অনেক সওদাগর রয়েছেন।

বালকিস

না, না, মনে করবেন না যে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি, আপনার মুখ চোখ বলছে যে আপনার মা শুধু রূপসী নন, অত্যন্ত দয়াবতীও—আমি তাঁর সেবাদাসী হতে চাই।

আজীব

এই সুন্দরী তন্বীটির জন্য আমি পাঁচহাজার পর্যন্ত উঠতে পারি।

মুয়াজ্‌জীম্‌

তাজ্‌জব করলেন মশাই, মোটে পাঁচ—আর উনিই কিনা নিজে স্বয়ম্বরা হতে চান আপনার কণ্ঠে মালা দিয়ে—সাতের এক পয়সা কম নয়।

আজীব

আচ্ছা, আচ্ছা ছ'হাজারই নেবেন, হলো ত, আর একটি কানাকড়িও নয়, আসুন—

মুয়াজ্‌জীম

আর কেউ বেশী দর দেবেন?

সওদাগর

আরে, দাঁড়ান, দাঁড়ান দেখি।

আবদুল্লা

যেতে দাও ভাই, যেতে দাও—ওকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিনে লাভ হবে না—দেখছো না মন ঠিক করে ফেলেছেন, ঠাকরুণ।

সওদাগর

যেতে দাও, যেতে দাও।

মুয়াজ্‌জীম

আপনিই পেলেন, হুজুর।

বালকিস্‌

আমাকে যদি দয়া করে স্থান দিলেন, তাহলে আমার এই ভগিনীটিকেও নিন—আমরা বাইরে দু'জনে আলাদা বটে কিন্তু ভিতরে এক দিল।

বালকিস

আমাদের যদি আলাদা করে দেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো, হয়তো মৃত্যু হবে আর আপনার ছ'হাজারই লোকসান।

মুয়াজ্‌জীম্‌

একই সঙ্গে ওদের নিলাম হবে—এক জোড় ওয়া।

আচ্ছা, আরো দু'হাজার দেবো—দিতে হয় দাও, না হয় রইলো তোমার বেচাকেনা।

মুয়াজ্‌জীম্‌

হায়রে কপাল—এতো প্রায় বিনামূল্যেই দেওয়া; যান নিন, আর কী হবে।

আজীব

আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি

(বালকিস্‌ আর মীমুনার সঙ্গে প্রস্থান)

আবদুল্লা

কী হে দালাল সাহেব, রইলো কত ?

মুয়াজ্‌জীম্‌

কিছুই বিশেষ নয়, তবে যাঁর সম্পত্তি তিনি সামান্য কিছু লাভ করবেন।

আজীজ

উজীর !

(ইবন্‌সয়ীর প্রবেশ)

আবদুল্লা

মহান্‌ আফজল্‌ সাহেব এসেছেন, তার পদধূলি পড়েছে, দেখছি লক্ষণ শুভ, ভালো বেচাকেনাই হবে।

সওদাগররা

আসুন, আসুন, উজীর সাহেব।

ইবন্‌সয়ী

আপনাদের সকলের শান্তি হোক্—ধন্যবাদ, এই যে আবদুল্লা—ভাল সব খবর ?

আবদুল্লা

আমার ভাইএর সব গেছে।

ইবন্‌সয়ী

সে কী—আমাকে তোমার কোষাধ্যক্ষ করে নাও। ভাবতেও লজ্জা হয় যে আমরা যখন ঐশ্বর্যবিলাসে বাড়তি জিনিষ নিয়ে সুখভোগ করছি তখন আর একজন দুঃখে কষ্টে দিন যাপন করছে। এই যে দালাল সাহেব, বাজারের হালচাল কী রকম—আছে নাকি মনের মত জিনিষ, দুপয়সা ঘরে আসে।

মুয়াজ্‌জীম

মহামহিম উজীর সাহেব—আপনার সঙ্গে আবার দরদস্তর, আপনার দৃষ্টিভোগে লাগবে, দর্শনযোগ্য হবে এমন জিনিষ কি আর সহজে পাওয়া যায়, তবে বলুন কি দরকার, আমি ভালো জিনিষই দেবো, বাজারের সেরা মাল, দামেও বনবে—অন্য সব দালালরা, জানেনই ত হুজুর, সব গলাকাটার দল—আমায় ত আপনি চেনেন।

ইবনসয়ী

আরে, তা যা বলেছো—সত্যিই ব্যবসায়ী মহলে তোমার সততার খ্যাতি আছে—আমি শপথ করে বলতে পারি তুমি সত্যিই একটা আশ্চর্য মানুষ। যাক, এখন দাও দিকি একটি একেবারে সেরা মেয়ে—রূপসী বিদুষী মোহিনী—হেলেন বা শেবার রাণী কোথায় লাগে—তারপর দাম বলো।

মুয়াজ্‌জীম

হুজুর ধর্মাবতার যা বলছেন ঠিক সেইরকম একটি আছে সন্ধানে—একশো বছরে তার জুড়ি পাবেন না। আইনকানুন, ধর্মশাস্ত্র তার কণ্ঠস্থ, নৃত্যগীত-

বাদ্যঅংকনে সে পটু, মনের কোণে জ্ঞান বিজ্ঞান সে যথেষ্ট আহরণ করেছে। সে সুরসিকা, হাস্যেলাস্যে সুনিপুণা—আর তার রূপ আর গুণের কথা কি বলবো, প্রত্যেক কথায় যেন মধু ঝরে পড়ছে—পনেরো হাজার লাগবে হুজুর—তার তুলনা হয় না।

ইবনসয়ী

বলো কি হে, এ যে একটা দামের মত দাম।

মুয়াজ্জীম

দাঁড়ান, একবার শুধু দেখুন—খালিদ—মেয়েটিকে নিয়ে এসো।

(খালিদের প্রস্থান)

আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, কিন্তু আপনার পুত্র কি আপনার অনুমতি নিয়েছে—আমি তাকে একটি গলার হার দেবো প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

কণ্ঠহার ?

মুয়াজ্জীম

হ্যাঁ, হুজুর, এমন কিছু নয়—সামান্য উপহার তবে জিনিষটা দামী। রাজপুত্রের চালে এসে বললেন সেদিন—"পাঠিয়ে দিয়ো হে অমুক বাড়ীতে আর দামটা পিতৃদেবের হিসেবেই লিখে নিয়ো—আর জানি ত তুমি দামটা এমন চড়াবে যেন এলবুরজ্ পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে ঠেকে—আস্ত চশম্খোর, যতো পারো বুড়োটাকে শুষে নাও।" যাই বলুন হুজুর, ভারী খোশ্মেজাজী নওজোয়ান আপনার ছেলেটি।

ইবন্সয়ী

অ্যাঁ সুন্দর বদমাইসটা এই বলেছে—শুষে নাও, হ্যা, হ্যা, বেশ দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা, চুলের ঝুঁটি ধরে—আচ্ছা কোন বাড়ীতে পাঠাতে বলেছে, কাকে, জানো নাকি ?

মুয়াজ্জীম্

তা, হুজুর যা বললেন, মেয়েটি দেখতে শুনতে মন্দ নয়, আমাদের মতের নয়—তবে জানলেন কি, যা পাচ্ছে তার চেয়ে বেশী দিয়ে ফেলেছে।

ইবন্‌সয়ী

তাতে কোন সন্দেহ নেই—দুষ্টু দামাল ছেলে, শিষ্ট আর হলো কবে। তার কী আর বিবেক বিচার জ্ঞান আছে—ভালোই করেছো আমায় জানিয়ে। জানো, ছোকরার একটা মস্ত গুণ, শুধু দিলদরিয়া মেজাজ্‌ নয়, পেটেমুখে কথা নেই। যা করবে যা বলবে কোথাও লুকোচুরি নেই, মিথ্যাভাষণ নেই। যৌবনের তাড়নায় সে মাঝে মাঝে উদ্দাম হয়ে পড়ে বটে কিন্তু গোড়ায় গলদ নেই—রক্তের ধারা ভালো, এবং শেষ পর্য্যন্ত শেষরক্ষা হবেই—আমার সে আশা আছে—আসছি মুয়াজ্‌জীম্‌। (প্রস্থান)

মুয়াজজীম

আরে বাপকা বেটা, তবে ছেলেটার মধ্যে রক্তের তেজ আরো দ্রুত—এই যে খালিদ এসে গেছে পারসীক্‌ মেয়েটাকে নিয়ে।

(আনিস্‌-আলজালিসের সহিত খালিদের প্রবেশ)

খালিদ্‌, ছুটে যাও, বড় উজীর সাহেবকে ডেকে নিয়ে এসো, একটু আগেই এখানে ছিলেন।

(খালিদের প্রস্থান, আলমুয়েন, ফরীদ ও দাসদের প্রবেশ)

ফরীদ্‌

ঐ যে, বাবা, ঐ, ঐ, ঐ।

আলমুয়েন্‌

আপনিই দরদস্তর নিলাম করছেন—আপনাকে ভালরকমই চিনি—আজ কিন্তু একটু বেশী সততা দেখাবেন। মেয়েটি বিক্রয়ের জন্য ত?

মুয়াজ্‌জীম্‌
(একান্তে)

সর্বনাশ! একেবারে ইবলিশ্‌ এসেছেন নরক থেকে উঠে, সঙ্গে তাঁর ভূতপ্রেত দৈত্যদানার দল। (উচ্চৈস্বরে) হ্যাঁ হুজুর, আমরা বড় উজীর সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছি—তিনিই এর দর দেবেন বলে গেছেন—তাঁর সঙ্গেই প্রথম কথা হয়েছে।

আলমুয়েন্

এইতো উজীর তোমার সামনে—আমি দর দিচ্ছি দু'হাজার, কে আছে আমার বিরুদ্ধে দর দেয়?

মুয়াজ্জীম্

উজীর সাহেব, আপনি বড়, আপনার সঙ্গে পাল্লা দেবে কে? কিন্তু আপনি আপনার পদমর্য্যাদার উপযুক্ত লেনদেন করুন—দশ হাজারের কম এ জিনিষ ছাড়া যায় না।

আলমুয়েন্

কী, দশহাজার? জোচ্চোর, প্রতারক—এই খোলা বাজারে এরকমভাবে প্রতারণা করতে সাহস হয়? এইতো সামান্য একটা মেয়ে, এর দাম দু'হাজার বলেছি—আবার কী? হয় আমার দাম স্বীকার করে নাও, না হয় নিলামের ডাক তোলো—তা যদি না করো, তাহলে তোমার সমূহ বিপদ।

হুজুর এ সব পণ্য দ্রব্যের সে আইন নয়। আপনারাই এর বিচার করুন মশায়রা—এ কী সবাই গা ঢাকা দিচ্ছেন কেন? উজীর সাহেব, তাহলে স্পষ্টই বলি আমাদের বড় উজীর ইবন্‌সয়ীই প্রথমে দরদস্তুর করে গেছেন।

আলমুয়েন্

জানি, জানি, তোমাদের দালালির ছলাকলা, কল-কৌশল সবই জানা আছে—জোচ্চোরের দল—দর হাঁকো, নিলামে চড়াও।

মুয়াজ্জীম্

গালাগাল দেবেন না হুজুর—থাকুন সাহেব, বসোরাতে বিচার আছে, আর ইবন্‌সয়ীই বিচার করুন।

আলমুয়েন

কী, বিচার, তাও আবার তোমার আর আমার মধ্যে। একটা জোচ্চোর দালাল আর আমি হলাম সমান? (ভৃত্যের প্রতি) এই টাকাটা দিয়ে দাও

তো, যদি কিছু গোলমাল করে, ধরে কষে বাঁধো, তারপর দাও লাঠ্যৌষধি— এসো, সুন্দরী, সরে যাচ্ছো কেন ?

ফরীদ্

বাবা, আমি ওর পেছনে গিয়ে আমার ঘোড়ার চাবুক দিয়ে সুড়সুড়ি বা কাতুকুতু দেবো ? আমি ওকে এমনি তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি, যাবো বাবা ?

মুয়াজ্‌জীম

একে অত্যাচার বলবো না তো কি বলবো ? আমি নালিশ করবো বড় উজীরের কাছে, আর রাজার দরবারে।

আলমুয়েন

ব্যাটা, বদমাইশ চোর, আগে তোকে শাস্তি দিই তারপরে মারের মাঝখানে যতো পারিস আপিল করিস—ওকে পাকড়াও।

(ইবনসয়ীর সহিত খলিদের প্রবেশ)

মুয়াজ্‌জীম

রক্ষা করুন, হুজুর, এই অবিবেচক অত্যাচারী লোকটার হাত থেকে।

ইবনসয়ী

কি হয়েছে ?

মুয়াজজীম

হুজুর, আপনার জন্যে যে নিখুঁত দাসীকন্যাটি রেখেছিলাম, উনি তাকে জোর করে নিয়ে যাবেন এবং এমন দাম দিতে চাইছেন যে তাতে একটা রান্নাকরার কালো রাঁধুনীও মেলে না। তারপর আমি যখন আপনার নাম করলাম তখন উনি রাগে ফুলতে ফুলতে নিজের দাসদের আমায় মারবার হুকুম দিলেন।

ইবনসয়ী

উজীর, একথা কী সত্যি।

আলমুয়েন্

আমার মাথাটা বোধহয় ধোঁয়ায় ভর্তি। আমি ভেবেছিলাম দালালটা বুঝি চালাকি খেলছে। আচ্ছা, আপনি বুঝি মেয়েটির জন্য দরদস্তুর করবেন বলে গিছলেন? তাহলে ত ভারী অন্যায় হয়েছে। আমি কি জানতাম যে আপনি দর দেবেন? আচ্ছা আরম্ভ করো হে।

ইবন্‌সয়ী

প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি উজীর সাহেব। এই কেনাটা আমার নিজের জন্য নয়, স্বয়ং রাজার জন্য। আমি জানি তুমি রাজভক্ত, আর ইচ্ছে করে দর বাড়িয়ে রাজার রাজকোষকে ভারগ্রস্ত করায় কোন লাভ আছে কী। অবশ্য তোমার যদি ইচ্ছা হয় সে স্বাধীনতা তোমার আছে। আইন তাই বলে, সুবিচারও তাই—যে কেউ দর দিতে পারে—সবচেয়ে দীনহীনও—আচ্ছা দর দেবে নাকি?

আলমুয়েন্

(স্বগত)

এই লোকটি সর্বত্রই আমায় বাগড়া দেবে। (উচ্চৈস্বরে) নিখুঁত সর্বগুণান্বিতা এই দাসকন্যাটি। না, আমি দর দেবো না—বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা যে আমার ছেলের মন বসেছে এই মেয়েটির উপর—ইবনসয়ী, ওকেই দাও না?

ইবনসয়ী

কি করবো বলো ভাই—দুঃখ হচ্ছে যে ওকে নিরাশ করতে হলো—আমার নিজের ছেলেও যদি হাহুতাশ করে মরতো, তা আমি কিছু করতে পারতাম না। রাজার দাবী সর্বপ্রথম।

আলমুয়েন্

নিশ্চয়ই, আচ্ছা চলি, আসছি বাড়ীতে।

ইবনসয়ী

কেন? জরুরী সরকারী কাজ নাকি?

আলমুয়েন্

সরকারী নয়, বেসরকারী—এই আমাদের দুজনের ভাঙা ঘর আর মনকে নতুন করে একটু জোড়া দেবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা—আমার ফরীদ আর আপনার পিতৃমাতৃহীন ভাইঝিটি।

ইবন্‌সয়ী

ও, বুঝেছি ভায়া—বেশ, বেশ, কথা কওয়া যাবে—কিন্তু জানোই ত তোমার ছেলের সম্পর্কে আমার একটু বক্তব্য আছে—ও একটু বেশী রকমের কড়া ও চড়া ধাতের উদ্ধত। কেমন যেন বিগড়ে গেছে এই আর কী। এই ধরণের ছেলের হাতে আমার ঐ নরম ফুলের মত মেয়েটিকে সঁপে দিতে মন সরছে না—অবশ্য সে যদি নিজেকে শুধরে নিতে পারে, তাহলে ত খুবই আনন্দের কথা।

আলমুয়েন্

বয়সকালে সবাই একটু এদিক-ওদিক করে দাদা, উদ্ধত হয়—ওসব ধর্তব্যই নয়, ওর জন্য ভাবনা নেই। একটি ভালো মনের মতন ঘরণী জোগাড় করে দিন, দেখবেন দিব্যি গৃহীসংসারী হয়ে বসেছে। এই সব চঞ্চল ধারাকে বাঁধের মধ্যে ঘিরে চালিয়ে দিলেই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলও শান্তশিষ্ট হয়ে ঘরসংসারে মন দিয়ে রাজ্যকে উর্বর করবে।

ইবনসয়ী

আশা করি ভাই তাই হোক—আচ্ছা পরে কথা কওয়া যাবে।

আলমুয়েন

ফরীদ, চলে এসো।

ফরীদ্

না, আমার ঐ মেয়েটিকেই চাই—আমি সবাইকে মেরে কেড়ে নেবো।

আলমুয়েন্

দেখছো না, মূর্খ, তোমার পিতৃব্যদেব ওকে নিচ্ছেন।

ফরীদ্

তাহলে, ওরই মাথা আগে ভাঙবো। আর ঐ পাজী দালালটাকে সারা বাজার চরকী ঘুরিয়ে চাবুক মারবো—এক পয়সা দেবো না। তুমি না উজীর—এইটুকু ক্ষমতা নেই ?

আলমুয়েন্

উন্মাদ বৃদ্ধ, স্বয়ং সুলতানের জন্য নিচ্ছেন উনি, চুপ কর।

ফরীদ

ওঃ !

আলমুয়েন্

চলে আয় বোকা, এর চেয়ে ঢের ভালো রূপসী তোকে এনে দেবো, ওজনে ভারী।

ফরীদ

ওর কী চুল, কি পদযুগল, উজীর, রাজা আর তোমার উপর অভিসম্পাত পড়ুক—আমি ওকে নেবই।

(বেগে ফরীদের প্রস্থান, পিছনে আলমুয়েন্ ও দাসগণ)

মুয়াজ্জীম

হুজুর, এই হলো আমাদের ভাবী উজীর—একবার চেয়ে দেখুন, আমি কি শুধু কথায় কথায় দালালী করছিলাম।

ইবন্‌সয়ী

সত্যি, সর্বেশ্বরী হবার উপযুক্ত—পৃথিবীতে এমন রূপসী আছে জানতাম না ?

মুয়াজ্জীম্

বলিনি আপনাকে ?

ইবন্‌সয়ী

আশ্চর্য, যেমন দেহের রূপ আর অঙ্গ সৌষ্ঠব, তেমনি যদি মনের দিক দিয়ে গুণবতী হয় তাহলে ত ওর সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হওয়া উচিত, কি নাম, সুন্দরী ?

আনিস্‌-আলজালিস্‌

আমাকে আনিস্‌-আলজালিস্‌ বলে লোকে ডাকে।

ইবন্‌সয়ী

তোমার পূর্ব ইতিহাস ?

আনিস্‌-আলজালিস্‌

দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় আমার বাপ মা আমাকে বিক্রী করে দিয়েছিলেন।

ইবন্‌সয়ী

মনে হয়, এই পৃথিবীর ছাঁচে যেন তোমায় তৈয়ারী করা হয়নি, তুমি কি স্বর্গের হুরী না পরী ছদ্মবেশে এসেছো এখানে, তোমার ঐ সৌন্দর্যের ছলাকলায় আমাদের ভোলাতে।

আনিস-আলজালিস

আমি বাঁদী, হুজুর, আমি দাসী, আমি মানুষ।

ইবন্‌সয়ী

প্রমাণ করো।

আনিস-আলজালিস্‌

পরী হলে পাখা থাকতো, কই আমার ত নেই।

ইবন্‌সয়ী

আচ্ছা থাক্‌, ঐ তফাৎটুকু আমি দেখেছি—দাম কতো হে ?

মুয়াজ্‌জীম্‌

মহামান্য উজীর সাহেব, আপনি ওকে উপহারস্বরূপেই গ্রহণ করুণ।

ইবন্‌সয়ী

কি দরবারী কায়দা দেখাচ্ছো—আমি দশহাজার মূল্য ধার্য করলাম্।

আপনার কাছে ওর চেয়ে বেশী আশা করিনা। যদি অন্য কেউ হতো আরো বেশী দাম আদায় করতাম। আমি বলি কি, ওকে দশদিন ঘরে রাখুন —সবে অনেকদূর থেকে এসেছে, পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর—কয়েক-দিন বিশ্রাম, নিয়মমত স্নান, আহার প্রসাধন করুক, তাজা হোক্—দেখবেন কী রকম রূপ খোলে—তখন একবার ভালো করে চেয়ে দেখবেন।

ইবন্‌সয়ী

হ্যাঁ, তুমি বুদ্ধি দিয়েছো ভালো, কিন্তু আমার যৌবনোদ্ধত পুত্ররত্নটিকে তো চেনোনা—দেখছি একেবারে কৌটোয় সিল্ করে রেখে দিতে হবে, শাস্তি হোক মুয়াজ্‌জীম্—সেলাম আলেকুম।

মুয়াজ্‌জীম্

সেলাম—শান্তি, শান্তি—উজীর সাহেব আমাদের আদাব্ নিন, শুভেচ্ছা···

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(ইবন্‌সয়ীর অন্তঃপুরে মহিলাদের একটি কক্ষ)

আমিনা, দুনিয়া

আমিনা

দুনিয়া, খোজাকে ডাক দাও, দেখুক্ নুরুদ্দীন এসেছে কিনা।

দুনিয়া

কি দরকার মা, তুমি জানো যে সে আসেনি, মন খারাপ করে লাভ কি ? খারাপ টাকা কখনও হারায় না।

আমিনা

কী বললে—খারাপ টাকা, খারাপ আমার ছেলে, একটু উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বটে, কিন্তু সর্বগুণান্বিত, সে খারাপ নয়, ঐটুকুই তার চাঁদের কলঙ্ক, গুণরাশিনাশী নয়। পাকা সোনায় একটুখানি খাদ্, তাকে খারাপ বলিসনি।

দুনিয়া

মা যেন কী—সত্যিই কি আমি তাকে তাই মনে করি নাকি? শুনতে ভালো লাগে তার গুনকীর্তন তোমার মুখে।

আমিনা

তোরা সবাই ঠাট্টা করবি ত কর, কিন্তু আমি বলবো ওর মত ছেলে বসোরাতে নেই—প্রমাণ করুক কেউ—এতো বড় রাজ্যে এমন্ সুন্দর এমন্ হৃদয়বান ছেলে খুঁজে বার করুক তো কেউ।

দুনিয়া

সারা সহরের মেয়েগুলো তাইতো পাগল ওকে নিয়ে—কিন্তু আমার হাসি পায় তোমাকে আর আমাকে দেখে—লোকে বলবে যেমন খারাপ মা, তেমনি খারাপ বোন।

আমিনা

কী বললি, আমি কুমাতা।

দুনিয়া

হ্যাঁ, সব চেয়ে খারাপ মা, তুমিই ওর মাথাটি চিবিয়ে বসে আছো, আমি বাবা আর সারা সহর আর সহরের মেয়েগুলোর ত কথাই নেই—সবাই প্রশ্রয় দিচ্ছি।

আমিনা

কেন বল দিকিন্, মায়ের মন নিয়ে আমি ত বুঝি, ওর মত ছেলের আবদারের বিরুদ্ধতা করতে পারে কে, ওর হাসিখুসি চোখে দুঃখের রেশ্ দেখতে?

দুনিয়া

ওই বোধ হয় আসছে।

(প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

না, উনি হচ্ছেন পিতৃব্য ঠাকুর—এবং তাঁর সঙ্গে একটি মেয়ে—যেন নুরুদ্দীন্ বসানো—তেমনি রূপ, তেমনি রক্তে রং-এ মিল। আমি তাকাতেই আমার দিকে চেয়ে হাসলো এবং সেই এক হাসিতেই আমি মাত হয়ে গেছি, মাথাঘুরে দেহ থেকে মন হরণ করে নিয়েছে, মা, এই বয়সে তোমার আবার প্রতিদ্বন্দ্বিনী জুটলো নাকি? পিতৃব্য মশায়ের ত সে বয়স আর নেই।

আমিনা

দূর, পাগলী।

(ইবন্‌সয়ী ও আনিস-আলজালিসের প্রবেশ)

ইবন্‌সয়ী

আয় মা দুনিয়া, শোনো আমিনা, এই বাঁদীটিকে হাটে কিনেছি, আমাদের মহামহিম সুলতানের জন্য। তোমার ছেলেটির যেন নজর না পড়ে, হুঁসিয়ার—আমার জীবন নির্ভর করছে এর উপর, যদি কোনো রকমে সন্ধান পায় সে, বা ভাব জমায় বা স্পর্শ করে, তাহলেই গেছি আমি।

আমিনা

আচ্ছা, আমি দেখছি।

ইবন্‌সয়ী

একটা ষণ্ডাগুণ্ডা গোছের খোজা রক্ষীকে পাহারাদার করে দাও উন্মুক্ত তরবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে দোরের পাশে। ওকে বেশ করে স্নান করিয়ে ভালো খাওয়াও আর তোমার পুত্র—তুমিই তাকে আস্কারা দিয়ে নারীমেধ যজ্ঞের হোতা করেছো, তোমাকে কিছু বিশ্বাস নেই, স্নেহময়ী কিনা।

আমিনা

এ কী বলছো তুমি, আমি তাকে নষ্ট করেছি?

ইবন্‌সয়ী

নিশ্চয়ই, একশোবার বলবো—যখনই তাকে আমি শাসন করতে যাই তুমি এসে মিষ্টি কথা বলে আমার রাগ ভাঙিয়ে দাও—তোমার অন্ধ স্নেহেই সে নষ্ট নয় ?

ডুনিয়া

ক্ষান্ত হোন খুড়া মশায়, যখন আপনি বকেন তখন আমার বড্ড ভয় করে—সমস্ত পৃথিবী যেন আপনার ভ্রুকুঞ্চনে কালো হয়ে ওঠে, দেখছেন না আমি কাঁপচি ?

ইবন্‌সয়ী

আরে আমার মুখরা মায়ী যে, তুই এখানে, কবে চাবুক খেয়েছিস্ বল দিকিন্ ?

ডুনিয়া

কবে আবার ?   তুমি কি কড়া কথা বলো নাকি, কবে বকলে তাই বলো ?

ইবন্‌সয়ী

না, আর তোকে রাখা হবে না, বিয়ে দিতেই হবে—আমার মত একটা মান্যগণ্য বৃদ্ধকে যে কেবল হাসিঠাট্টা করবি তা হয় না, কাকে বিয়ে করবি বল দিকিন্ মা ?

ডুনিয়া

একটি সাদাসিদে সোজা হাবাগোবা বুড়োকে, ঠিক তোমার মত হাসিখুসি, আবার ঠিক তোমার মত বকুনীও দিতে পারবে যে, আর কাউকে নয়।

ইবন্‌সয়ী

কেন ফরীদের মত নওজোয়ান কি দোষ করলে বলি সুহাসিনী, সুমধুর ভাষিনী, শোনো তার বাপও তাই চায়, সে-ও চায়।

দুনিয়া

হ্যাঁ, এখনই এই জানলা গলিয়ে ফেলে দাও আমাকে উঠোনে—না পারো ত বলো, আমি নিজেই লাফ দিতে পারবো।

ইবন্‌সয়ী

আঁ্যা, এতটা, তাই ভেবেছিলাম—না, না, তোর বিয়ে যদি নাও হয় তবু তোকে থাকনের ঘরে দেবো না—আচ্ছা আমি আসি আমিনা। আনিস্ তুমি থাকো, কিন্তু একটি কথা বলে যাই আমার একটি পুত্র রত্ন আছে, রূপে গুণেসমুজ্জ্বল, তবে সব সময়েই তার মন "উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু।" সে যেন তোমায় না দেখে। তোমায় দেখে শুনে মনে হচ্ছে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তেজও আছে, অন্ততঃ তোমাদের নারীজাতির তুলনায়—তোমার বিচার বিবেচনায় আমার বিশ্বাস আছে, মাথা ঠিক রেখে চলো।

আনিস্-আলজালিস

হুজুর, আপনার কথা শিরোধার্য, আমি সাবধানে থাকবো। কিন্তু আমার নিজের উপর বেশী বিশ্বাস করবেন না, বরং আমাকে ভালো করে তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখবার চেষ্টা করুন। তাঁর যা বর্ণনা দিলেন তাতে তিনি যদি আমার চোখে পড়েন হয়তো আমিই তাঁর শ্রীচরণের দাসী হয়ে যাবো।

ইবন্‌সয়ী

সাবধানে থেকো তোমরা।

(প্রস্থান)

আমিনা

সত্যি মা, কি রূপ তোমার, কি রং, না, না নুরুদ্দীনের নজরে যেন না পড়ে, দেখিস্, দুনিয়া, সাবধান—আমি যাই ওর জন্য ঘরদোর, বাক্সপেঁটরা গোছাই—ওকে নিয়ে আয় দুনিয়া। (প্রস্থান)

দুনিয়া

(আনিসের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া)

চমৎকারিণী, কি নাম ভাই তোমার নাম, তোমার নামটি কি ?

আনিস-আলজালিস্

একটু হাঁফ ছাড়তে দাও ভাই, বলছি।

দুনিয়া

হাঁফ না ছেড়েই বলো।

আনিস-আলজালিস্

খুব লম্বা নাম কিন্তু।

দুনিয়া

হোক গে, তাই বলো।

আনিস-আলজালিস্

আনিস-আলজালিস্

দুনিয়া

আনিস, তোমার নামে শুধু নয়, তোমার অঙ্গে অঙ্গে হাসির সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে। বাইরে থেকে তোমার দেহ যেন শান্ত নিস্তরঙ্গ কিন্তু, তোমার ঐ মুকুলিত সহাস্য অধরে আছাড় খাচ্ছে তরঙ্গের পর তরঙ্গ কতো ভঙ্গী করে। শোনো সুন্দরী, আমি হাসি ভালবাসি। কিন্তু এ হাসি রাজার জন্য কেন—আমার জন্য—রাজা কখনও হাসে, কি জানি

(দৌড়ে চলে যায়)

আনিস-আলজালিস্

আমার রাজা এইখানে। কিন্তু ওরা হয়তো আমাকে সঁপে দেবে এক মস্তদাড়ীওয়ালা সুলতানের কাছে। হয়তো সপ্তাহে একদিন তাঁর দেখা পাবো এবং তাঁর কাজের জন্যই আমাকে থাকতে হবে, ভালোবাসা সোহাগ প্রীতি এসবের জন্য নয়। আমার হৃদয়পুরের রাজা হবেন পারস্যদেশের তরুণদের মত যারা হাসতে জানে আর সারা পৃথিবীকে হাসিমুখে অভিনন্দন করতে জানে—দশদিন—দশদিন অনেক সময়—রাজ্য উল্টে যায় দশদিনে।

(দুনিয়ার পুনঃপ্রবেশ)

দুনিয়া

এসো আনিস, আমার ভারী ইচ্ছা করছে আমার ভাই নুরুদ্দীনটা যদি এখানে থাকতো আর তোমায় শিকার করতে পারতো কী মজাই হতো—কী মজা। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ইবনসয়ীর গৃহ, অন্তঃপুরিকাদের দ্বিতলস্থ একটি কক্ষ)

দুনিয়া, আনিস-আলজালিস

দুনিয়া

সত্যই, তুমি ইরানদেশের বুলবুল, যেন মূর্ত স্বপ্নপ্রতিমা, আচ্ছা, তোমাদের দেশে নিয়মই বুঝি যে সবাই প্রথমদর্শনেই প্রেমে পড়ে ?

আনিস-আলজালিস

দুনিয়া, লক্ষ্মীটি, তুমি আমায় সাহায্য করবে বলো ? আমার মন চাইছে ওকে, দাড়িওয়ালা রাজাবাহাদুরকে নয়—সত্যিই নরকের জন্য অপেক্ষা করতে করতে স্বর্গের অতি নিকটে পৌঁছে গেছি।

দুনিয়া

জানি, সখী, জানি, আমিও বুঝি, আমারও ঐরকম মনের অবস্থা হবে, যদি আমায় বলা হয় যে দশ দিনের মধ্যে ঐ নিষ্ঠুর দামাল পিতৃব্যপুত্রটিকে বিয়ে করতে হবে। হ্যাঁ, আমি তোমায় সাহায্য করবো, কিন্তু আশ্চর্য্য লাগছে, যে তুমি তাকে যেতে দেখলে আর অমনি প্রেমে পড়লে—সে কি তোমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল ?

আনিস-আলজালিস

যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ।

তুনিয়া

হ্যা, নুরুদ্দীনই বটে।

আনিস-আলজালিস

সত্যি, আমায় সাহায্য করবে তো ?

তুনিয়া

নিশ্চয়ই, মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, দেহ দিয়ে—কিন্তু কেমন করে তাই ভাবছি—আমার পিতৃব্যমশাই লোকটি সোজা নন, বড্ড কড়া—হাকিম নড়বে তো হুকুম নয়।

আনিস-আলজালিস

কী আমার কর্ত্তব্যপরায়ণা ভাইঝি রে, সব সময়েই পূজনীয় খুল্লতাতের হুকুমের খবরদারী করছেন ?

তুনিয়া

হ্যা কড়ায়গণ্ডায় করি বই কি যদি সুবিধেটা আমার দিকে ঝোঁকে। আমি কিন্তু এ কাজ করবোই, এমন কি এর যদি শাস্তি হয় যে ফরীদকে বিয়ে করা, তাতেও রাজী। কিন্তু কে জানে তিনি আবার দর্শন দেবেন কখন, বাড়ী ফিরবেন কিনা কে জানে ?

আনিস-আলজালিস

রোজ বাড়ী আসেনা বুঝি ?

তুনিয়া

কই আর, বিশেষ করে যখন এই বিকিকিনির বেসাতিতে দোরে দোরে হাঁকতে হয়—পশরা লিবি গো। বলি কচিখুকী—বোঝোনা!—সন্ধানে ঘোরেন স্বপনকুমার—ঘুঘুর খোঁজে ঘুর ঘুর করেন—শুভ্রশ্বেতবরণা।

আনিস-আলজালিস

একবার আমার হোননা, সব বন্ধ করে দেবো।

দুনিয়া

সত্যি? হ্যাঁ, তুমি পারবে, তোমার কাছে এটা শক্ত হবেনা—পারবে।

আনিস-আলজালিস

পারবো।

দুনিয়া

যাক্ বাঁচালে, আমার মনের গুরুভার লাঘব হলো—আর কে কী বলতে পারে। আমার সুযোগ্য ভ্রাতাকে কামিনীকুলকলঙ্ক থেকে উদ্ধার করবার জন্যই আমার এই মহৎব্রত। ভেবে চিন্তে বিবেচনা করে বিশ্বাস করেই এই কাজে আমি হাত দিচ্ছি। জানি, আমাকে জেনে শুনে অবাধ্য হতে হচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে আমার এই মসৃণ মুখে একটা লম্বা সাদা দাড়ি গজিয়েছে—বস্তুটি বড়ই ভাবগ্রাহী, যেন আপনিই বিচারবিবেচনা টেনে আনে—ধীরে, বন্ধু ধীরে—গম্ভীরভাবে ভেবে দেখি।

(অনুদ্গত দাড়িতে হাত বুলাইবার ভঙ্গীতে দ্রুতপ্রস্থান)

আনিস-আলজালিস

আঃ, এতক্ষণে আমার বুকের ধড়ফড়ানি শান্ত হলো। আমার মন বলছে—সে আসবে—আমার যুগযুগান্তরের রাজপুত্তুর। এ যে ললাটের লিখন—সব অমঙ্গল কেটে যাবে, সব অকল্যাণ—ওগো স্বর্গের দেবদূতরা, তোমরা জানো আমার মনের গোপন কথা—রমণীর লজ্জা, নারীর নারীত্ব তোমাদের উজ্জ্বল ডানা দিয়ে আবৃত করে রক্ষা করো তোমরা। তোমাদের রোষ-কষায়িত শ্যেনদৃষ্টি যেন এখানে পতিত না হয়—এটা কামোন্মত্ততা নয়, লালসা নয়। অবশ্য দাসীবাঁদীদের সবই সহ্য করতে হয়—তবু ভালোবাসবার অধিকার তাদেরও আছে। মিনতি করি, তোমাদের চিত্রগুপ্তের খাতায় এ কাহিনী যেন লেখা না হয়, দোষগুণের বিচার যেন স্থগিত থাকে। আজ আমি এক অতলগহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে—একদিকে তাড়া করে আসছে নারীমাংসলোভী

কুকুরের দল—আজ কি আমার লজ্জা করবার দিন—দরকার হলে জলন্ত আগুনের মধ্য দিয়েও পালাতে হবে—আইন, ধর্ম, শোভনতা, যে যার দোহাই দিক—আমায় বাঁচতে হবে—আজ আর আস্তে আস্তে গুণে গুণে নিশ্চিন্তে পা ফেলবার অবকাশ নেই—না, না বিপদ অত্যন্ত কাছে—পালাতে হবে, দৌড় দিতে হবে—যে রাস্তা খোলা আছে সেই রাস্তা দিয়ে—আর হয়তো সেই পথই আমায় নিয়ে যাবে আমার দয়িতের ভুবাহুর নিভৃত আশ্রয়ে।

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ইবন্‌সয়ীর গৃহ—অন্তঃপুরিকাদের একটি কক্ষ)

আমিনা, দুনিয়া

আমিনা

এসেছে সে ?

দুনিয়া

হাঁ।

আমিনা

তিন দিন, তিনটি দীর্ঘদিবস, দীর্ঘরজনী—না আমি তাকে বকবো—তাকে ডেকে দাও, দুনিয়া, আমাকে কড়া হতে হবে।

দুনিয়া

নিশ্চয়ই, সে কথা আর বলতে, কিন্তু ঠোঁটদুটো একটু চেপে রেখো, ঠাকরুণ, আর চোখের দৃষ্টিটা আর একটু কটমটে করো, যাতে ভ্রূগুলো বেশ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং তোমায় রাগী রাগী দেখায়—তোমার এই রুদ্রাণীরূপ দেখলেই—ওকি হাসছো কি, হেসেই সব মাটি করে দিলে।

আমিনা

দূর পাগলী, বেরো, ডেকে নিয়ে আয় তাকে।

ছুনিয়া

ডাকতে আর হবেনা, শমন্ ধরাতে আর হলো না, ডাকাত নিজেই ধরা দিচ্চে।

(নুরুদ্দীনের প্রবেশ)

নুরুদ্দীন্

(দ্বারে দাঁড়িয়ে)

কে আছিস—আমার ঘরে শরবৎ রেখে আয়।

(প্রবেশ করে)

এই যে মা জননী, দুরন্ত সন্তান হুজুরে হাজির—তোমার গোল্লায় যাওয়া আদুরে গোপাল পুত্ররত্নটি—মা, মাগো, অনেক সয়েছো, অনেক বেলেল্লাগিরি করেছি, কিন্তু সব দুষ্টুমীর যে পার পাওয়া যায় তোমার ঐদুবাহুর মধ্যে। এতো ক্ষমা তোমার—তোমায় কিন্তু হাসতে হবে মা, তোমায় হাসতে দেখলে যে কী ভালো লাগে।

আমিনা

আমার মাণিক্।

নুরুদ্দীন্

দুনিয়া বোনটি আমার, কি হলো রে—অমন আত্মারাম খাঁচাছাড়া মুখ কেন তোর?

ছুনিয়া

দেখো দাদা—আমরা রেগেছি কিন্তু; দেখতে পাচ্ছোনা বুঝি ললাটের ভীষণ ভ্রূকুটি, কাঁপছো না একটুও—আচ্ছা লোক ত তুমি—সত্যি বলছি, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো, হে আমার পূজ্যপাদ ভ্রাতৃদেব, আমরা চেষ্টা করে দেখছিলাম যে চারিটি নেত্রের মিলিত ক্রোধাগ্নিতে আর অনলবর্ষী শাণিত কথার স্রোতে ভস্মীভূত করে দিতে পারি কিনা—যদি আমরা আমাদের অস্ত্র ছুঁড়তাম, দেখতে তোমার অবস্থাটা কি করুণ হতো—বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করো ওকে।

আমিনা

কান দিসনি ওর কথায় মুরুদ্দীন—কিন্তু বাছা সত্যি করে বল দিকিন—এই যে দিনের পর দিন ডুব মারিস, কারুকে কিছু না বলে, এতে মায়ের প্রাণটা কি রকম করে—ভাবনা হয়না, ভয় করেনা? না বাপু, এরকম ভবঘুরে বাউণ্ডুলে হলে চলবেনা বলে দিচ্ছি, একটা কিছু বিধিব্যবস্থা করতে হয়।

দুনিয়া

কেমন, বুঝতে পারছো এখন, আমাদের শক্ত কেন হতে হয়।

মুরুদ্দীন

না, মা, আমি শুধু এদিক-ওদিক যাই, রীতিনীতি শিখি, দুনিয়ার মানুষ-গুলোর হালচাল বুঝি, এই আর কি—ভবিষ্যতের জন্য তৈয়ারী হতে হবে ত?

দুনিয়া

সাধু, সাধু, নিশ্চয়ই—অবশ্য আর সঙ্গে সঙ্গে যদি নানা রকম পানীয়ের স্বাদ পাওয়া যায়, আর নানান ধরণের মেয়েদের গুণের পরীক্ষা, রসাস্বাদ—মন্দ কি —এই ধরোনা ডামাস্কাস যে সুন্দরী শোভনিকাদের পাঠান তাঁরা সামান্যা হলেও অসামান্যা—তাদের সঙ্গে মিশরকায়রোবাসিনী নিপুণিকাদের কটাক্ষের তফাৎটা কোথায়—এওতো শিক্ষা দরকার। আর বাগদাদনন্দিনীদের রক্ত অধর বা ইয়েমেনের জনপদবধূদের ললিতলবঙ্গলতার মত সুললিত দেহযষ্টি এও তো একটা জ্ঞাতব্য বিষয়, বা ধরো এই বসোরায় তন্বঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষীণকটি কোন সুহাসিনীর বা কার সুদর্শন চরণদুখানি নূপুরের নীচে চাঁদের আলোর মত ভাস্বর হয়ে ওঠে নৃত্যের ছন্দে। সুরত-মহাবিদ্যালয়ের পৌরুষ-পরাক্রান্ত গ্রাজুয়েট হতে গেলে এ সব বিদ্যা এহ বাহ্য নয়, অবশ্য শিক্ষণীয়, কি বলো, ভাইসাহেব?

মুরুদ্দীন

ঠিকই বলেছো বহিন, সংসারে বাস করতে গেলে সব ধরণের অভিজ্ঞতাই অর্জন করতে হয়—আর বলো ত মা, তোমার আঁচল ধরে কোলে বসে মায়েদের শান্ত সুশীতল কামরাতে থাকলেই কি এই চলতি পৃথিবীর শিক্ষা শেষ হয়?

আমিনা

না, না, তা কে বলছে, আচ্ছা দুনিয়া, সত্যিই এই যে বাউণ্ডুলে হয়ে টো টো করে ঘুরে বেড়ানো, এটা যে একেবারেই খারাপ তা নয়, আর লোকে একটু বাড়িয়ে বলেই—কি বলিস্?

দুনিয়া

সংসার বড়ই কঠোর স্থান।

আমিনা

কিন্তু নুরুদ্দীন, এতোটা ভালো নয়, তুমি বেশী বাড়াবাড়ি করছো—আমরা যখন থাকবোনা, তখন তোমার কপালে যে কী আছে জানিনা—যদি না এখন থেকে একটু বুঝে সুঝে বুদ্ধি খাটিয়ে চলো। যা কিছু দুপয়সা বাপের পাবে সবই যে ফুঁকে দেবে—তারপর?

নুরুদ্দীন

শোনো, মা, তারপরেই আরম্ভ হবে সত্যিকার জীবন—এই বিপুল বিশ্ব আমায় বাহু মেলে নেবে—আমি বেরিয়ে পড়ব—যাযাবর পথিক—তরবার হাতে বীরের মতো চলে যাবো দেশ দেশান্তরে, যাবো পশ্চিমে, মুরদের সঙ্গে করবো মিতালী, দেখবো পাথরে গড়া গ্রানাডা সহর, যাবো কাইরোয় টাঙ্গিয়ারে, এলোপ্পোয়, ট্রেবিয়ণ্ডে—যাবো মহাচীনের প্রান্তরে। কাফেরদের দেশ দিল্লীও রবেনা বহুত দূর, গজমোতিগুঁড়া যেখানে পথের ধূলো, যেখানে স্তম্ভ উঠেছে আকাশ পানে, ইন্দ্রজালের ইন্দ্রধনুচ্ছটায় যেখানে সাততলা মন্দির মাথা তোলে ভাস্কর্য্যের নমুনা নিয়ে। তারপর যাবো আরো আরো দূরে কত অজানা স্বপ্নাচ্ছন্ন দেশে, বীরের মত তরবার হাতে প্রচার করবো ইসলামের পুণ্যনাম। বিক্রী করবো মশলা, পাড়ি দেবো বসোরা থেকে জাভা, জাভা থেকে জাপান। কতো অচিন দেশ, নাম-না-জানা সমুদ্র আর দ্বীপ ডাক দেবে আমায়, কতো অনাবিষ্কৃত জনপদপ্রান্তর। বিপদ হবে সাথী, তাকে করবো তুচ্ছ জ্ঞান, তার গলার টুঁটি টিপে ধরবো।

দুনিয়া

তারপর চকচকে ইস্পাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবো সেই

সব ভীষণ ভয়ঙ্কর রক্তবমনকারী রাক্ষসগুলোকে, দৈত্যদানাপিশাচের দল এই, না?

নুরুদ্দীন

তারপর কোন এক এখনও নাম-না-দেওয়া অপরূপ দেশে আস্তানা গাড়বো।

দুনিয়া

হ্যাঁ নাম দাও কামকাচিয়া বা গাড়লদের দেশ।

নুরুদ্দীন

তারপর নিজের বীর্য্যের শৌর্য্যের নানা কসরৎ দেখিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলে সেখানকার রাজকন্যাকে করবো বিয়ে—তার মিঠে চোখ দুটি হবে মধুরহাস্যেভরা, সে হবে আলুলায়িতকুন্তলা কেশবতী কন্যা দীঘল চুল যার, তার হয়ে আমি যুদ্ধে যাবো, যুদ্ধ জয় করবো, দিগ্বিজয়ে বেরুবো, অরাতি নিধন করবো, বড়ো বড়ো লৌহদ্বারবেষ্টিত সহরগুলিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে জয়হুঙ্কারে কেড়ে নেবো, শত্রুকবল থেকে বন্ধুরাজ্যদের উদ্ধার করবো এবং আমার হৃদয়পুর-সুন্দরীর সাম্রাজ্য বিস্তার করবো।

দুনিয়া

বাঃ বসোরা থেকে একেবারে চাঁদমামার দেশ।

নুরুদ্দীন

যেখানে আমি রাজত্ব করবো, সেখানে আমার রাজশক্তিই বজ্রসুকঠিন হবেনা, আমার প্রাসাদ করবে ঐশ্বর্যে ঝলমল, হবে অপূর্ব সুন্দর, শুধু সোনাদানা শ্বেত পাথরেই তৈয়ারী নয়, স্ফটিকে, বৈদূর্য্যে, পেবালে মণিমুক্তা মাণিক্যে মরকতে লিখিত থাকবে কোরাণের প্রত্যেকটি পুণ্যবাণী। আমি সোনার ভৃঙ্গারে পান করবো নানাজাতীয় সুরা আর আসব—পুরসুন্দরীদের নূপুরনিক্বণে বেজে উঠবে মর্ম্মর হর্ম্মতল, গানের অমর মূর্চ্ছনার সঙ্গে তাল রেখে। আর চতুর্দিকে ঘিরে থাকবে চমৎকারিণী হাস্যলাস্যময়ী রূপযৌবনবতী বাঁদী ও বেগমরা—প্রতিটিদিন দিল-মাতানো, মন-ভোলানো নও-রোজ, মনে হবে যেন আকাশের তারকাবেষ্টিত

হয়ে বসে আছেন স্বয়ং চন্দ্রদেব। আমার ভাণ্ডারে এতো ঐশ্বর্য্য থাকবে যে প্রত্যহ কোটি কোটি টাকা খরচ করেও আমি অভাবগ্রস্ত হবোনা। আমি দান করবো অজস্র, সবগুলো রাজ্যের কোথাও কোন প্রাণী দরিদ্র থাকবেনা, সকলের দুঃখ কষ্ট দৈন্য দূর হবে। প্রতিটি রাত্রে আমি ছদ্মবেশে বেরুবো মহামান্য খলিফা হারুণ-অল-রসিদের মত—সঙ্গে থাকবে জাফর আর মাসরুরের মত সহচর—আমি লোকের দুঃখদুর্দ্দশা অবিচার অনাচারের কথা শুনবো, প্রতিকার করবো, আলমুয়েনের মত মানুষরা ধিক্কৃত তিরস্কৃত হবে, আমার পিতাঠাকুরের মত কর্তব্যপরায়ণ মহৎব্যক্তিরা পুরস্কৃত হবে সম্মানিত হবে— সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ বিধানের জন্য বিধাতার অদৃশ্য শক্তির মত ঘুরে বেড়াবো।

দুনিয়া

আর প্রিয় নুরুদ্দীন, তুমি প্রতিদিন যাই করো না কেন আমার বিয়েটা দিয়ে দিয়ো তোমার মুখ্যমন্ত্রী ঐ জাফরের সঙ্গে, যাতে করে তোমার সাথে কোনদিন আর বিচ্ছেদ হবে না। প্রতিটি সন্ধ্যায় তোমার প্রাসাদে বসবে পানের আর গানের আসর, নৃত্যগীতে মশগুল হব আমরা অন্ততঃ যতদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র ওঠে এবং ভবিষ্যৎ বহাল থাকে অর্থাৎ মাথাটা খারাপ না হয় আর সুরা ও সুন্দরীরা বজায় থাকেন। হে ভবিষ্যৎ পরীমুলুকের মালিক মহোদয়, আমার আর্জি এখন থেকেই পেশ করা রইল।

নুরুদ্দীন

হে মালিকা সাহেবান, তোমার আরজ গৃহীত হলো, এখন কাছের স্থূল সাম্রাজ্যেই একটু আমোদ-আহ্লাদ হৈ হুল্লোড় করা যাক্, মিরিয়মের কুঞ্চিত কেশদাম আর সাজারথ-অল-দারের মধুনিস্যন্দী কণ্ঠ।

দুনিয়া

আর শোনো ভ্রাতৃবর, যতদিন না তোমার রাজ্য করতলগত হয় ততদিন আমরা কিন্তু তোমার প্রতি কঠিন হবো, কঠোর হবো।

আমিনা

কিন্তু বাপু তোমার বাপ ত এবার ভীষণ রেগেছে, এমন চটতে তাকে দেখিনি তোমাকে শাস্তি দিতে যেন না হয় আমাদের।

নুরুদ্দীন

হ্যাঁ, দিয়ো, যত পারো, তবে মিষ্টি চুমু মিশিয়ে দিয়ো—দেখ, ডুনিয়া, দেখ—এই মাণিক-জোড়ের কাণ্ড কারখানা দেখ—একজন কানের কাছে বাপু বাছা বলে মধুমাখা ছুরি বসাবেন আর একজন সজোরে চেঁচিয়ে মারমুখী হবেন—ফুঃ, তোমাদের কথা গ্রাহ্যেও আনতে নেই।

আমিনা

কী বললি, গ্রাহ্য করবি না?

নুরুদ্দীন

না, এক কড়াক্রান্তি না, আমার মামণি, হ্যাঁ, তবে একটি ছোট্টট চুমুর মধ্যে যদি তোমার বকুনীটা ভরে দাও, তাহলে ততটুকু মানবো শুনবো।

আমিনা

বলিনি তোকে ডুনিয়া, কি চালাক বদমাইসটা—সত্যি এমন মিষ্টি ছেলে—ভারী ভালো, ভারী দয়ালু।

ডুনিয়া

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো, ভালো ছেলে ত নিশ্চয়ই, তা নাহলে আর শহরের সব চেয়ে সেরা ভালো মেয়ের সন্ধানে দিনরাত্রি ঘোরে? স্বয়ং সূর্যদেব আকাশে বসে বসে সপ্রশংস নেত্রে ওর লীলাখেলা দেখেন আর আনন্দে তিনবার নিজের কক্ষপথে ডিগবাজী খান?

নুরুদ্দীন

ডুনিয়া রানী, শোনো বলি একটা কথা, সন্ধান মিলেছে, সেই চিরপরিচিতার।

ডুনিয়া

পিছনে ফিরে তাকাচ্ছো কেন?

আমিনা

এই, তোর বাবা আসছেন।

(ইবনসয়ীর প্রবেশ)

ইবনসয়ী

আমিনা, আমি রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি, দরবারে ডাক পড়েছে, একটা কিছু ঘটেছে—আঃ রাস্কেল, বদমাইস তুমি এখানে ?

নুরুদ্দীন

অনেকক্ষণ বাবা।

ইবনসয়ী

তুমি ভেবেছো কী, পাজী বেতমিজ—আমার বাড়ীটা কি সরাইখানা—যখন খুশী আসবে, যখন খুশী যাবে ?

নুরুদ্দীন

না, বাবা, এটা হচ্ছে বসোরার সবচেয়ে সুখী পরিবার। এখানে এমন দুটি হৃদয়বান হৃদয়বতী মানুষ আছেন—স্বামী আর স্ত্রী—যাঁরা তাঁদের মূর্খ মূঢ় পুত্রের সবকিছু দোষ মাফ্ করেন।

ইবনসয়ী

বুঝেছি, আর বক্তৃতা দিতে হবেনা, গহনা কিনবে, উপহার দেবে, দামটা চাপুক বুড়োর ঘাড়ে, কিছু মোটা টাকা তার খসুক, পাজি, ছুঁচো···

নুরুদ্দীন

অ্যাঃ বেটা তোমাকে এর মধ্যেই ধরেছে, বেশ একটা মোটা স্ফীত অঙ্ক বলেছে নিশ্চয়ই—আমি মোক্ষম মন্ত্র কানে দিয়ে এসেছিলাম।

ইবন্‌সয়ী

শুনুন মশাই—এটা কী ধরণের রসিকতা ? তোমার প্রেমপাত্রীদের উপহার দিতে চাও, তা বাপের ঘাড়ে বিলটা চাপানো কেন ? এই ধরণের শিক্ষা দিলে কে ?

নুরুদ্দীন

আপনিই দিয়েছেন।

ইবন্‌সয়ী

আমি, হতভাগা, বলছিস কি ?

নুরুদ্দীন

তুমিই ত বলেছো বাবা, যে দেনা করবেনা—পাপের মত পরিত্যাজ্য—তা গয়নাও দেবো, অথচ দেনা করবো না ?

ইবন্‌সয়ী

ন্যায়শাস্ত্রবাগীশ হয়েছেন অকালকুষ্মাণ্ড, ওরে মধুপায়ী আরিষ্টটল, তোকে কি আমি বলেছি যে যত পারিস, মেয়েদের পিছনে ঘুরে বেড়াবি আর তাদের উপহার দিবি ?

নুরুদ্দীন

না, তা ঠিক বলনি।

ইবন্‌সয়ী

তবে রে শয়তান।

নুরুদ্দীন

তুমি না দিলে আমার বিয়ে, না দিলে কিনে একটি সুন্দরী ক্রীতদাসী যে বাড়ীতে আমার সেবাশুশ্রূষা করবে—তাইতো বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়, মধুচক্রে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করতে হয়, এই পৃথিবীর রসাস্বাদন করবার জন্য, অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। যদি মনে করো ভুল হচ্ছে, শুধরে দাও।

ইবন্‌সয়ী

বেটা বলে কী—আমার মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

নুরুদ্দীন

কেন, ঐতো রয়েছে একটি পারসীক্ দেশের মেয়ে, মুয়াজ্জীমের হাটে, দাওনা কিনে, দাম দশহাজার।

ইবন্‌সয়ী

পারসীক্ দেশের মেয়ে—মুয়াজ্‌জীম—দশহাজার!

(নিজের মনে মনে)

আঃ ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে তুললে দেখছি—ভয় হচ্ছে।

নুরুদ্দীন

দাও ওকে কিনে, আমি শপথ করছি, বাড়ীতে থাকবো, হাঁ, সাতদিন না হয় অন্ততঃ চারদিন।

ইবন্‌সয়ী

ওরে বদমাইস শুনে রাখ, আমি এখন রাজদরবারে যাচ্ছি, ফিরে এসে তোমার পিঠের চামড়া তুলবো, গরমজলে সেদ্ধ করে কাবাব বানাবো। (নেপথ্যে) ওর চোখটাকে অন্ধ করে রাখতে হবে—দশদিন আমি ব্যস্ত থাকবো নানা কাজে। হ্যাঁ, তোমার বাঁদীর সাধ আমি ঘোচাচ্ছি, দালালকে বললেই হবে মেয়েটিকে রাখতে—আঃ আমি ত ভুলেই গেছি যে তোমার মাথার প্রত্যেকটি কোঁকড়ানো চুল তুলবো, আমি শপথ করেছি, অনেক বেলেল্লাগিরি করেছো, আর নয়।

নুরুদ্দীন

না, মহাশয়, ওটি হবে না, আমার কুঞ্চিত কেশদাম আর আমার সম্পত্তি নয়, প্রতেকটি একটা-না-একটা স্মৃতিতে বাঁধা।

ইবন্‌সয়ী

কী, কী বললি, পাজী, রাসকেল

(নেপথ্যে)

শুনছো আমিনা, তোমার দিলদরিয়া দুলালের কথা, আচ্ছা, দুনিয়া যেন আনিসের সঙ্গে প্রতিদিন রাত্রে শোয়—না, চলো, কথা আছে।

(আমিনার সহিত প্রস্থান)

নুরুদ্দীন

দুনিয়া, দুনিয়া সুন্দরী, বোনটি আমার, শোনো দিকিন কান দিয়ে—আমি প্রেমে পড়েছি, একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছি, দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে—মরে যাচ্ছি কামনার দমকা হাওয়ায়।

দুনিয়া

কেন? সারা পৃথিবীর সেরা ঐ ইরানী বুলবুলের জন্য—সে তো এর আগেই বিক্রী হয়ে গেছে।

নুরুদ্দীন

আমি মুয়াজ্‌জীমকে জিজ্ঞাসা করেছি।

দুনিয়া

আস্তো মিথ্যুক।

নুরুদ্দীন

তাই যদি হয়, তবে আমি আর সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে তারই খোঁজে এই শূন্য পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবো।

দুনিয়া

কী, একটি বঙ্কিম কটাক্ষের আঘাতেই কুপোকাৎ হলে তুমি?

নুরুদ্দীন

কেন, দুনিয়া?

দুনিয়া

ভাই হে, আমি একটি খবর জানি যা তুমি জানোনা,—একটি সুন্দর পাখী এসে কানে কানে গান গেয়ে বলে গেলো, এই বাড়ীরই উপরের একটি ঘরে।

নুরুদ্দীন

দুনিয়া, তোমার পেটে কিছু খবর আছে, আমায় বলতেই হবে।

দুনিয়া

কি দেবে বলো আগে—না, না তোমার ঐ রাতঠোকরা চুমু কে চায়—

আমি চাই ভাইবোনের ভালোবাসা মাখানো ছোট্ট একটি প্রতিশ্রুতি—তা হলে আমি বলবো।

নুরুদ্দীন

আমি জানি আমার বোনটি সারা জাহানের শ্রেষ্ঠ রমণীরত্ন—সব চেয়ে ভালো মেয়ে, সব চেয়ে দুষ্টু মেয়ে—সব চেয়ে মিষ্টি পাগলী মেয়ে—হতাশ প্রেমিকের এমন সুহৃদ আর কে আছে—নাও, এখন খোশখবরটা বলে ফেলো।

দুনিয়া

উঁহুঁ আরো খোশামোদ করতে হবে বন্ধু, অল্পে সুখ নেই।

নুরুদ্দীন

আর চালাকী নয়, কথাটা ফাঁসই করো মমতাময়ী, আমাকে আর দগ্ধোনা, সংশয়ে রেখো না। (কান ধরে টান্)

দুনিয়া

হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, জানলে প্রেমিকঠাকুর,—ঐ পারসিক্ মনোমোহিনীটিকে—ভালো করে শোনো—মনোযোগ দাও—যতক্ষণ আমি গল্পের সুতোর পাকটা খুলি—আচ্ছা বেশী নয়—একেবারে শেষ অধ্যায়েই গুটিয়ে নিচ্ছি—ঐ ইরানী সুন্দরীকে তোমারই জন্য কেনা হয়েছে এবং ওপরের ঘরে আছে, বুঝলে বাবাজী।

নুরুদ্দীন

দুনিয়া, দুনিয়া, এই দুটো স্নেহশীল মিথ্যাচারীদের নিয়ে কি করি বল দিকিন?

দুনিয়া

তোমাকে হঠাৎ চমকে দেবার উদ্দেশ্যে।

নুরুদ্দীন

এখন আর কোন আশ্চর্য্যই আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে না—আমার মধ্যে আগুন লেগেছে কোনদিকে, কোন ঘরে, উপরে?

দুনিয়া

থামো, থামো—তুমি জানোনা, ওর ঘরের দুয়ারে পাহারা দিচ্ছে একটা কালো জোয়ান রাক্ষস। মস্তবড়ো মুলোর মত সাদা দাঁত; সুদৃঢ় পেশী, বিশ্রী জানোয়ার, এখুনি হৈ হৈ করে উঠবে এই হাবশী দৈত্যটা, নাম তার হারকুশ।

নুরুদ্দীন

খোজা নপুংসক।

দুনিয়া

ক্ষান্ত হও ভাই—ওর আছে একটা চক্‌চকে ধারালো তলোয়ার।

নুরুদ্দীন

আরে, রেখে দাও তোমার খোজা আর তার তলোয়ার। আমি এই পা বাড়ালাম স্বর্গের দিকে, কে আমায় রোখে দেখি?

(প্রস্থান)

দুনিয়া

দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভাইটি আমার, ছুটছেন যেন তীরের মত তূণ থেকে বজ্রগতিতে। এইবারে খেলা সুরু, বসোরার সুলতান, মহম্মদ আলজিয়ানী সাহেব, তোমার বাঁদীর জন্য শিস্‌ দাও—আমি হচ্ছি বিধিলিপি—উজীর সুলতানরা যা ঠিক করে আমি দিই উল্টে—অঘটনঘটনপটীয়সী।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

ইবনসয়ীর গৃহ—উপরে অন্তঃপুরিকাদের কক্ষ

ঢুনিয়া একটি সুখাসনে নিদ্রিতা

(নুরুদ্দীন ও আনিসের প্রবেশ)

নুরুদ্দীন

আমি তোমায় বললাম যে সকাল হয়েছে।

আনিস-আলজালিস্

এত তাড়াতাড়ি সকাল হোল? এই ত কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যাতারাকে দেখেছি—আর এরি মধ্যে ভোরের দীপ্তি?

নুরুদ্দীন

এই শেষরাতের চাঁদ ছাড়াও আর একটি তারা তোমার অপেক্ষায় আছে—আকাশ ছেড়ে যাবার আগে তোমায় দেখতে চায়—তোমারই ভগিনী বুঝি—পরীর রাজ্যের সুন্দরী শুকতারা।

আনিস্-আলজালিস্

ওতো আমাদেরই যুগ্মতারা—আমাদের রক্ষাকর্ত্রী।

নুরুদ্দীন

না, ও হচ্চে আনিসের তারা, যে আনিস্-আলজালিস্ ইরাণ দেশ থেকে এসেছে ওরই রজত কিরণে পথ দেখে এই হতভাগ্য নুরুদ্দীনের হৃদবিহারিণী হবে বলে শেষদিন পর্য্যন্ত। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে তোমায় পেলাম—অদ্ভুত নয় কি যে আমার কী যোগ্যতা আছে তোমায় লাভ করবার—তুমি হচ্চো রূপরম্যা সকলজন কাম্যা একটি রমণীরত্ন। সত্যি, আমরা

কেন যে মণির বদলে ছেলেমানুষের মত তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে খেলা করি, মনে করি সেই বুঝি আকাশের তারা। কিন্তু অনেক পথ বেয়ে অনেক মেকিঝুটা ঘেঁটে আজ পেয়েছি তোমার দেখা—সোজা স্বর্গে এসেছো—প্রেমের অনেক কাঁচা ও টক্ ফল খেয়েছি, আজ ভাগ্যের ফলে পেয়েছি একটি পরিপূর্ণ আনন্দ ও সৌন্দর্যকে—মূর্খ আমি যদি পূর্বে জানতাম কিসে আর কিসে। আমার বলবার কিছু নেই, তোমার পাবার যোগ্যতাও আমার নেই—তবু পেয়েছি এইটেই সত্য, কিন্তু এই সত্যটাকে আরো সত্যতর, মহিমতর করতে হবে, যাই আসুক না কেন।

আনিস্-আলজালিস্

বাড়ী জাগছে।

নুরুদ্দীন্

কে ঘুমুচ্ছে এখানে? ডুনিয়া নাকি।

ডুনিয়া

(জেগে উঠেই)

ভোর হলো? আশীর্বাণী জানাই।
ভালো ভাবে থেকো, ভালো বেসো, লক্ষ্মী ভাই বোন আমার।

নুরুদ্দীন্

সাক্ষাৎ দুর্ঘটনঘটনপটীয়সী, ধন্যবাদ, নমস্কার, মত্তা মাতাজী।

ডুনিয়া

তারপর, এখন কি করবে?

নুরুদ্দীন্

স্বর্গ থেকে বিদায়, মর্ত্যে পতন।

ডুনিয়া

থামো, থামো, এখনো অভিনয়-মঞ্চে তোমার পালা শেষ হয়নি। ব্যাপারটি কতদূর গড়াতে পারে সে বিষয়ে খেয়াল আছে? শুধু হাত তুলে আর বকেই

অঙ্কের অবসান হতে পারে, নাট্যের সমাপ্তি নয়। আনিসের পিঠে আছে বেত্রাঘাত, আর তুমি নুরুদ্দীন যাবে মরুকান্তার দুর্গম রাস্তায়, তীর্থযাত্রায় ক্লান্তপদে, পাপস্খালনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আর আমার হবে শুভ পাণিপীড়ন।

(দরজা খুলে)

আরে আমাদের হাবশী খোজা সাহেব এখনও নাক ডাকাচ্ছে দেখছি, ঘুমোও হে আমার বীর দৈত্য, নাক ডাকাও যত জোরে পারো, তারপর ঐ কালো আবলুশ রংএর পিঠে যখন কড়া রংএর তুবড়ি ছুটবে—নুরুদ্দীন অপেক্ষা করো, আমি আসছি। (প্রস্থান)

আনিস্-আলজালিস্

ওঁরা রাগ করবেন।

নুরুদ্দীন

দুবার মুচকি হেসেই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করে নেবো।

আনিস্-আলজালিস্

যাই ঘটুক, তুমি আমার, আমি তোমার।

নুরুদ্দীন

কিছুই হবেনা, আমি ত মশগুল হয়ে আছি কবে সেই আনন্দময় দিনগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটবে, তুমি থাকবে আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে এক অপূর্ব মণিমুক্তার হারের মত আমার বুকের স্পন্দনের চেয়েও নিকটতর।

আনিস্-আলজালিস্

হ্যাঁ, আমাদের প্রেম হবে চুম্বনের চেয়েও নিকটতম, আলিঙ্গন-রভসের চেয়েও মধুরতম, এতো ঘন, আর ঘনিষ্ঠ যে সুখে-দুঃখে সে হবে সমমর্মী, বহুদিনের বিরহে সে ভালোবাসা বদলে যাবে না, প্রত্যহের আনন্দ উচ্ছল অপব্যয়ে সে অমর প্রেম ম্লান হবে না।

নুরুদ্দীন

সেই ভালোবাসাই তুমি পেয়েছো।

(দুনিয়ার প্রত্যাবর্তন)

দুনিয়া

আমি হুজাংকে বলেছি মাকে ডেকে নিয়ে আসতে—একটা মৃদু ঝড় উঠবে এখনি।

(দুয়ারের কাছে আমিনার প্রবেশ)

আমিনা

হারকুশ! ঘুমুচ্চো!

হারকুশ

আঃ আঃ।

দুনিয়া

বিরাট দৈত্যটা চেঁচাচ্চে দেখো, গোঁ গোঁ করছে।

আমিনা

হারকুশ কিসে নিদ্রা দিচ্ছিলে?

হারকুশ

ঘুম…আমি…না, না, বেগম সাহেবা, আমি চোখ বুজে ধর্মশাস্ত্রের একটা অনুশাসনের কথা ভাবছিলাম, দাসেদের তো ধর্মকর্ম করবার সময় নেই—আপনারা দেনও না, সমস্ত জিনিসেরই ত কড়ায়গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে।

আমিনা

পিঠে যখন সপাং করে চাবুক পড়বে আর উঠবে তারি মাঝখানে ধ্যানধারণায় বসতে পারো? কারণ তোমার ভাগ্যে শীঘ্রই তা জুটছে।

হারকুশ

লাঠি পেটো আর চামড়াই চালাও, হারকুশের কাছে সবই সমান। আমাকে লাঠ্যৌষধি দিয়ে স্বর্গের সোজা রাস্তা থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না।

আমিনা

আমার মনটা কিন্তু 'কু' গাইছে।

(ঘরে ঢুকে)

এটা কি ভালো কাজ হলো, বাছা।

নুরুদ্দীন

মনে করে নাও না, খুব বকেছো কিন্তু সত্যি ও রকম করে কপালের ভুরু কোঁচকালে কষ্ট হয় না।

আমিনা

দুনিয়া, তুইও আছিস এর মধ্যে।

দুনিয়া

অভিনয়ে অংশ নয়, এ অনাসৃষ্টি ত আমারই কীর্তি আমার গৌরব, বিধিলিপিকে নতুন করে লিখেছি আমি।

আমিনা

নির্লজ্জ অবাধ্য মেয়ে, তোর ধৃষ্টতা ত কম নয়, দুনিয়া? আসছেন তোমার পিতাঠাকুর—তাঁর রাগ ফেটে পড়বে সকলেরই উপরে, তখন?

নুরুদ্দীন

হবে আর কী, একটু বকুনী, একটু হাসি, একটু কোলাকুলি, তারপর সব ত্রুটির মার্জনা দোষস্খালন। তোমরা যে আমার জন্য এমন একটি জ্যান্ত উপহার লুকিয়ে রেখেছো জানবো কি করে—হ্যাঁ তোমাদের হাত থেকে পাবার আগেই আমি নিয়েছি—তাতে হয়েছে কি।

আমিনা

তোমার জন্য—হা কপাল? রাজার জন্য ওকে কেনা হয়েছে, রাজদ্রব্যে তুমি হাত দিয়েছো—এর চেয়ে বড়ো অপরাধ আর নেই।

নুরুদ্দীন

রাজার জন্য—রাজভোগ্যা—আচ্ছা, দুনিয়া, তুমি ত বললে আমার জন্য ওকে আনা হয়েছে, হঠাৎ চমকে দেওয়া হবে আমাকে?

দুনিয়া

হ্যাঁ, আমি বলেছি।

আমিনা

এতো বড়ো মিথ্যাভাষিণী তুই।

দুনিয়া

মিথ্যা, মিথ্যা দেখলে কোথায়—যে যাকে পায়, তার জন্যই সে কেনা, ওই ওকে পেয়েছে। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি? তুমি আশ্চর্যান্বিত হওনি? আর পিতৃব্যদেব, তিনি ত আরো হবেন, দুঃখ করবেন, রাগ করবেন। কিন্তু এই যোগ-বিয়োগের ফলটা দেখো—আমার ভাইটি আর আনিস্—কোথায় যে প্রেমের ফাঁদ পাতা ছিলো, ঘুমের ঘোরে পাকড়াও হলো—শুধু দুনিয়াই ভুল বোঝেনি। এর মধ্যে মিথ্যাটা কোথায় বরং সত্যিকার সত্যেরই একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে—মা মণি, যেটা ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল তাকেই তোমার দুনিয়ারাণী ঐ একটু এগিয়ে দিয়েছে।

নুরুদ্দীন

আমি এতোশতো জানতাম না—কিন্তু মা, দুনিয়াকে তুমি দোষ দিয়োনা, কারণ জানলেও আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতুম আমার ভাগ্যলিপিকে পরীক্ষা করতে আর জোরে কেড়ে নিতে।

আমিনা

কিন্তু তোমার পূজনীয় পিতৃদেব কী করবেন, কী বলবেন সেইটেই তো হয়েছে আমার মুস্কিল—আমার ভয় করছে। তিনি এ কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে চেয়েছিলেন, তাঁর স্বভাবের চেয়ে অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে রয়েছেন—আচ্ছা, দেখি, তোমরা একটু গা আড়াল দাও, তাঁর রাগের প্রথম ধাক্কাটা আমার উপর দিয়েই যাক্।

নুরুদ্দীন

রাজা! তিনি সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হয়ে বসলেও আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা কিছুই পাবেন না—চলে আয় দুনিয়া, সহ অপরাধিনী।

(দুনিয়ার সহিত প্রস্থান)

আমিনা

হারকুশ—যাও, তোমার প্রভুকে ডেকে নিয়ে এসো আর তোমার পিঠের চামড়াটা একটু শক্ত করে রাখো—অবাধ্য অমনোযোগী চাকর।

হারকুশ

হারকুশের কাছে সবই সমান—লাঠ্যৌষধিই চলুক আর চামড়ার বেতই পড়ুক—বদমাইসী ভরা নোংরা সংসারে এই হচ্চে পরমাগতি।

(প্রস্থান)

আমিনা

আচ্ছা আনিস্ আমায় বল ত, মাথাটি একেবারে মুড়িয়ে খেয়েছো, না বাকী আছে কিছু—হায় হায়, তোমার আনত মুখ চোখই যে তোমার দোষের সাক্ষ্য দিচ্চে—যাই বলো বাপু, তোমার স্বভাব শিক্ষাদীক্ষা তোমার মুখের মত অতো সুন্দর নয়—তুমি কি বারণ করতে পারতে না ?

আনিস্-আলজালিস

মা, আমার দিকটাও ভেবে দেখুন, আমি দাসীবাঁদী, আমাদের কাজই হচ্চে শান্ত মনে বিনা বিচারে তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করা, মনোরঞ্জন করা—আমাদের শিক্ষাই তাই। স্বাধীন মানুষের কাছে যা গুণ, আমাদের কাছে তা দোষ। আপনারা আপনাদের মনোবৃত্তির প্রভু হতে পারেন, আমরা তা পারিনা, আমাদের কর্তব্য তা নয়।

আমিনা

না বাপু, তুমি মেয়ে বড়ো চালাকচতুর, যেমন সাফ মাথা, তেমনি কথায় বাঁধুনী—এ তো দাসী চাকরাণীর কথা নয়, না, আমি তোমায় দোষ দিই না।

আনিস্-আলজালিস

আমি অস্বীকার করছিনা যে আমার মনও এতে সায় দিয়েছিল।

আমিনা

বুঝতে পারছি সবই—কে যে তোমাকে অনুরোধ উপরোধের জালে

জড়িয়েছিল, আর করবেই বা তুমি কি—ওর কাছে তোমার হৃদয় সাড়া না দিয়ে পারেনা—যাও।

(আনিসের প্রস্থান। হারকুশ ও ইবনসয়ীর প্রবেশ)

ইবনসয়ী

আশা করছি, আশা করছি, আমি যা ঘটাতে চাইনি তা ঘটেনি। এই বান্দাজোয়ানটাকে জিজ্ঞেস করলে কী যে মাথামুণ্ডু উত্তর দিচ্ছে, বুঝতেই পারছিনা।

আমিনা

খবর খুবই খারাপ।

ইবনসয়ী

কেন! কেন! না, আমারই বোকামী, তার ফলভোগ আমাকেই করতে হবে, আর পাহারাদার তুমি, ভালো করেই মাহিনা পাবে।

হারকুশ

হায়রে, পৃথিবীর রীতিনীতি, কার দোষ? না পেটো হারকুশকে, আমার নওজোয়ান প্রভুটি যদি ভুল জানালা বেয়ে, সিঁড়ির বদলে দড়ি বেয়েই ওঠে, তাতে কী, আমার পৃষ্ঠদেশ অক্ষত না থাকলেই হলো—বেশ, আমি কি জানলায় হাজিরা দিচ্ছিলাম, না আমার চোখের মধ্যে জিনের দৃষ্টিশক্তি আছে যে কাঠের ভিতর দিয়েও সব দেখতে পাবো, হায়রে অবিচার আর কাকে বলে!

ইবনসয়ী

ভালো করে মিথ্যেটাও গুছিয়ে বলতে পারোনা, তার জন্যও ঘা কতক খাবে।

আমিনা

ঐ গরীব বেচারীকে দোষ দিয়ে আর কি হবে, এ হচ্চে অলঙ্ঘ্য নিয়তির খেলা।

ইবনসয়ী

হ্যাঁ, ঐ নাম স্মরণ করেই যা কিছু অধর্মের কাজ আমরা ভগবানের উপর

সমর্পণ করি—না, সে হবেনা। ছেলেটা বিগড়েছে আমাদের জন্তই, আমারই তাকে আদর দিয়ে মাথায় তুলেছি এবং পাপের উপযুক্ত করেই মানুষ করেছি আর বরাবরই তার দোষক্রটিস্খলন মৃদুভাবে বকে কার্যতঃ সমর্থন করেছি, এখন শাস্তি দিতে গেলে রূঢ় হতেই হবে। ঘরের বাইরে পরের দুয়ারে যা কিছু করেছে সে সবই ত আমরা হাল্কাভাবে নিয়েছি, এখন ব্যাপারটা নিজের ঘরের ভিতর ঘটেছে, বলো, কী করবে ?

আমিনা

তুমি কি করতে চাও ?

ইবনসয়ী

এই দোষের প্রকৃত দণ্ড হচ্চে মৃত্যু, কিন্তু দোষীর নয়। সবচেয়ে ভালো হয় যদি পাপটাকে লোপাট করে দেওয়া যায়, আর পাপী থাকে বেঁচে।

আমিনা

উজীর সাহেব, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, কী সব বলছো,—একটুখানি ভেঙেছে বলেই সবটা ভাঙতে হবে ? নুরুদ্দীন আনিসকে নিক্—ভাগ্যের ইঙ্গিত তাই। তুমি আর একটা এর চেয়ে সুন্দরী কিনে আলজিয়ানীর শয়নকক্ষের সঙ্গিনী করে দাও, আর রাজার টাকাটা তোষাখানায় জমা দিয়ে দাও—একটু আধটু ক্রটি ঢেকে ফেললেই চলবে।

ইবনসয়ী

মিথ্যাকথা বলে ?

আমিনা

না, চুপ করে থেকে।

ইবনসয়ী

সর্বশক্তিমান চুপ থাকবেন ? আমার শত্রুরা। খাকনপুত্র নীরব থাকবে ? আমিনা, সন্তানরাই আমায় বধ করলে, অপমান, লজ্জা, মৃত্যু।

আমিনা

অতো ঘাবড়াচ্চো কেন ? উজীর, স্ত্রীলোকের কাছ থেকে একটু বুদ্ধি ধার

করো, দরবারে কাজে লাগবে। জানি, আলমুয়েন কথাটা তুলতে পারে, তা তুমি কি নটনড়নচড়ন নিশ্চল নিঃশব্দ মৌনীবাবা হয়ে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করবে? রাজা কাকে বেশী বিশ্বাস করেন? বুদ্ধি খাটাও, নিজেকে রক্ষা করো, ছেলেকে বাঁচাও।

ইবনসয়ী

মতলবটা খাটিয়েছো ভালো, আমার দুর্বল মন এতে সায় দেয় কিন্তু আমার বিচারবুদ্ধি নিষ্ঠা এটা সমর্থন করেনা। তাছাড়া, শোনো আমিনা, আমরা যদি স্নেহবৎসল হয়ে এতো বড় প্রচণ্ড দোষটা এককথায় মাফ করে দিই, আমরা ছেলেটাকে আরো উচ্ছন্নর পথে এগিয়ে দেবো। ওর যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, দেহের নয়, আত্মার—পাপের পঙ্কে ডুবে ওর মন যে পাথর হয়ে যাবে, যেন কুষ্টব্যাধিগ্রস্ত।

আমিনা

যা বলি তাই শোনো। বাইরে দেখাও ভীষণ রাগ, চকচকে ছোরা সামনে রাখো, গলার কাছে ধরো, ওকে সত্যিই আতঙ্কিত করে তোলো, তখন সেই রকম মুহূর্তে আমি এসে কেঁদে পড়বো তোমার পায়ে, বলবো ওকে বাঁচাও আর কখনো আমার ছেলে এমন কাজ করবেনা, সত্যপথে চলবে।

ইবনসয়ী

তা, এ মতলবটা মন্দ নয়। দাও দিকিন একখানা ছোরা—দেখি চেষ্টা করে খুব রাগী রাগী ভাব দেখাচ্চে কিনা।

আমিনা

হারকুশ, একটা ছোরা, এখানে।

(হারকুশ তার ছোরাটা এগিয়ে দিল)

ইবনসয়ী

আর দেখো তুমি কিন্তু সব মাটি করে দিয়োনা, তাড়াতাড়ি ঢুকে।

আমিনা

আমায় বিশ্বাস করতে পারো।

ইবনসয়ী

হারকুশ ডেকে নিয়ে এসো আমার কুলতিলকটিকে, সে যেন না জানতে পারে আমি এখানে আছি।

(হারকুশের প্রস্থান)

আমিনা, তুমিও যাও।

(আমিনার প্রস্থান)

মিথ্যে খেলারও মাঝে মাঝে সত্যফল আসতে পারে—এ ক্ষেত্রে তা একেবারে অসম্ভবও নয়। দেখা যাক—জিতি কিম্বা হারি—তাড়াতাড়ি কিছু করা দরকার, খালিফের কাজে রুমে যাবার আগে। না, ঐ যে আসছে।

(নুরুদ্দীন ও হারকুশের প্রবেশ)

নুরুদ্দীন

সত্যি বলছো? এই ধরনের সহৃদয় বিদ্রোহের জন্য তোমায় সোনা দেওয়া উচিত।

হারকুশ

হারকুশকে বিশ্বাস করতে পারো, কিন্তু আমার উপর যদি মারধোর হয়—যাক্ গে, লাঠিই বা কি আর চামড়াই বা কি, সব সমান।

নুরুদ্দীন

বাবা!

ইবনসয়ী

বেটা রাসকেল, বদমাইস, ভণ্ড, বিটকেল্।

(নুরুদ্দীনকে একটা কোচের উপর ফেলিয়া দিয়া ছোরা হাতে)

বাবা বলা বের করছি, আত্মার জন্য তৈয়ারী হয়ে নাও, কালো অপরাধক্লিষ্ট যে আত্মা চিরনরকে যাবে—আমি তোমার যম, বাপ নই।

নুরুদ্দীন

মা, মা, শীগ্‌গির, বাবা মেরে ফেললে।

(আমিনার দৌড়ে প্রবেশ)

বুড়োর মাথা খারাপ হয়েছে।

ইবনসয়ী

কেন, কেন তুমি এলে,—এতো তাড়াতাড়ি, মেয়েমানুষ কিনা।

নুরুদ্দীন

ওর চোখ কি রকম ঘুরছে দেখছোনা! শয়তান, ওকে ছাড়—ওকে নিয়ে যাও শিগগির।

ইবনসয়ী

আমাকে নিয়ে যাবে, বদমাস্।

নুরুদ্দীন

না, ওকে কাইকুতু দাও, সেই ভালো।

ইবনসয়ী

বলে কী ছোঁড়াটা, কাইকুতু দাও—উদ্ধত পাষণ্ড তোর গলা কাটবো আজ।

আমিনা

(ভীত ত্রস্ত হয়ে)

ওগো, তুমি কী করছো, ওযে তোমার একমাত্র পুত্র।

ইবনসয়ী

খারাপ ছেলের চেয়ে শূন্য গোয়াল ঢের ভালো।

নুরুদ্দীন

কিছুই তুমি শুনবেনা?

ইবনসয়ী

না, শুনবোনা, তৈয়ারী হয়ে নাও।

নুরুদ্দীন

বেশ, আমায় একটু ভালো ভাবে শুতে দাও।

ইবনসয়ী

বলে কী—ভালো করে শুতে দাও, বদমাইসের ধৃষ্টতা দেখো, শীঘ্রই নরকাগ্নির ভাপসা তাপে সিদ্ধ হবে।

আমিনা

না, আর নয়।

আনিস-আলজালিস

(উঁকি মেরে)

ওরা কথাকাটাকাটি করছে, রাগারাগি করছে—তার চেয়ে আমায় কেটে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায়।

নুরুদ্দীন

ভয় পেয়োনা সুন্দরী,—আমরা একটা বহু পুরাতন কৌতুক-নাটক অভিনয় করছি, নামটা কি জানো—'অত্যাচারী পিতা আর গোবেচারী পুত্র'—বোকা বুড়ো।

ইবনসয়ী

কী, কী বললি?

নুরুদ্দীন

দেখছো ত তোমার ঐ প্রচণ্ড রাগ আর দম্ভের পরিণাম—অনেকদিন পূর্বেই তোমায় সাবধান করিনি—তোমার ঐ আদরের যত্নে বর্ধমান স্বাস্থ্যবান ধর্মপ্রাণ পুত্রটির জন্য? কী আজ মাথা ঘোরালে কি হবে—প্রশ্রয় দিয়েছে কে—মাথায় তুলেছে কে—এখন ফলটি তিক্ত বললে চলবে কেন?—আবার সতর্ক করছি, অন্ধক্রোধকে সামলাও, মানুষের পরমশত্রু ঐ রিপুটি—সত্যি রোষকষায়িত পিতৃদেবের একটি প্রোজ্জ্বল প্রতীক তুমি, বিশিষ্ট উদাহরণ।

ইবনসয়ী

নিশ্চয়ই তোমায় কেউ বলেছে। (হারকুশের প্রতি) হাসছিস্ কেন শয়তান।

হারকুশ

যা কিছু হোক্ সব আমারই দোষ—পান থেকে চুন খসুক্ ধরো হারকুশকে—তারপর যার শিল তারই নোড়া, হারকুশকে মারো।

ইবনসয়ী

বেটা দাঁড়াও, তোমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া করছি।

নুরুদ্দীন

না, বাবা, ও যেখানে আছে থাক্, শোনো আমার কথা—আমি শপথ করে বলছি যে তোমার মান সম্মান আভিজাত্য জীবন আমাদের কাছে সর্বোত্তম জিনিষ তার অপমান আমরা সহ্য করবো না, তোমার সামান্যতম ইচ্ছারও বিরুদ্ধাচরণ করবো না। সত্যি বলছি, বাবা, আমি জানতাম না যে তুমি আনিস্‌কে রাজার জন্য এনেছো, আমি ভাবলাম এবং শুনেও ছিলাম যে আমারই জন্যে তোমরা ওকে কিনেছো। আমি এখনও স্পষ্ট বিশ্বাস করি যে নিয়তি আমারই জন্যে ওকে এখানে এনেছে।

ইবনসয়ী

ভুলই হয়েছে বাপু।

নুরুদ্দীন

না, এ ভ্রান্তির জন্য আমি অনুতপ্ত নই।

ইবনসয়ী

তুমি আমার পুত্র, সহৃদয়, সত্যবান, সাহসী। দোষ ত্রুটি আছে জানি, কিন্তু শোনো একটা কথা। ঐ বাঁদীকে নেবে নাও, কিন্তু আর কোনো মেয়ের দিকে দৃষ্টি দেবে না,—স্ত্রী নয়, দাসী নয়, স্বৈরিণী নয়—যতদিন না ও নিজে তোমার সঙ্গ ত্যাগ করে ততদিন বিক্রীও করতে পারবেনা—রাজী, শপথ করো।

নুরুদ্দীন

শপথ করছি।

ইবনসয়ী

যাও, চলে যাও।

(মুরুদ্দীনের প্রস্থান)

আনিস্—তোমার জন্যই এই পুণ্য প্রতিশ্রুতি ওর কাছ থেকে নিলাম—আমার বিশ্বাস, এ শপথ ও ভঙ্গ করবে না—তুমিও মা এর প্রতিদান দিয়ো—ওর প্রেমময়ী পত্নীর চেয়ে কমতি যেন না দেখি।

আনিস্-আলজালিস্

কী উদার অন্তঃকরণ আপনার, মহৎ দোষীরাও আপনার কাছে তাদের প্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ আশার আশ্বাস পায়।

ইবন্‌সয়ী

আনিস্—মা আমার—যাও।

(আনিসের প্রস্থান)

অদ্য শেষ রজনী—তোমায় আগেই বলেছি কালই আমি বেরুবো রুমের পথে, মহাপ্রাণ হারুনের দৌত্যকার্যে—গ্রীকদের সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তা কইতে—বছরখানেকের অদর্শন।

আমিনা

বড়ই দুঃসময়—দিন আর কাটবেনা।

ইবনসয়ী

অনেক কিছু বিপদ আপদ ঘটতে পারে এর মধ্যে তাই আমার সন্তানদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে যাচ্ছি, যতটুকুন সম্ভব সেই পরম শক্তিমানের কৃপায়। দুনিয়ারও বিয়ে দিতে হবে, খাকনপুত্র ওকে চায় তার ঐ বেজী ছেলেটার জন্য—আমি কিন্তু রাজী নই। এমন একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই যে ওকে সব দিক দিয়ে রক্ষা করতে পারবে, মন দিয়ে, দুহাত দিয়ে।

আমিনা

প্রভু, কার কথা বলছেন?

ইবনসয়ী

নগরপাল, মুরাদ—আলজিয়ানী ওর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট, ওর উন্নতি হবে ধাপে ধাপে প্রতিদিন।

আমিনা

ও তো তুর্কীবংশীয়—আমাদের প্রাচীন আরব-সমাজের সঙ্গে কিন্তু ভাল মিশ্ খাবেনা।

ও সব এহ বাহ্য। ইসলামের সব কিছুই সেই সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধি থেকে উদ্ভূত। আর দেখো আমার সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা দুই ভাগে করে রেখে যাচ্ছি—নুরুদ্দীনের জন্য অর্ধেক আর মুরাদের কাছে তোমার জন্য অর্ধেক, যখন তুমি তোমার আত্মীয় পরিজনের কাছে থাকবে।

আমিনা

এ সব কেন?

ইবনসয়ী

দেখো, আমি থাকবো না, ছেলেটাই হবে কর্তা, হয়তো সব ফুঁকে উড়িয়ে দিলে, তারপর? যদি সে ভালোভাবে থাকে ভালোই, কিন্তু যদি সব নষ্ট করে তখন বন্ধুরা ফিরেও তাকাবে না, সকলে করবে ঘৃণা। অবশ্য এও হতে পারে যে বিপদের বিদ্যালয়ে পাঠ নিয়ে সে মাথা তুলে দাঁড়ালো, তার উন্মত্ত রক্ত শান্ত হয়ে এলো, সে ফিরে পেলো তার বিদ্যাবুদ্ধি-বিনয়। তখন তাকে সাহায্য করবে তুমি, উদ্ধার করবে পঙ্ক থেকে এবং তখনই বুঝতে পারা যাবে এই ইরানী মেয়েটির প্রতি তার ভালবাসা কতটা গভীর কতটা স্থায়ী এবং এই মেয়েটাই বা কি রকম, ওর উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, কতটা অধিকার সে পেতে পারে, এবং ওকে সে ধরে রাখলেও সত্যি ভালবাসার অধিকার জন্মেছে কি না।

আমিনা

কিন্তু প্রিয়তম, এই এক বছর আমার ছেলেকে দেখতে পাবোনা?

ইবনসয়ী

কান্না নয়, শোনো, ধরে নাও এ হচ্ছে আমাদের অতিরিক্ত ভালবাসার শাস্তি। এর চেয়ে খারাপও হতে পারতো—যার শেষ ভালো, তার সব ভালো। এক বছর পরে বসোরায় ফিরে যেন ছেলেকে আলিঙ্গন করে দেখতে পাই তার স্বভাব চরিত্র একেবারে বদলে গেছে, দেখি যেন হাস্যময়ী দুনিয়ারানী সুখে স্বচ্ছন্দে বিয়ে করে সংসার করছে, কোলে এসেছে একটি গোলগাল ছেলে, আর তুমি সুখে দুঃখে, ওদের শত দোষ মার্জনা করেছো, সর্বংসহা ধরিত্রীর মত ধৈর্য দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে। আমি শুধু সেই প্রার্থনাই করি তাঁর কাছে—সবই তাঁর ইচ্ছা, মঙ্গলময় যে তিনি।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(আজীবের গৃহের একটি কক্ষ)

আজীব

বালকিস্, প্রিয়ে, কাছে এসো।

(বালকিসের প্রবেশ)

বালকিস্

হুজুরের কি হুকুম ?

আজীব

আমার ইচ্ছে! সে তো লোপ পেয়েছে যেদিন থেকে তুমি এসেছো—বড্ড কড়া হাকিম তুমি।

বালকিস্

গাল দেবার জন্য ডেকেছো নাকি।

আজীব

তোমার বীন্ নিয়ে এসো, একটা গান গাও না।

বালকিস্

না, এখন ভাল লাগছে না।

আজীব

গাও, লক্ষ্মীটি, তোমার মধুমাখা স্বর শোনবার জন্য আমি ক্ষুধিত হয়ে আছি।

বালকিস্

আমি কি কাবাব, না আমার কথাগুলো স্বাদু তরকারী যে না শুনলে ক্ষিধে পায়, ন্যাকামী।

(প্রস্থান)

আজীব

আরে, বালকিস্, শোনো শোনো।

(মীমুনার প্রবেশ)

মীমুনা

ওকে ডেকে আর কি হবে, মহারানী এখন মেজাজে আছেন। আর ওদিকে যে তোমার উজীর সাহেব আসছেন এদিকে, ঘোড়া থেকে নামলেন্।

আজীব

উঠি, তাঁকে উপরে নিয়ে আসি। মীমুনা, ওকে একটু তালিম দাও না, আমার হয়ে—দেবে লক্ষ্মীটি ?

(প্রস্থান)

মীমুনা

খুড়ো মশাইটি হঠাৎ উদয় হলেন কেন ? তিনি ত বড় একটা আসেন না, যেন একটি ঘেয়ো কুকুর।

(একটি পর্দার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল)

(আলমুয়েনের সঙ্গে আজীবের পুনঃ প্রবেশ)

আলমুয়েন

উনি কালই রওনা হচ্ছেন ? বেশ, বেশ, আর ঐ হতভাগা রুক্নদ্দীনের

হাতে থাকবে সম্পত্তির ভার? আরো ভালো—আমি বলিনি মহামান্ত লোকটির বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু কম? (স্বগত) এখন এই বাঁদীর ব্যাপার নিয়েই আমি ওঁকে ফাঁসিয়ে দিতে পারি, থাক এখন, আরো গড়াক্, উনি তফাতে চলে যান, ওঁর স্মৃতি একটু কমুক, ওঁর টাকাকড়ি ধনদৌলত ওঁর পুত্রবাবাজী দুহাতে অপব্যয় করুন তারপর, আমি সর্বনাশ করবো ওঁর ছেলের আর ঐ উদ্ধত তুর্কীটার, তাকে কিনা দুনিয়ার জন্য পছন্দ হলো আমার ফরীদকে ফেলে। হ্যাঁ, ঐ ফরীদই ভোগ করবে শুধু ঐ দুনিয়াকে নয়, ঐ বাঁদীটাকেও। ওঁর স্ত্রী, না তাঁকে আর এর ভিতর টেনে আনা ঠিক হবে না, উনি পালান। তবে ওদের নামিয়ে আনবো ভাঙা বাড়ীতে, লোলচর্ম জীবনের শুকনো স্মৃতিতে, শীতকালের ঝরাপাতার আসরে। আর এই সুযোগে রাজার কানে এমন মন্ত্র দেবো যে তাঁর প্রশান্ত হৃদয়ের একটি অলিগলিতেও বড় উজীর সাহেবের কোন স্থানই থাকবে না, একটু আশ্রয়ও না।

আজীব

খুড়ো, কি সব ভাবছো বলো দিকিন্।

আলমুয়েন

না, এমন কিছু নয়—সামান্ত চিন্তা, ইবন্সয়ীর ছেলে ত তোমার দোস্ত।

আজীব

এক সঙ্গে পানাহার চলে বই কী—এক গেলাসের···

আলমুয়েন

বেশ, বেশ, মান সম্মান অর্থ ক্ষমতা চাও, না কী যা আছ তাতেই সন্তুষ্ট, ছোট মন, সামান্ত আমোদআহ্লাদ সুখেই মগ্ন?

আজীব

কেন খুড়ো?

আলমুয়েন

মৃত্যুকে ভয় করো? চরম অপমান? না তার চেয়েও ভীষণ, দারিদ্র্য—কি বলো?

আজীব

কে না চায় সুখসম্পত্তিসম্মান, সবাই ভয় করে দুঃখদারিদ্র্য দুর্দশাকে।

আলমুয়েন

তুমি সব পাবে যদি আমার কথামত চলো, আর যদি না পারো তবে জেনো অমঙ্গলের দিন ঘনিয়ে আসছে।

আজীব

কী কাজ করতে হবে আমায়।

আলমুয়েন

ঐ নুরুদ্দীনটাকে সর্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাও—ভোগবিলাসে, হৈহুল্লোড়ে, সুরা আর সুন্দরীতে ওকে ডুবিয়ে রাখো, বন্ধুর ছদ্মবেশে ওর সব সম্পত্তি হস্তগত করে নাও, পথের ভিখারী করে তোলো। মদ ওর মাথা বিকৃত করুক, রূপের মোহ ওকে বিকলাঙ্গ করুক, অর্ধোন্মাদ করুক। একটু আধটু এদিক ওদিক নয়, একেবারে পাঁকে টেনে নিয়ে যাও—অবশ্য নিজের গায়েও যে একটু লাগবে না তা নয়—তবে যদি করতে পারো, তোমার ভবিষ্যৎ তৈয়ারী হয়ে গেলো। আর যদি না পারো তবে তোমারও ইতি এটা জেনে রেখো। আটমাস সময় দিচ্ছি—না, আসতে হবে না।

(প্রস্থান)

আজীব

মীমুনা, কোথায় তুমি?

মীমুনা

এই যে এখানে তোমার পিছনে।

আজীব

সন্থ নরক থেকে উঠে আসা এক বেটা শয়তান এসেছিল আমার কাছে।

মীমুনা

শয়তান, সত্যিই—আর তোমাকেও সে তার যোগ্য সাগ্‌রেদ করে নীচে নামিয়ে নিয়ে যেতে চায়?

আজীব

কি করি বুঝতে পারছি না।

মীমুনা

অন্ততঃ সে যা চায় তা নয়।

আজীব

কিন্তু যদি না বলি, তবে আমার দফারফা। বসোরায় বাস করে ওর ক্রূর দৃষ্টি এড়ানো যাবেনা। আর অন্যদিকে—

মীমুনা

অন্যদিকের কথা ছেড়ে দাও, সত্যি বদমাইস কুকুর কামড়াবেই, তার চরিত্রের দিকটা প্রকট হবেই, আমাদের স্বভাবের ভালো দিকটা কতো ক্ষণ-ভঙ্গুর—না, কিন্তু তুমি এ কাজ করতে পাবেনা, করবেনা, আমাদের বালকিস্ আনিসকে কতো ভালোসে।

আজীব

সুন্দরী বোঝোনা যে আমার জীবন, সম্পত্তি সবই লাটে চড়েছে।

মীমুনা

একটা কাজ করো।

আজীব

তুমি যা বলবে তাই করবো।

মীমুনা

ওর কতকগুলো বদ সঙ্গী আছে না?

আজীব

হাঁ, ঐ যে কাফুরদের দলটা হৈ হৈ ফূর্তি করে বেড়ায়, বেপরোয়া, মনের বালাই নেই, দিলও বেহুঁসিয়ার।

মীমুনা

ওদের হাতে ছেড়ে দাও ব্যাপারটা একটু আভাস দিয়ে কানে কানে,

এই আর কী নিজে কিছু করতে যেয়োনা। বরং মাঝে মাঝে দাবড়ানী দিয়ো, ওকে একটু সংযত করবার চেষ্টা করো। যা কিছুই করো, ওর টাকাকড়ি উপহারের দিকে নজর দিয়োনা, ওটা হচ্ছে মানুষের সম্ভ্রমবোধের বিনিময়ের মূল্য। ও যদি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়—যা হওয়া সম্ভব—শয়তানের মনস্কামনা পূর্ণ হলো। আর তা যদি না হয়, আমরা বসোরা ছেড়ে পালাবো, যদি আর কিছু উপায় না থাকে।

আজীব

বুদ্ধি আছে তোমার, খাসা মাথা। আমায় যদি নীচ হতেই হয় তবে একেবারে নীরেট নীচে না নেমে একটু সাহসীই হওয়া যাক না, যাতে মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটাও বজায় থাকে।

মীমুনা

আর বালকিস?

আজীব

সত্যি।

মীমুনা

নিরাপত্তা সবাই চায়, তুমিও নিরাপদ হও—কিন্তু সব কিছুই সংশয় সন্দেহে ভরা হতে পারে, শুধু একটি সত্য খাঁটি—মৃত মানুষেরা ভালোবাসেনা।

আজীব

আমি ভেবে দেখবো নিশ্চয়ই—মীমুনা, যাও, তোমার বোনটিকে পাঠিয়ে দাও।

(মীমুনার প্রস্থান)

জিনিষটা বড়ই নোংরা, কিন্তু সম্মান, অর্থ আর বালকিসকে যদি বসাতে পারি একটা রাজ্যের ভাঙাগড়ার চূড়োয়—তার ঐ সুকুমার পেলব হাত দুটো দিয়ে সে মানুষ ভাঙবে, গড়বে—যে-হাতের তুলনায় বীণা যন্ত্রটা যেন বেমানান বড়ো। কিন্তু কাজটা গর্হিত।

বালকিস

আপনার কী আদেশ ?

আজীব

তোমার বীণা নিয়ে এসো, বসো একটা গীত শোনাও, মনটা বড়ই ক্লান্ত তপ্ত হয়ে রয়েছে—না, বলো না সুন্দরী, মেজাজ শরীফ্ নেই।

বালকিস্

ভয় দেখাচ্চেন ?

আজীব

ভুলে যাচ্চো, তুমি এখনও দাসী বাঁদী, যতোই আমি ভালবেসে মাথায় তুলি না তোমায় আমার কথামত কাজ না করলে তোমায় শাস্তি দেবার অধিকার আছে আমার।

বালকিস্

তাই করো, তাই করো, মারো কাটো, শুধু ঘা কয়েক মার নয়, একেবারে মেরে ফেলো, আমার মনটাকে খুন করোনি শক্ত নির্মম কথা বলে, জানি, জানি তোমাদের এই ধরনের ভালোবাসার কি পরিণাম—উঃ উঃ (কান্না)

আজীব

প্রিয়তমে ক্ষমা করো আমায়, সত্যি শপথ করে বলছি আমি, ওসব কিছু মনে করিনি।

বালকিস্

না, না, খেলার ছলে মাঝে মাঝে কথা বলি কম—না, আমাকে মেরে ফেলো, কেটে ফেলো !

আজীব

আরে, ঠাটটা বোঝো না কেন ! লক্ষীটি আর কাঁদেনা, এতো কান্না নয়, আমার বুকের কলিজা উপড়ে নেওয়া—বালকিস্, শোনো, কি চাই তোমার—গলার হার, হাজার হাজার টাকা দাম ? মুক্তোর, রুবীর ? কেঁদোনা।

বালকিস্‌

আমি দাসী বাঁদী, মার খেতে জন্মেছি, পান্নাহীরে মুক্তো আমাদের জন্য নয়, মীমুনা, মীমুনা—একটা চাবুক নিয়ে এসো ওঁর জন্য আর আমার জন্য এক বাটি বিষ!

(প্রস্থান)

আজীব

এতো বীণা বাজানো নয়, আমাকেই সরগমে তোলা—আমারই উপর যেন একটা স্বরের রাগিনী ঝড়ের ঝঙ্কার দিয়ে গেলো···আমি না পারলুম নড়তে না পারলুম কিছু করতে, ওরই মন মতি মেজাজ আমাকে শাসন করে চালিয়ে নিয়ে চললো, ওর মৃদুহস্তের সঞ্চালনে প্রেমমুগ্ধ শিহরিত না হয়েই—না, না মানিনীর মান ভাঙাতেই হবে মীমুনা, ও, মীমুনা!

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ইবনসয়ীর প্রাসাদ, ভোজের জন্য সুসজ্জিত বাহিরমহলের একটি প্রকোষ্ঠ,
দুনিয়া, আনিস-আলজালিস, বালকিস্]

দুনিয়া

হায় রে বিধাতা—ফূর্তির কি বহর—যে যা পেয়েছে, তাই নিয়েই সরেছে। দলে মলে পিষে রেখে গেছে ঘরটা—দেখছি এ সমস্ত দৈত্যদানাদের কিছুই নজর এড়ায় না—এমন ভারী ভারী আসবাবপত্রগুলো, তাও কিনা টেনে নিয়ে চম্পট। ঐ যে রাক্ষস ঘানিমটা দাঁতে করে অমন সুন্দর দামী চেনটা নিয়ে সরলো, কেউ কিছু বললে না—পালালো কিনা একেবারে তার সুরক্ষিত দুর্গাভ্যন্তরে। আর ঐ যে আয়ুব—সেও কী কম—মোসেইকের টেবিলটা পকেটে পুরলে। অমন সুন্দর 'কার্পেট' আর 'রাগ'গুলো ঘূর্ণীঝড়ের মত জেবের ঘরে গিয়ে উঠলো। এমন করলে, এই দুর্ব্যবহারে—লম্বা টাকার থলিই হোক আর যাই হোক কদিন টেঁকে?

বালকিস

না, এ বাধা দিতেই হবে—

দুনিয়া

খুড়োমশায়ের কাছে নুরুদ্দীন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা অনেকটা রেখেছে—আসলে ছেলেটা মোটামুটি মন্দ নয়, ভালই—শুধু ঐ বদসঙ্গী ছোঁড়াগুলোই সর্বনাশ করছে, আর আনিস—তুমিও কম গণ্ডগোলের মূল নও—মুখে যতই ওর নামে নালিশ করনা কেন, তুমি নিজেই কি কম বেহিসেবী।

আনিস-আলজালিস্

আমি ?

ছনিয়া

হাঁ, তুমি, সখী তুমি—বলো দিকিন্, যখনই একটা জড়োয়া গয়না নজরে পড়েছে তখনই তুমি কেনোনি ? একটা চমৎকার পোষাক তোমার চোখে লাগলো অমনি সেটা হয়ে গেলো তোমার—যতদিন তুমি ওর সঙ্গে ঘরকন্না করছো, বলোতো কোনদিন হাসিঠাট্টা, গান, সুরা সুর বাদ গেছে কিছু, তবে ?

আনিস-আলজালিস্

হ্যাঁ, কয়েকটা আংটি, দুএকটা চেন, কিছু রেশমপশমতুলোর জামা পোষাক —এই তো সামান্যই আমি কিনেছি, আবার কী ?

ছনিয়া

এই সামান্যই যে অসামান্য হলো, কতো দাম পড়েছে জানো ?

আনিস-আলজালিস্

না, জানিনা।

ছনিয়া

জাননা, সে ঠিকই—তা জানবে কেন—আর নয়, এবারে একটু সংযত হও, হাতটান করো, রাশ টেনে ধরো।

বালকিস

এরপরে ঐ সব বন্য বর্বর বামণ্ডলেদের মাঝে তোমায় গান গাইতে বলবে, সোজা বলে দেবে—না—ও দিকে আর নয়, যেয়োনা।

আনিস-আলজালিস্

ঠাট্টা থাক, তাই বলে এই মজাদার হৈহল্লোড় ভেঙে গোমড়ামুখী হয়ে বসে থাকতে হবে নাকি ? আনন্দ-সংহারিণী ভ্রূকুটিকারিণী মূর্তিতে ? না বাপু, আমার দ্বারা তা হবে না—সবচেয়ে বড়ো পাপ হচ্ছে, ঐ ভুরু কোঁচকানো, তার তুলনা নেই।

দুনিয়া

কিন্তু যে মহাকাশের নীচে আশ্রয়, সেই আকাশই যদি ভেঙে পড়ে—

আনিস-আলজালিস্

পড়ুক ক্ষতি কি ? হাস্যঝলমল লাস্যময় জগতে আমরা কিছুক্ষণও ছিলুম ত। আমি চাই, ও সুখী হোক সুখে থাকুক—আমার সীমা ঐ পর্যন্ত—কিন্তু, কি বললে, মেঘের পর মেঘ জমছে, শোনো দুনিয়া, তাহলে অদ্যই শেষরাত্রি, এই ইতি।

(আজীমের প্রবেশ)

কী আজিম, খবর কি ?

আজীম

বান্দার কসুর মাফ করবেন, সাহেবান্, বসোরার অর্ধেক দোকানদার অর্থাৎ পাওনাদার বাইরের হলঘরে বসে জটলা পাকাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে আর শপথ নিয়ে বলছে—টাকা না দিলে ওরা পাকাপোক্ত ভাবেই আড্ডা গাড়বে।

আনিস-আলজালিস্

তোমার হুজুরকে ডাকো—কোথায় তিনি, একটু, হিসেবগুলো দেখি।

আজীম

সবগুলোই লম্বা ঠাসবুনন্—উপর থেকে নীচে কেবলই যোগবিয়োগের অঙ্ক।

আনিস-আলজালিস্

ডাকো তাঁকে।

আজীম

এই যে এইখানে।

(নুরুদ্দীনের প্রবেশ)

নুরুদ্দীন

আরে, এই যে দুনিয়া বোনটি আমার—বালকিস—তুমিও, বা বা—কেমন চমৎকার সাজিয়েছি বলো দিকিন্, দেখতে এসেছো বুঝি—সুন্দর, নয় ?

দুনিয়া

হ্যাঁ, যেন চকচকে ঝকঝকে চিত্রবিচিত্র কবরখানা, স্থাপত্যশিল্পের চরমোৎকর্ষ, মণিমাণিক্যমুক্তার হাট—কিন্তু ভেতরে যিনি বসে, তিনি ত সাক্ষাৎ মৃত্যু—ভাইটি আমার, শুধু মরা হাড় নিয়ে কারবার করছো, মেদমাংসমজ্জা প্রাণ সবই গেছে যে, বিলকুল হাড়—অস্থি।

নুরুদ্দীন

বাইরে এই যে তিলোত্তমা মধুরা প্রিয়তমা দুনিয়াকে দেখছি তারও ভিতরে হাড় আর হাড়, তবে হাড় নয়, সে কথা ছেড়ে বরং মনে করা যাক গোলাপী গাল, মদালসা চোখ, হাসিমাখা ঠোঁট।

দুনিয়া

হাড়ের ভেল্কী ত খুব দেখালে, কিন্তু হাড়কে মাংসচ্যুত করলে কারা—এখন যে ভিতরটা ফাঁপা ফোঁপরা, তুলতুলে।

আনিস-আলজালিস

পাওনাদারগুলো নড়ছে না, নুরুদ্দীন, তাদের টাকাগুলো মিটিয়ে দিতে হয় যে—

নুরুদ্দীন

আরে, আনিস, হলো কী, তুমিও গম্ভীর হয়ে উঠলে ?

আনিস-আলজালিস্

সত্যিই বলছি, যতক্ষণ না ওগুলো মিটিয়ে দিচ্ছো, ততক্ষণ আমার হাসি আসছে না ; আজীম, বিলগুলো নিয়ে এসো।

নুরুদ্দীন

দুনিয়া, তোমারই এই কাজ বুঝি ?

দুনিয়া

আমার নয়, তোমারই, নিজেরই কৃতকর্ম, ভাই !

নুরুদ্দীন

সত্যি? আনিস?

আনিস-আলজালিস্

আমি যা বলবার তা বলেছি।

নুরুদ্দীন

দেখি, বিলগুলো কই? তোমরা তিন মহিলা স'রে পড়ো দিকিন্।

আনিস-আলজালিস্

উঃ, দেখছি ভদ্রলোকের বেজায় রাগ আর দুঃখ—আমারও কেমন ভালো লাগছে না, ওর মুখটা থমথমে দেখলেই কেমন খারাপ লাগে—যাই ওর কাছে যাই, দুটো মিষ্টি কথা বলি।

বালকিস

আঃ, সব মাটি করবে দেখছি—দুনিয়া, ওকে টেনে নিয়ে এসো।

দুনিয়া

চলে আয় পোড়ারমুখী!

(আনিসকে টানতে টানতে দুনিয়ার প্রস্থান, পিছনে বালকিস্)

নুরুদ্দীন

কই, দেখি হিসেবগুলো।

আজীম্

আপনি নিজে দেখবেন?

নুরুদ্দীন্

কতো টাকা, বলো না।

আজীম্

এই দর্জী মার্কের চব্বিশ হাজার—পোষাক আশাক্—চাপকান্ আচকান শাল দোশালা, দামাস্কাসের সিল্ক রেশম—এই সব আর কী।

নুরুদ্দীন্

ফর্দটা মুলতুবী দাও।

আজীম্

দর্জী লাবকান পাবে বিশ হাজার, রুটিওয়ালা দুহাজার, মিষ্টিওয়ালাও তাই, বাগদাদের টুকিটাকি দুর্লভ শিল্পবস্তু যা ঐ সওদাগরটি নিয়ে আসে তার চব্বিশ হাজার, ইস্পাহানের দালালটি পাবে ষোলো হাজার—জহরৎওয়ালা মণিকার—হার, চুড়ি, আংটি, কোমরের গয়না, ঐ যা সব কেনা হয়েছিল বাঁদী আনিস-আলজালিসের দরুণ, নব্বই হাজার—আর ঘর সাজিয়েছে যারা—

নুরুদ্দীন্

থামো, থামো—ব্যাপারটা কী বলো দিকিন্—লম্বা লম্বা ত খুব বলে যাচ্ছো—হাজার ছাড়া আর পেটে কথা নেই বুঝি? আমার মাথায় হাত বুলিয়ে এখন দেখছি দিলদরিয়া খরচা করনেওয়ালা বনে গেছো?

আজীম

হুজুর, আমার গোস্তাকী মাফ্ করু—এই ত বিলেই সব লেখা—পেট মোটেই মোটা নয়—একেবারে খালি শূন্য-লবডঙ্কা।

নুরুদ্দীন্

ছ্যাঃ, হাজার ছাড়া বাকি্য নেই বুঝি?

আজীম

তা আছে বই কী হুজুর, হুসেন বাবুর্চির পাওনা মোটে ত সাতশো বারো আর কিছু খুচরো।

নুরুদ্দীন্

বেটা চশমখোর বদমাইস—সামান্য সাতশোতেই সে এতো করেছে?

আজীম্

আর ফলওয়ালা, হুজুর!

নুরুদ্দীন্

সরে পড়ো, থলিগুলো নিয়ে এসো।

আজীম্

থলি?

নুরুদ্দীন্

ওহে মহামূর্খ, টাকার থলি খোলো—হারকুশ ও অন্য বান্দাদের ডাকো, আমার অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে এসো।

(আজীমের প্রস্থান)

সে আমার উপর ভ্রূকুটি করবে, বিরূপ মেজাজ্ দেখাবে—টাকার জন্য, দেনার জন্য—সামান্য ঐ সোনারূপোর চাকতিগুলো, যেগুলো আমরা মাটির অন্ধকূপ থেকে শাবল দিয়ে বের করে আনি। ভালবাসা এতই ভঙ্গুর, এতই দীন যে প্রেমের স্বপন গণনা হবে টাকাপয়সার হিসাবে—হায়রে!

(আজীম্, হারকুশ ও টাকার থলি নিয়ে দাস ভৃত্যদলের প্রবেশ)

ঐখানে সব স্তূপাকার করে ঢেলে দাও, যাও আজীম্, ঐ সব বুভুক্ষু পাওনাদারদের ডেকে নিয়ে এসো,—ওদের পেটভরে খাওয়াচ্ছি।

(আজীমের প্রস্থান)

হারকুশ, দুটো থলি খোলো, সিল্ ভাঙো।

(পাওনাদারদের নিয়ে আজীমের প্রবেশ)

কে টাকা চাইছে?

পাচক

হুজুর, আমার পাওনা হয়েছে সাতশো দীনার, বারো আর তিনপো' দিরহাম…

নুরুদ্দীন্

বদমাইস, ছুঁচো, নিয়ে যাও তোমার টাকা।

(তার দিকে একটা থলি ছুঁড়ে দিল)

এই তুমি নাও।

জহরৎওয়ালা

এতে আপনার দেনার একশোভাগের এক ভাগও মিটবে না।

নুরুদ্দীন্

দুশো ব্যাগ ওকে দাও।

হারকুশ

কী বললেন হুজুর—থলি, ব্যাগ···

নুরুদ্দীন্

হাসছিস্ কেন দুষ্টু বদমাইস্—এই নে।

(এক ঘা কশাইয়া দিলেন)

হারকুশ

হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই—কার কলকাঠি কোথায় নড়লো, মারো হারকুশকে —হুজুর জাহাঁপনাদের বুড়োই বা কী ছেলেই বা কী—হয় লাঠ্যৌওষধি না হয় চামড়ার বেত, হয় হাতকড়া না হয় লাথি—প্রভুদের বলিহারি যাই—আমার কোষ্ঠীর ফলাফল ঐ একই।

নুরুদ্দীন্

আরে বেটা, মাথার ঠিক আছে নাকি?—নে এই সোনার দীনারটা নে,—আর এই সব টাকার থলিগুলো উজোড় করে ওদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে দে—এই রাস্কেলগুলো, সব গুনে নিয়ে যাও, বেশী যা হবে, গলায় ঠেসে নিয়ে যাও, না পারো ত যেখানে খুশী আস্তাকুঁড়ে ফেলে দাও।

পাওনাদাররা

(ঐ থলিগুলি নেবার জন্য ঝুটোপুটি ঝগড়া করতে করতে)

—ওটা আমার, ওটি আমার—না, না ওটি নয়—যত শালা চোর, বদমাইস্, গুণ্ডা, ডাকাত—অ্যাঁ, কী বললে ডাকাত, চোর?

নুরুদ্দীন্

ওদের ডাণ্ডা পিটে বের করে দাও।

(পাওনাদারদের থলিগুলো টানাটানি করতে করতে প্রস্থান—
পিছনে গোলামের দল)

আজীম্

এটা পাগলামী হুজুর।

(নুরুদ্দীনের ইসারায় আজীমের প্রস্থান)

নুরুদ্দীন্

ছেঁড়া কাপড় পরেও ও যদি থাকে আর তার জন্য আমাকে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করতে হয় তাহলেও আমি ওর পিছন পিছন মহাচীনে অনুসরণ করতেও রাজী—টাকার জন্য আমায় কিনা চোখ রাঙানো।

(আনিসের প্রবেশ)

আনিস্‌-আলজালিস্

নুরুদ্দীন, এ কী করলে তুমি ?

নুরুদ্দীন্

পাওনাদারদের টাকা মিটিয়ে দিতে বলেছিলে তুমি, দিয়েছি।

আনিস-আলজালিস

তুমি আমার উপর চটেছো প্রিয়তম ? কিন্তু আমি ভাবতেই পারছি না যে এতো তুচ্ছ কারণে তুমি রাগ করবে।

নুরুদ্দীন্

আমিও ধারণা করতে পারিনি যে টাকার জন্য, সামান্য টাকার জন্য তুমি ভ্রূকুঞ্চন করবে।

আনিস্‌-আলজালিস্

তুমি বিশ্বাস করো এই কথা ? তুমি এইটুকুই জানলে আমাকে ? আমার জন্য তুমি তোমার সর্বনাশ ডেকে আনবে, আর আমি চুপ করে হাসতে হাসতে দাঁড়িয়ে দেখবো ? তুমি তাহলে তিলে তিলে নষ্ট হও, আমায় পরীক্ষা করে দেখো তোমাব চোখের সামনে।

নুরুদ্দীন্

আনিস্, মাণিক আমার—আমি চটেছি নিজের উপর—আমার ভিতর যে কাপুরুষটা আছে, সেইটিই তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে—তাব নিজের কষ্টের দুঃখের প্রতিহিংসার জন্যে। আমি সব ভুলতে চাই, শুধু স্মরণে থাক তুমি আর তোমার ভালবাসা।

আনিস্‌-আলজালিস্‌

একটা গান শুনবে ?

নুরুদ্দীন্‌

তাই গাও, আনিস।

আনিস্‌-আলজালিস্‌

লেখাপড়া করলো প্রেম, সখের দলিলে
মনের তপ্ত ব্যথার সাথে আর চোখের সলিলে
হিয়া-জাগানিয়া, কালা, সে যে বড়ই চিকন্‌ গো
আজ যদি এলো ঘরে, কাল বলে চলি গো।
তুখের পরশে তারে ধরিবার আগেতেই
বন্ধু যদি বিদায় নেয় কেমনে উদাস রই।
শুধু ঝরে পড়া ঝরঝর নয়নের বারিরাজি
দেবে কী সন্ধান পথের, প্রণয়ের কারসাজি—

না, আর গাইতে পারছি না।

নুরুদ্দীন্‌

কেদোঁনা, আনিস্‌, কেদোঁনা, লক্ষ্মীরানীটি আমার, যে তোমার চোখের জলের কারণ ঘটিয়েছে তার জন্যে তোলা আছে মহতী বিনষ্টি ?

আনিস্‌-আলজালিস্‌

না, না, কিছু না—দু' একপশলা হয়ে গেলেই আবার সূর্যোদয়। দুঃখ দূরে যাক্‌, টাকা গেছে ত কী হয়েছে—যাদের টাকা নেই, ভিক্ষান্নে যাদের উদরপূর্তি হয় তারা কী সুখী হয় না ?

নুরুদ্দীন্‌

নিশ্চয়ই সুখী।

আনিস্‌-আলজালিস্‌

তবে আমরা সেই মহাভিক্ষুকই হবো—প্রেমের দেওয়ানা—দেশে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবো, ছেঁড়া পোষাক পরে—আমি নেবো আমার বাঁশী; আমার

মধুক্ষরা স্বর দিয়েই তোমার মধুমাখানো খাবার কিনে দেবো—আচ্ছা হুজুর, বলুন ত আমার গলা মিষ্টি নয় ?

নুরুদ্দীন্

মিষ্টি—সত্যি, জানি না গেব্রিয়েলের কণ্ঠ এমন সুকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ হয় কিনা যখন তিনি মহামহিমের সামনে তান ধরেন আর সারা স্বর্গলোক তা শোনে।

আনিস্-আলজালিস্

একদিন আমরা বাগদাদে পৌঁছব—মহান্ খলিফার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হবে—মহামান্য হারুণ-অল-রশীদ্, হয়তো দেখবো তিনিও ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে পথে বিপথে বেরিয়েছেন—দেবে তাকে আমাদের রুটির টুকরো—হঠাৎ বন্ধুত্বও হয়ে যাবে—সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হারুণ—তাই না, প্রভু ?

নুরুদ্দীন্

আলবাৎ, আনিস।

আনিস্-আলজালিস্

তাহলে আমরা হলামই বা গরীব ভিক্ষুক—নেচে খল্‌খল্ হেসে গল্‌গল্ সারা দুনিয়ার যত পদাতিক আছে তাদের সঙ্গে মিলে যাবো, ওঃ—না, তোমার ত আবার বাপ মা আছে—এসো, বসো এইখানে—আমি দাঁড়িয়ে একটা গল্প শোনাই।

নুরুদ্দীন্

আমার পাশে বসে বলো।

আনিস্-আলজালিস্

না, না, দাঁড়িয়েই বলবো আমি।

নুরুদ্দীন্

বড্ড একগুঁয়ে তুমি, তোমার গল্প সুরু করো।

আনিস-আলজালিস

আমি ভুলে গেছি—গল্পটা হচ্ছে একজন মানুষের যার এমন একটা রত্ন ছিল যাকে কেনবার ক্ষমতা সারাপৃথিবীতে কারুর ছিল না।

নুরুদ্দীন্

যেমন আমার তুমি।

আনিস-আলজালিস্

চুপ করো বন্ধু, গল্পের রাজপুত্তুর সেই সেরা রত্নটিকে অন্যগুলির সঙ্গে রেখে দিত এবং প্রতিদিন রাস্তায় ফেলে দিতো, বলতো—পৃথিবীর লোকে চেয়ে দেখুক, আমার এই রত্নের তুলনা নেই—সব যাক্ আমার ঐটি থাক্।

নুরুদ্দীন্

যেমন আমি তোমায় রাখছি।

আনিস-আলজালিস

কিন্তু মূর্খ জানতো না যে ঐ অমূল্যরত্নের সঙ্গে সাধারণ মুক্তোর সংযোগ আছে, তাই সেটি যখন ফেলে দিলে তখন ঐ ক্ষীণ যোগসূত্র ধরে রত্নটিও চললো পিছু পিছু। ক্ষ্যাপা সারা পৃথিবী খুঁজে বেড়াতে লাগলো তার পরশ পাথরটির জন্য, পেলো না, পেলো না।

নুরুদ্দীন্

(খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর)

না, আগামী কালই এই শূন্য জীবনের শেষ হবে, খরচা কমাতে হবে, এবং শুধু তোমারই জন্যে বেঁচে থাকবো। অবশ্য আজকের রাত্রের এই খানাপিনা আমোদ আহ্লাদ—এখন আর ছাঁটা যায় না, কথা দিয়েছি—আজীম্!

(আজীমের প্রবেশ)

আর কতো টাকা আছে—বাকী দেনা কতো?

আজীম্

দেনা ত সব মেটানো যাবে না—আজকের এই মাইফেল ব্যাপারটা না করলেও চলতো—এই নবাবী কাণ্ডকারখানা—হাঁ, আমায় মারতে হয় মারো, কিন্তু কথা আমায় বলতেই হবে।

নুরুদ্দীন্

স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি বিক্রী করে দাও, শুধু বাড়ীটা ছাড়া-

পাওনাদারদের দেনা মিটিয়ে দাও—যা বাকী থাকবে, সময় চেয়ে নাও, বলো—পরে দেবো।

আজীম্

তা তারা শুনবে না—তারা শকুনির জাত—ভাগাড়ে মরা জন্তুর গন্ধ পেয়েছে কী ঠোঁট বেঁকিয়ে পাখা ঝাপটিয়ে হাজির।

নুরুদ্দীন্

পচা মাংসই বটে—পরম কারুণিক, তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবকে বিচারবুদ্ধি দিয়েছিলেন কেন, যদি তারা তাদের রক্তের উত্তেজনাকে ধীর স্থির বিবেচনায় রুদ্ধ করতে না পারে? যাও, যা পারো, করো—না হয়, সত্যিকার বন্ধুবান্ধবদের কাছেই হাত পাততে হবে, তারা কি আর আমায় সাহায্য করবে না?

(প্রস্থান)

আজীম্

সত্যিকার বন্ধুবান্ধব—রক্ত শুষে খায় যারা—চোর শিরোমণির দল, দুর্দিনে কত সাহায্যই তারা করবে, তা দেখা যাবে।

আনিস্-আলজালিস্

আর কেউ না দিক্, আজীব আছে।

আজীম্

তাকে বিশ্বাস করবে? সে যে সাক্ষাৎ উজীরসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র···

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পূর্ববৎ)

[আনিস্-আলজালিস্, নুরুদ্দীন্]

আনিস্-আলজালিস্

ওরা সব চলে গেছে?

নুরুদ্দীন্

কাফুর গুটিসুটি মেরে চুপিচুপি পাওনাদারদের গলাবাজি শুনেছে; তারা সব "ভাগলবা", একেবারে পলায়ন। ঘানিমের মার বড়ই অসুখ—শুধু আমার প্রতি এতো মমতা যে না এসে থাকতে পারেনি; আয়ুবের কাকা কাল মক্কা যাচ্ছে; কাফুরের বাড়ীতে কে মরেছে, কবর দেবার হাঙ্গামা আছে; আর জেবের বাবা, ওমরের দাদা, হুসেনের বউ সবারই অত্যন্ত অসুখ—আমার খেয়ালই ছিল না যে বসোরাতে হঠাৎ মহামারী লেগে গেলো নাকি—এক একজনের এক এক রকম অসুখ।

আনিস্-আলজালিস্

এই তাদের বন্ধুত্ব!

নুরুদ্দীন্

অতোটা নির্মম হয়ে বিচার করোনা, হতে পারে তারা একটু উদার লজ্জা পেয়েছে কিম্বা তাদের একটা অনুতাপমিশ্রিত অনুশোচনা এসেছে যে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারলেই বাঁচে—আমি হারকুশকে তাদের কাছে পাঠিয়েছি টাকা ধারের জন্য—দেখাই যাক্ না কি বলে—ওখানে কে?

(আজীবের প্রবেশ)

আজীব, তুমি বন্ধু, তুমিই শুধু এলে—না তুমিই আমার সত্যিকারের অকৃত্রিম সুহৃদ। তুমিই বাধা দিয়েছিলে বারেবারে উচ্ছৃঙ্খলতার মুক্তপথে যেতে—ভাই, আসলে মানুষ খারাপ নয়, তার মধ্যেও দেবদূতের বিভূতি আছে—তারও আছে ঊর্ধ্বগতি, যদিও নিম্নের শয়তান তার পক্ষচ্ছেদ করে টেনে নামিয়ে আনে। আমাদের আত্মা আছে, সত্তা আছে, তাতে দেবচেতনার অমৃতভাণ্ডের ছাপ আছে যা আদম নষ্ট করতে চেয়েছিল কিন্তু পুরোপুরি বিনষ্ট হয়নি।

আজীব

আমিই তোমার সর্বনাশের কর্তা—যদি এখনও তরবারি থাকে, খোলো

নুরুদ্দীন্

কি বললে?

আজীব

উজীরের প্ররোচনায় এবং পিতৃব্যমহাশয় আমাকে আরো উঁচুতে তুলবেন এই আশায় ঐ ছোঁড়াগুলোকে আমিই তোমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিলাম। নাও, আমায় মারো, কাটো।

নুরুদ্দীন

(খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর)

যাও, তোমার পূজ্যপাদ উজীর সাহেবকে গিয়ে বলো যে কাজটা সুসম্পন্ন হয়েছে।

আজীব

তোমার কি সবই গেছে ভাই ?

নুরুদ্দীন্

তুমি মনে সন্দেহ রেখো না যে কাজটায় কিছু ঘাটতি ঘটেছে; না, না খুড়োমশায়কে আশ্বস্ত করতে পারো—তুমি কি এইজন্যেই এসেছিলে ?

আজীব

আমার যা কিছু আছে তা দিয়ে—

নুরুদ্দীন্

আর না, যদি জীবন নিয়ে ফিরে যেতে চাও—যাও।

আজীব

শাস্তির চরম দিলে এই।

(প্রস্থান)

নুরুদ্দীন্

ক্লীবটা এখনও ঘুরছে।

(হারকুশের প্রবেশ)

কী হলো কিছু ?

হারকুশ

আয়ুবের ওখানে প্রথম গেলাম—তার হঠাৎ অনেক ক্ষয়ক্ষতি লোকসান্ হয়েছে—না, সে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না বলে বড়োই দুঃখ জানালো।

নুরুদ্দীন্

ঘানিম?

হারকুশ

তাঁর সম্প্রতি পদস্খলন হয়ে পপাত ধরণীতলে—উরুভঙ্গ—তিনি পড়ে আছেন—পক্ষাধিক কাল বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ।

নুরুদ্দীন্

কাফুরের খবর কী?

হারকুশ

সে তো সহরের বাহিরে—অর্থাৎ উপর তলায়।

নুরুদ্দীন্

জেব?

হারকুশ

একেবারে অশ্রুভারনত হয়ে পড়লো—সে কী কান্না—টাকার কথা বললেই ফুঁপিয়ে ওঠে—হয়তো সন্তরণ বিদ্যায় পারদর্শী হলে তার অর্থভাণ্ডারের দ্বারদেশে পৌঁছতে পারতাম—কিন্তু সে রসে বঞ্চিত যে আমি।

নুরুদ্দীন্

ওমর?

হারকুশ

তোমায় টাকাকড়ি দেবার আগে সে তার খাতাপত্র সব পুড়িয়ে ফেলবে।

নুরুদ্দীন্

সবাই তাহলে না বললে?

হারকুশ

হ্যাঁ, কেউ সজল চোখে, কেউ সোজাসুজি ভনিতা না করে। টাকার বেলায় সকলেরই এক রব।

নুরুদ্দীন্

আচ্ছা, যাও

(হারকুশের প্রস্থান)

এর পরে কি করা যায়? এথেন্সের সেই মানুষটির মত আমি কি সব মানুষকেই ঘৃণা করবো? না নিজেকে? আমার নিজের পাপের পশরা যদি না ভারী হতো তাহলে আমি ত জানতেই পারতাম না ওদের দোষগুণের কথা—নিজের দোষগুণের জন্য আমি নিজেই দায়ী, সত্যি বটে ওরা আমার পিছু নিয়েছিল অস্বাভাবিক কুকুরের মত—ওদের ঐ অসৎ প্রকৃতির পিছনেও আছে সেই সর্বশক্তিমানের খেলা—যা কিছু সবই যে তাঁর মঙ্গল বিধান।

আনিস্-আলজালিস্

তোমার সব যাক্, আমি আছি।

নুরুদ্দীন্

তাহলে ত অনেক আছে।

আনিস-আলজালিস

না, সবই আছে।

নুরুদ্দীন্

সত্যিই তাই এবং শীঘ্রই সে কথার বোঝাপড়া হবে।

আনিস-আলজালিস

আমার জড়োয়ার গহনাগুলো আর কাপড়পোষাকে আদ্ধেক দেনা শোধ হবে না?

নুরুদ্দীন

আমার দেওয়া জিনিষ আমি ফেরত নেবো?

আনিস-আলজালিস

যদি সেগুলি আমারই হয়, তবে আমি যদি বিক্রী করি, কার কী বলবার আছে।

নুরুদ্দীন

হ্যাঁ, তাই করো—আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কাফুর ঐ পুষ্পাধারটি চেয়েছিলো, সে নিক্ ওটা—আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম; চলো আনিস্ মুরাদের কাছে যাই—সে সাহায্য করতে পারে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

আজীবের একটি কক্ষ

বালকিস, মীমুনা

বালকিস

আমার তলব হয়েছিল নাকি? মীমুনা, আমি অসুস্থ।

মীমুনা

অসুখ—তা হবে—আমারত মনে হচ্চে তোমাদের দুজনেরই রাজযক্ষা হয়েছে—তা না হলে গালদুটো এমন লাল হয়ে ওঠে, ভাল লক্ষণ নয়।

বালকিস্

ওকে বলবে যে আমি অসুস্থ, অত্যন্ত অসুস্থ, আমি মরছি—এমনভাবে বলবে যেন করুণা-সমুদ্র উথলে ওঠে।

মীমুনা

না বাপু, গণ্ডদেশে বরং গৈরিক প্রলেপ লাগাও—জাফরানের মত কাঁচা হলুদ রং দেখে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ মনে করে ও গলতে সুরু করবে।

বালকিস্

না, দেখছি, ভগ্নহৃদয়ই হবে।

মীমুনা

সাধু, সাধু, শীঘ্রই হোক—যত তাড়াতাড়ি ভাঙবে ততো তাড়াতাড়ি জোড়াতালিও দেওয়া যাবে।

বালকিস্

(চোখের জলে)

মীমুনা, এতো নিষ্ঠুরা কবে থেকে হলি ?

মীমুনা

হায়রে আমার বোকারানী, নিজের শক্তিটাকে এতোটা টান্ দেওয়া চলে না রে—ভেঙে যায়, যত শক্তই পাথর হোক্ না কেন, ঠিক ছন্দে ঘা পড়লেই গুঁড়িয়ে যায় তাই না, প্রকৃতির নিয়মই এই—একটা জায়গা থাকে যেখানে আঘাত পড়লেই সব চুরমার—তাই ততদূর এগুতে নেই—তার নীচের বিন্দুতেই খেলা দেখাও—ওরে, সুর আর স্বরগ্রাম খুব চড়া হলে চলে না, তালমাত্রা কেটে যায়। ঐ যে বিরহকাতর আসছেন

বালকিস্

আমি যাই।

মীমুনা

(তাকে ধরে রেখে)

না, কিছুতেই না।

(আজীবের প্রবেশ)

আজীব

আমি ভেবেছিলাম মীমুনা যে তুমি একাই আছো। যেখানে আমাকে কেউ চায় না, সেখানে আমি নিজেকে টেনে নিয়ে আসবো, আমি অতোটা সস্তা নই।

বালকিস্

আমি যাচ্ছি, মীমুনা, ভেবেছিলাম নাপতিনীটা বুঝি এসেছে এখানে, তাই বসেছিলাম।

আজীব

জানো, মীমুনা, কতকগুলি হৃদয় এমনিই পাষাণী যে ভালোবাসার মর্যাদা দিতেই জানে না। প্রেম ভালবাসা এসব তাদের অহংকারের পাদপীঠ, নিরর্থক অত্যাচারের কশাঘাতগুলো জমিয়ে রাখার আস্তানা।

বালকিস্

মীমুনা, বোনটি আমার, শুনেছিস্ অনেক শক্তিহীন পুরুষ আছে যারা প্রেম করতেই জানেনা, একটা গর্দভের ভারের বেশীও বহন করতে পারে না; আবার নিজেদের প্রতি আছে গভীর আত্মমোহ, তাই খুব শান্তসংযত হয়ে, ভালবেসে ত্রুটি দেখালেও তাঁরা চটে যান্, তাঁদের প্রেমের মধুর সুধার বদলে তিক্তকটুত্বই বেরিয়ে পড়ে।

কারুর কারুর প্রেমের ধরণধারণই আলাদা, মীমুনা।

বালকিস্

কেউ কেউ মনে করে শাসন মানেই শোষণ।

মীমুনা

তোমরা দুজনেই দেখছি নেহাৎ ছেলেমানুষ। না, আর নয়, কই, দেখি দুজনের হাত।

আজীব

আমার হাত, কেন কী হবে।

মীমুনা

সরিয়ে নিয়ে এসো—দুটি করপল্লবকে আমি একত্র করে দেবো, ওরা চায় এক হতে, কিন্তু ওদের মালিক মশায়েরা বুঝেও বোঝেন না—বুদ্ধিহীনবুদ্ধিহীনা নবীননবীনা।

বালকিস্

মীমুনার গায়ে কী জোর, টানছে দেখ, না হলে আমি স্পর্শও করতুম না।

আজীব

সত্যিই, মীমুনা হিতৈষিণী, তার মনে কষ্ট দেওয়া যায় না; কী করি, পাণিগ্রহণ করতেই হচ্ছে।

মীমুনা

ও, তাই নাকি, বোকা ঘাড়দুটো বেঁকে থাকে কেন! আর ঐ আজানুলম্বিত বাহুদুটি ওই সুতনুকার কটিতট স্পর্শ করুক না।

আজীব

আচ্ছা, তোমার কথাই রাখছি, তুমি আমার বক্ষের মণি।

মীমুনা

এইখানে আর একজনের

বালকিস্

আরে আমার হাই উঠছিল, তাই মুখটা তুলতে হলো।

মীমুনা

নাঃ, একটা বেত নিয়ে আসতে হলো দেখছি। ফিরে এসে দেখি যেন দুটিতে বেশ মানিয়ে গুছিয়ে নিয়েছো—বন্ধুর মত—আর তা যদি না হয় তাহলে গায়ের হাড় আর মাসগুলো আলাদা হয়ে তোমাদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাবে।
(প্রস্থান)

আজীব

আচ্ছা, আমার এতো বড় ভালবাসার প্রতি এমন বিমুখ কেন?

বালকিস্

আর মশাই বা এতো নির্দয় নিষ্ঠুর কেন?

আজীব

হায় হায়, তোমার নধর অধরে মধুর চুম্বন দিলাম, ঐ লাল টকটকে তাজা দুটি ওষ্ঠ, কেমন নরম, আর তুমি মানুষটা যেন শক্ত পাষাণ।

বালকিস্

আমিও তো তোমায় প্রতিচুম্বন দিয়ে ঋণ পরিশোধ করেছি।

আজীব

কথা দাও, আর একটু মায়ামমতা দেখাবে, নিষ্ঠুরা হবে না।

বালকিস্

তুমিও প্রতিশ্রুতি দাও যে আমার কথা শুনবে, ঘৃণ্য পিতব্য মহাশয়ের অনুগত ভৃত্য হবে না।

আজীব

চুলোয় যান তিনি আর তাঁর কাজ। হাস্যমুখী, তুমি যদি সদয় হও একটিবার, তোমার হাসিমুখ দেখি।

বালকিস্

আমি হাসবো, অশ্বিনীর মতো হাসবো—না, এই নাও আমায় জড়িয়ে ধরো। আমি তোমার দাসী।

আজীব

আমার হৃদয়রানী।

বালকিস্

দুইই, দুইই।

আজীব

তুমি এতো দেরী করলে কেন ?

বালকিস্

তোমার মনে আছে যে বন্দীহাটে তোমায় আমি প্রাণমন সব দিয়েছিলাম, তুমিই বরং একটু ইতস্ততঃ করেছিলে।

আজীব

আরে কি দুর্বিনীতা দুর্ভাষিণী !

বালকিস্

তাহলে এখন আমার রাগ করবার কিছু কারণ নেই বুঝি ?

আজীব

হাঁা সত্যই অনেক কারণ আছে। আমি যেন নিজেকে বড় ছোট মনে করছি যতক্ষণ না ঐ পিতৃব্যস্পর্শটি আমার ঘাড় থেকে নামছে।

(মীমুনার প্রবেশ)

মীমুনা

বা, বেশ! কিন্তু এখনই যে নুরুদ্দীনের কাছে যেতে হবে সেটা মনে নেই—দেনায় হাবুডুবু খাচ্ছেন তিনি, হয়তো বা আনিসকেই বিক্রী করে দেন।

বালকিস্

কখনই না।

মীমুনা

উপায় নেই, করতেই হবে।

আজীব

আমি তাকে আনিসের দামের তিনগুণ ধার দেবো।

মীমুনা

না, না, তুমি তাকে ওসব প্রস্তাব করতে যেয়ো না—এই সেদিন তাকে যা আঘাত দিয়েছো।

বালকিস্

তাহলে এক কাজ করা যাক—আজীবের টাকার জামিন হিসেবে গচ্ছিত রাখা হোক আনিসকে আমার কাছে।

মীমুনা

নুরুদ্দীন কোন অনুগ্রহপ্রার্থী নয়—আনিসকে সোজা বাজারেই বিক্রী করে দিক, আয়ুব ওকে সর্বোচ্চদামে কিনে নিক, যতদিন না নুরুদ্দীন ওকে দাম দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে ততদিন ও আমাদেরই কাছে থাকবে, অপেক্ষা করে থাকবে।

বালকিস্

চলো, চলো, এখনি যাওয়া যাক।

মীমুনা

আমি চিঠি লিখতে যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

আজীব

এই রকমই থাকবে চিরকাল।

বালকিস্

যদি তুমি এইরকম ভালো হও, নিশ্চয়ই, তা না হলে ঐ যে গ্রীকসুন্দরীর নামে দারুণ ঝগড়াটে বলে, তার মত অনবনমিতাকেই পাবে।

না, একদিকে এমন স্বর্গ, আর একদিকে ঐ নরকের আভাস, আমার স্বর্গই ভাল—আমি দেবদূত হব।

বালকিস্

কোন রংএর ?

আজীব

তোমার পাশে বর্ণ টা কৃষ্ণই মনে হবে, কিন্তু আমি যা ছিলাম, তার তুলনায় একেবারে নিষ্পাপ দেবকিশোর।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

[ইবনসয়ীর গৃহ—আনিস্ একাকিনী]

আনিস্-আলজালিস্

মুরাদ যদি সাহায্য না করে, তাহলে কী হবে? আর কি আছে পণ্য ওর—আমি ছাড়া—ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আমার ভালোবাসা কী এতই ভঙ্গুর, প্রেমের বিস্ফোরণ কি শুধু রাগে আর অনুরাগে, প্রিয়তমের সঙ্গে আনন্দের, সুখ-আস্বাদনের ভাগ নেওয়া-দেওয়া—কেন তার জন্য কী নরকেও যেতে পারি না? তা যদি না পারি, তবে মৃত্যুর পর তার সঙ্গে মিলবো কেমন করে, যদি তার স্থান স্বর্গে না হয়? জীবনের পথ এতো সরু, তার বিচার এতো ক্ষুরধার যে গড়িয়ে পড়াটা সহজ—ভগবান করুন এ সমস্যা যেন না আসে।

(নুরুদ্দীনের প্রবেশ)

মুরাদ্ কী "না" বলেছে, কে জানে?

নুরুদ্দীন্

মুরাদ্ পারবে না বলেছে—আর পারছি না, সহ্য করতে পারছি না—দেনার দায় ত নয়, যেন একটা বিরাট ভার।

আনিস্-আলজালিস্

ঐ যে পোষাক আর মণিমুক্তোগুলো আমাকে রাখতে দিয়েছো—

নুরুদ্দীন্

না, না, ওগুলো তোমার, তুমি রাখো।

আনিস্-আলজালিস্

আমি তোমার কেনা দাসী—বাঁদীদের শুধু দেহ কেন, তার যা কিছু আবরণ আচ্ছাদন সবই ত তার প্রভুর—তোমারই ত সব।

মুরুদ্দীন্

বলছো কি সুন্দরী, তুমি কি বলতে চাও, তোমার সব কিছু আমি খুলে নেবো?

আনিস্-আলজালিস্

তাতে কী যায় আসে—দশমুদ্রায় কেনা চটের থলেও যথেষ্ট, যদি তুমি আমায় তখনো ভালোবাসো।

মুরুদ্দীন্

তবু যে আমার আদ্ধেক দেনাও মিটবে না।

আনিস্-আলজালিস

একটা কথা বলবো, প্রভু, তুমি ত আমায় দশহাজারে কিনেছিলে।

মুরুদ্দীন্

চুপ করো।

আনিস্-আলজালিস্

আমার দাম কী তখন থেকে কমেছে?

মুরুদ্দীন্

একটি কথাও আর না, তুমি যদি ফের ঐ কথা বলো, তোমায় আমি শত ধিক্কার দেবো, ঘৃণা করবো।

আনিস্-আলজালিস্

দাও, তাই দাও, সেও ভালো—তাতে আমার মন অন্ততঃ ভেঙে চুরমার হবার কিছুটা সাহায্য হবে।

মুরুদ্দীন্

তোমার হৃদয় এসব কথা ভাবতেও পারে?

আনিস্‌-আলজালিস্‌

আমার মন যদি এর চেয়ে ছোট তারে বাঁধা হতো, আমি যদি এর চেয়ে কম ভালোবাসতাম, তাহলে কথাটা তুলতাম না।

নুরুদ্দীন্‌

আমি বাবামশায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে কোনদিন তোমায় বিক্রী করবো না।

আনিস্‌-আলজালিস্‌

কিন্তু একটি সর্ত ছিল—

নুরুদ্দীন্‌

তোমার সম্মতি যদি থাকে—

আনিস্‌-আলজালিস্‌

আমিই তো তোমাকে বলছি।

নুরুদ্দীন্‌

সত্যি কথা বলো, তুমি কী এই চাও, ভগবানের দোহাই, তোমার মনের কথা সত্যি বলো। তিনি সব দেখছেন—উঃ, তুমি চুপ করে আছো।

আনিস্‌-আলজালিস্‌

আমি কি কখনও এটা চাইতে পারি? আজীব এখানে আছে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করো, তার সমস্ত দোষ ক্ষমা করো।

নুরুদ্দীন্‌

আনিস্‌—আমার নিজের দোষ এতো ভারী যে পরের কম দোষগুলো দেখলে মনে হয় যে আমার বুঝি স্বর্গীয় ক্ষমা পাবারও আশা নেই।

আনিস্‌-আলজালিস্‌

আমি তাহলে ওকে ডেকে নিয়ে আসছি।

(প্রস্থান)

এই দেনাগুলো মিটিয়ে দিয়েই আনিস্‌কে নিয়ে সোজা পাড়ি দেবো বাগদাদে। সেই পরমাশ্চর্য সহর বাগদাদ—সেখানে সবকিছুর স্থান আছে, মূল্য আছে—হৃদয়ের, মস্তিষ্কের, হাতের। এই ছোট্ট কেন্দ্রে আর নয়—ইসলামের সুদৃঢ় মধ্যমণি যে বাগদাদ—যে মহাসাগরে সব নদীই আপনাকে হারায়।

(আনিসের পুনঃপ্রবেশ, সঙ্গে আজীব, বালকিস্‌, মীমুনা)

আজীব

আমাকে ক্ষমা করেছো, বন্ধু ?

নুরুদ্দীন্‌

আজীব, দোস্ত, পুরোনো কথা আর তুলোনা, বেমালুম ভুলে যাও, মনে করো সে সব ব্যাপার ঘটেইনি।

আজীব

তুমি সত্যই ইবন্‌সয়ীর যোগ্য পুত্র বটে।

নুরুদ্দীন্‌

আজীব, পরামর্শ দাও দিকিন্‌ ভাই—আমার কিছুই নেই, শুধু দেনার বোঝা বাড়ীটা আছে, কিন্তু সেটাত আর বিক্রী করা যায় না। আমার পিতাঠাকুর এসে দেখবেন যে বসোরাতে তাঁর মাথা গোঁজবারও স্থান নেই, এতো আর হয়না।

মীমুনা

আর কিছু নেই ?

আনিস্‌-আলজালিস্‌

সম্পত্তির মধ্যে শুধু আমি আছি, উনি তা বিক্রয় করবেন না।

মীমুনা

করতেই হবে, উপায় কি ?

নুরুদ্দীন্‌

না, মীমুনা, তা হয়না।

মীমুনা

ভয় নেই, শুধু নামেই ক্রয়বিক্রয়। বালকিস্ আনিস্‌কে তোমার কাছ থেকে ধারে নেবে, অবশ্য দাম গচ্ছিত রেখে। আমার কাছেই সে থাকবে, আর বালকিসের সেবা করবে; কোন কিছু ঝড়ঝঞ্ঝা ওকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু তুমি যদি প্রশ্ন করো, তাহলে আবার বাজার আর নীলাম কেন? ওটা হ'চ্চে দলিল দস্তাবেজ সাক্ষীসাবুদ ঠিক রাখা পুজনীয় পিতৃব্য মহাশয়ের জন্য, অর্থাৎ বেচাকেনার একটা খোলাখুলি প্রমাণ।

আনিস্-আলজালিস্

বাঁচালি ভাই, এতক্ষণে আলো দেখছি, মীমুনা লক্ষীটি!

নুরুদ্দীন্

হতে পারেনা, আমার শপথবাণী।

আনিস্-আলজালিস্

কিন্তু আমি চাইছি, আমি চাইছি।

নুরুদ্দীন্

কী, আমার নিজের বুঝি কোন স্বতন্ত্র মর্যাদাবোধ নেই? আমি ওকে বিক্রী করবো বাঁদীর বাঁদী হতে? ধিক্, লজ্জা করে না। না বালকিস্, তা হয় না।

মীমুনা

বা, বা, চমৎকার!

আনিস্-আলজালিস্

কিছুদিনের জন্য না হয় ভগিনীসেবাই করলাম। সত্যিই ত ও আমার বোন—মনে-জ্ঞানে ত নিশ্চয়ই।

বালকিস্

শুধু নামে।

মীমুনা

সে নিরাপদই থাকবে; ততদিন তুমি তোমার হৃত ঐশ্বর্য উদ্ধারে লেগে যাও।

নুরুদ্দীন্

আমি পছন্দ করছিনা।

মীমুনা

আমরাও কেউ না, কিন্তু আরো বড় সর্বনাশকে ঠেকানোর একটা আশ্রয় চাই তো?

নুরুদ্দীন্

না, মীমুনা, না, পবিত্র শপথের সঙ্গে জোড়াতালি চলে না। তাতে সুখশান্তি উন্নতি হয়না। সোজাসুজি কাজই ভাল।

মীমুনা

তুমি না হয় অতো চুলচেরা বিচার নাই করলে?

নুরুদ্দীন্

বেশ, তোমরা বলছো, তাই হোক্।

মীমুনা

দালালকে এখনি ডেকে পাঠাও, চুপিচুপি বিক্রীটা সারতে হবে। খুড়োমশাই যেন জানতে না পারেন।

আজীব

তাহলে আর হাঙ্গামার সীমা থাকবেনা।

নুরুদ্দীন্

আমার ভয় হচ্ছে, সুবিধে হবেনা।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

দাসদাসী বিক্রয়ের বাজার

[মুয়াজ্জীম্, সঙ্গে বিক্রয়ের জন্য আনিস্-আলজালিস্, আজীব, আজীজ্, আবদুল্লা, সওদাগরগণ]

মুয়াজ্জীম্

কই, কে দর দেবে ?

আজীজ্

চার হাজার।

মুয়াজ্জীম্

যখন প্রথম এসেছিল, তখন আলিসের দাম উঠেছিল দশহাজার, আর এখন কিনা—দর তুলুন মশাই অন্ততঃ তার পূর্ব মূল্যের কাছাকাছি।

আজীজ্

তখন সে ছিল নূতন আনকোরা, একেবারে ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে—দালাল মশাই, জিনিষ ব্যবহার করলে আর সময় গেলে, দাম যে কমে সে জ্ঞান কি নেই আপনার ?

মুয়াজ্জীম্

কিন্তু জানেন কি, এসব সওদা অন্য জাতের—কথায় বলে চুম্বিত মুখপদ্মে মধু লেগেই থাকে। এ হচ্চে সাক্ষাৎপরী এবং ওর ঐ অপার্থিব ওষ্ঠ দুটি সুধায় ভরা।

আজীব

আরো পাঁচশো বাড়াতে পারি।

(দাসদলসহ আলমুয়েনের প্রবেশ)

আলমুয়েন্

তাহলে কথাটা সত্যি ? শেষ পর্যন্ত ভাগ্যচক্রও পুরোদমে ঘুরে ফিরে আসে সেই পুরোণো স্থানেই। বা, বা, এখন আমারই দিন। ফরীদই নিক্ মেয়েটাকে। না ওকে ভাল ভাবেই রাখা যাবে যাতে ওর প্রণয়ীর মন শুধু উত্তপ্তই নয়, উত্ত্যক্তও করতে পারে মৃত্যুদিন পর্যন্ত।

(উচ্চস্বরে)

কই দালাল সাহেব, কে বিক্রী করছে একে, দর কত ?

আজীব

সব গেল।

মুয়াজ্জীম্

মুরুদ্দীন্-বিন্-আফজ্জল্-বিন্-সয়ী এঁকে বিক্রয় করছেন এবং আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র সাড়ে চার হাজার দর দিয়েছেন।

আলমুয়েন্

আমার ভাইপো আমারই তরফে দর দিয়েছেন—আর কেউ ক্রেতা আছেন?

আজীব

কাকাবাবু।

আলমুয়েন্

আজীব, তুমি, অন্ত সব বাঁদীদের কাছে যাও, ঘুরে ফিরে দেখো, খোঁজখবর নাও—শেষ পর্যন্ত থেকে যেয়ো (আজীবের প্রস্থান)। তা আর কে দর দিচ্চে আমার বিরুদ্ধে, তাহলে আমারই দর রইল। কই, চলে এসো।

আনিস্-আলজালিস্

আমি আপনার কাছে বিক্রীত হবো না।

আলমুয়েন্

কী, আস্পর্ধা ত কম নয়, মিটমিটে ডাইনী, অসচ্চরিত্রা মেয়েটার কথা দেখো? চাবুকের ভয় নেই বুঝি?

আনিস্-আলজালিস্

উজীর সাহেব, কী ভয় দেখাচ্ছেন, ইসলামের আইন আছে, আমার প্রভু আমার বিক্রয় সমর্থন করবেন না।

আলমুয়েন্

তোমার এবারকার প্রভু রসুইখানার একজন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জীব হবেন, যে তোমাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করবে।

আনিস্-আলজালিস্

আমার কাছে যদি একটা চাবুক থাকতো, তাহলে আপনাকে ঐ সব কথা দুবার মুখে আনতে হতো না।

মুয়াজ্জীম্

হুজুর, উজীরসাহেব, আইন কিন্তু বলে যে মালিকের অনুমোদন না হলে বিক্রয় চূড়ান্ত হবে না।

আলমুয়েন্

ওটা একটা কথার কথা। বেশ তাই করো, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙচে, যতক্ষণ না ঐ মুখরা দুর্বিনীতাক নিজের মুঠোয় পাচ্ছি।

মুয়াজ্জীম্

এই যে তিনি আসছেন।

(মুরুদ্দীন্ ও আজীবের প্রবেশ)

জনৈক সওদাগর

আমরা কি চলে যাবো, কি হে ?

আবদুল্লা

সরে দাড়াও ইনি হচ্চেন মহামান্য ইবনসয়ীর পুত্র, ওঁকে রক্ষা করতেই হবে, আমাদের বিপদ জেনেও।

মুয়াজ্জীম্

দাম খুব কমই উঠেছে মশাই আর তাও আপনি পাবেন কি না সন্দেহ। আপনাকে ওঁর বাড়ী হাঁটাহাঁটি করে পা দুটোকে ক্ষতবিক্ষত করতে হবে, তাছাড়া ওঁর গুণ্ডার দল ত আছেই, বেশী চেঁচামেচি করলেই ওরা আপনাকে আর আপনার দলিলকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে, সেটাই হবে আপনার দেনার উশুল।

মুরুদ্দীন্

যাকগে, ওই নেকড়ের বাচ্ছা ফরীদ, না, না বিক্রী হবে না।

মুয়াজ্জীম্

শুনুন মশাই, একটা পরামর্শ দিই—মেয়েটার চুল ধরে ঘা কতক কসিয়ে দুচারটে মনের মত গালিগালাজ করে বলুন যে ওকে বাজারে এনেছিলেন

রাগের মাথায়, একটা শপথ করে ফেলেছিলেন তাই—তাহলেই আর আইনমত বিক্রীর কথা ওঠে না।

নুরুদ্দীন্

হ্যাঁ, আমি মিথ্যেই বলবো। সাজিয়ে গুছিয়ে বলা মিথ্যে, কে না জানে একবার বললে ওই পাজি বদমাইস গুণ্ডাবংশের প্রবেশের রাজপথ করে দেয়। রক্তবীজের ঝাড় তখন কেবল বংশবৃদ্ধিই জানে।

মুয়াজ্জীম্

উজীর সাহেব এই বাঁদীকে চান। ওর দর দিয়েছেন সাড়ে চার হাজার।

নুরুদ্দীন্

কিছুই নয়, সবই মায়া। ঘরে চলো প্রেয়সী, আমার শপথ রক্ষা হয়ে গেছে। বলেছিলাম না যে তোমায় খোলাবাজারে নিয়ে গিয়ে আর একবার যাচাই করিয়ে দরদস্তুর করিয়ে তোমার বর্তমান কদরটা বুঝিয়ে দেবো। মূল্যবতীর মূল্য কমছে দিন দিন, এটা মগজে ঢুকেছে—না মুখরার আরো শাস্তির দরকার—তোমায় বিক্রী করবার কোনই প্রয়োজন নেই, বাড়ী চলো। মরদের বাত, শপথ রক্ষা সমাপ্ত।

আলমুয়েন

বুঝেছি, আইনকে ফাঁকি দিয়ে চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা। বেটা বদমাইস, লোচ্চা তোর আছে কী যে বিক্রী করবি? নিজের ক্লেদাক্ত ইন্দ্রিয় আর ঐ মাতাল দেহটা ছাড়া—যদি কেউ দয়া করে কয়েক মুদ্রা খরচ করে তোকে বেশ বলিষ্ঠভাবেই লাঠ্যৌষধি দেয় তবেই—যেমন মুখমিষ্টি শয়তান বাপ, তেমনি কুলাঙ্গার ছেলে।

(তরোয়াল খুলে)

আবদুল্লা

উজীর সাহেব, করেন কী, থামুন।

আজীজ

নুরুদ্দীন্ ভাই, একটু ধৈর্য ধরো

আলমুয়েন

আমি ওকে খুন করবো। চলে আয় বেবুশ্যে পাপীয়সী। আমার রসুইশালাতেই তোর স্থান।

আনিস্-আলজানিস্

প্রভু, এই সব সওদাগরদের সামনে উনি আমায় অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছেন।

আলমুয়েন

কী আমার সতীসাধ্বী, গালাগালি—খারাপ কথা ব্যবহার—তুই আর ব্যবহারের যোগ্য আছিস নাকি? এখন দুর্ব্যবহার আর কুব্যবহারই তোর গতি—সাধারণ সকলের ভোগের জন্য।

নুরুদ্দীন্

আপনারা সরে দাঁড়ান সবাই—প্রাণের মায়া যদি থাকে কেউ এদিকে আসবেন না। এই বন্ধাপচা দুর্মুখ নৃশংস অত্যাচারী লোকটাকে কিরকম শায়েস্তা করতে হয় দেখাই। চলে আয়, কোন পবিত্র পিতৃপুরুষ এই কুলধ্বজকে জন্মদান করে কুলকে কৃতার্থ করেছিলেন কে জানে!

আলমুয়েন

বাঁচাও, বাঁচাও, ওকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলো।

(দাসদল দৌড়ে আসছে)

আবদুল্লা

তোমরা দেখছো কী—একজন উজীর আর একজন উজীরপুত্র—আমাদের মত সাধারণ মানুষদের ওর ভিতর যাওয়াই উচিত নয়—গুঁতোর চোটেই ধন্যবাদ জানাবে।

আলমুয়েন

কী, কী, আমাকে মারবি?

নুরুদ্দীন্

যদি বাঁচবার ইচ্ছা এতটুকু থাকে তবে যার মুখে থুতু ছিটিয়েছিস, ঐ শুভ্র

তারকার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নাও—আমার ইচ্ছে হচ্চে তোমায় দিয়ে ওর পা চাটিয়ে নিই ; তবে ভয় যে ঐ চরণযুগলের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে তোমার পাপ ওষ্ঠস্পর্শে।

আলমুয়েন

ক্ষমা, ক্ষমা।

নুরুদ্দীন্

(তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে)

বেঁচে থেকে ঐ নরকেই পচো।

(আনিসের প্রস্থান)

আবদুল্লা

এই চাকররা, যা তোদের প্রভুকে তুলে নিয়ে চলে যা।

(দাসদল ও আলমুয়েনের প্রস্থান)

বেশ হয়েছে, তোবা, ঠিক শাস্তি।

আজীজ

কিন্তু এর ফল ?

আবদুল্লা

বিষময়, নুরুদ্দীনের ভাল হবেনা। চলো, ওকে গিয়ে বলি। ওর সাহস আছে আবার আত্মাভিমানও, হয়তো ব্যাপারটা আরো পাকিয়ে তুলবে। ফলে শুধু মৃত্যুর অপেক্ষাতেই থাকা। তাকে সোজা ডেকে আনা।

আজীজ

ভাবছি, এর মুষলটা আমাদের উপরও না পড়ে।

(সওদাগরদের প্রস্থান)

নুরুদ্দীন্

নাঃ, কপাল মন্দ।

আজীব

এখানেই শেষ নয়, আমি যাই, একটা জাহাজ ঠিক করি, জিনিষপত্র গুছিয়ে

দিই, পাল তুলে তরতর করে ওরা যাতে পালিয়ে যেতে পারে। বসোরায় আর থাকা নয়।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বসোরার রাজপ্রাসাদ—আলজায়ানী, সালার

আলজায়ানী

এই তো লেখা রয়েছে এইখানে। আমাদের মহামান্য খালিফের সঙ্গে দুর্ধর্ষ রোমানদের শত্রুতার খবর। গরম কথা কাটাকাটি ত বটেই, দু'পক্ষই উদ্ধত হয়ে উঠছে, পরস্পরকে প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করছে, ফলে ইউরোপ আর এশিয়ায় বোধহয় আবার রণানল জ্বলে উঠলো। হারুণ নিজে আসছেন দক্ষিণের সৈন্যবাহিনী পর্যবেক্ষণে।

সালার

আফজল তাহলে ফিরে আসছে আমাদের কাছে, যদি না ওরা ওদের বর্বরোচিত অসভ্য ব্যবস্থায় তাঁকে কারারুদ্ধ করে।

আলজায়ানী

আশ্চর্য, মিশরের সঙ্গে আমি যে গুপ্ত মিতালীর প্রশ্ন তুলেছিলাম, তার কোন খবরই তিনি দিচ্চেন না।

সালার

তাঁর পক্ষে এ বিষয়ে কিছু লেখাই বিপজ্জনক, এ বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করাই যুক্তিসঙ্গত ছিল না।

আলজায়ানী

যেখানে সামনে বড় বিপদের ঝড় আসছে, সেখানে ছোটখাটো ঝুঁকি নেওয়া অসঙ্গত নয়। মহামান্য খালিফ-অল-রশীদ সামান্য সামান্য কারণে আমাদের উপর অসন্তুষ্ট, অবশ্য এখনো মুখে কিছু বলেননি বটে, কিন্তু বোঝা যায় এবং যে কোনদিন তা মূর্ত হতে পারে; বাগদাদে এবিষয়ে ফিস্‌ফাস করে কানাকানিও হচ্চে। মিশরের উজীর আলকাশির সাহেবেরও সেই দশা।

সেইজন্য দুজনে যদি একই বিপদে একটু সলাপরামর্শ করি, তাতে দুজনেরই লাভ —ক্ষতি কি ? বরং যৌথ নিরাপত্তার সূত্র গড়ে তোলা যেতে পারে।

সালার

হারুণ-অল-রশীদ আপনাদের দু'জনকেই দুই আঙুলে টিপে ভেঙে ফেলতে পারেন। তাঁর বামহস্ত প্রসারিত হবে বসোরার দিকে, দক্ষিণ হস্ত মিশরে। সুলতান আপনি কি মনে করেন, জগজ্জয়ী হারুণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন ?

আলজায়ানী

বন্ধু, সবাই মরণশীল, বিরাট দৈত্যই হোন আর যিনিই হোন ; এস আমরা শাণিত তীক্ষ্ণ তরবারির মত উঠি ; মুরাদকে ডাকো এখানে।

(সালারের প্রস্থান)

আমার অবস্থা সঙ্গীন্ হয়ে উঠবে, হারুণ বেঁচে থাকলে। সে অকস্মাৎ আক্রমণ করে, সে দুর্ধর্ষ, বিশেষ করে যখন সে ক্রুদ্ধ হয়। কিন্তু আমাকে আরো তৎপর হয়ে হঠাৎ আক্রমণ করতে হবে, আরো ভয়ঙ্কর হতে হবে।

(মুরাদের প্রবেশ)

মুরাদ, সময় ঘনিয়ে আসছে—খালিফ্ বসোরায় আসছেন, তিনি যেন আর ফিরে না যান।

মুরাদ

আমার অস্ত্রফলক তীক্ষ্ণ আর আমি যা করি তা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত।

আলজায়ানী

আমার বীর সেনানী, তোমার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, তোমার মত লোকই আমার দরকার।

মুরাদ

(স্বগতঃ)

কিন্তু তোমার মত রাজাদের পৃথিবী চায় না।

(বাইরে শব্দ)

বিচার চাই, বিচার, বিচার। সুলতান, প্রভু, রাজা—আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার, অত্যাচার হয়েছে।

আলজায়ানী

আমার জানালার নীচে কে কাঁদে? প্রাসাদপাল?

(সুনজারের প্রবেশ)

সুনজার

একজন ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত আরব বলে মনে হচ্ছে, চেনা যায় না, কর্দমাক্ত, ফাটা ঠোঁট, চেঁচাচ্ছে, বিচার চাই বলে।

আলজায়ানী

এখানে ডেকে নিয়ে এসো।

(সুনজারের প্রস্থান)

হয়তো একটা মারামারি কাটাকাটি···

(সুনজারের সঙ্গে আলমুয়েনের প্রবেশ)

উজীর তুমি, তোমার এই দুর্দশা, কে করলে?

আলমুয়েন

হুজুর, আপনি সুলেমান পুত্র মহম্মদ, আব্বাসাইড বংশের কুলতিলক, সুলতান আলজায়ানী—কতোদিন আর এই বসোরাতে আপনার বন্ধু থাকবে যদি সুলতানের শত্রুরা প্রকাশ্যে দিনের আলোকে রাজবন্ধুদের ধরে মারে, অত্যাচার করে, শুধু এই কারণে যে তারা রাজভক্ত, পূজ্যপাদ সুলতানকে তারা সত্যিকার ভালবাসে।

আলজায়ানী

তাদের নাম করো এখুনি এবং তাদের কি শাস্তি দিতে হবে বলো।

আলমুয়েন

হুজুর, আফজ্‌জলের বেটা সেই ঘড়েল দুষ্টুটা, তারই এই সব কীর্তি।

মুরাদ

কে, নুরুদ্দিন্‌?

আলজায়ানী

তা, ঝগড়াটা কিসের?

আলমুয়েন

বলি শুনুন, ধর্মাবতার! বছরখানেক আগে আফজ্‌জল সাহেব, বড় উজীর কিনা, রাজকোষ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করে একটি রূপসী বাঁদী ক্রয় করলেন—রূপে গুণে মনে সব দিক দিয়েই অতুলনীয়া, খালিফের সঙ্গিনী হবার যোগ্যা। কিন্তু সেই বিকচযৌবনাকে দেখে বোধহয় ভাবলেন তিনি সুলতানের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তির হাতেই ঐ সুরূপাকে সমর্পণ করবেন। এমন সুন্দর ফুলের গন্ধ তুচ্ছ রাজনাসিকায় প্রবেশ করবে এ কী হয়, তিনি দিলেন ঐ সুন্দরী তন্বীটিকে তাঁর অশেষ গুণধর লম্পটপুত্রের হস্তে দলিত মথিত হতে। কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে বলুন, যে আপনাকে বলতে যাবে, আর আপনার যখন তাঁর উপর এতো বিশ্বাস।

আলজায়ানী

তাই নাকি? তাজ্‌জব ব্যাপার—আমাদের এতো প্রিয় ও বিশ্বস্ত ইবনসরী।

আলমুয়েন

এই লম্পট ছেলেটা সব অর্থ নিঃশেষে ফুঁকে দিয়ে ঐ বাঁদিটিকে বাজারে বিক্রয়ের জন্য এনেছিল। আমি দেখে উচিতমূল্যে দিয়েই তাকে নিতে চেয়েছিলাম। তাতে সে আমাকে তেড়ে এলো, গালাগালি দিলে, তবু আমি শান্তভাবেই উত্তর দিচ্ছিলাম, আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম—"শোনো বাপু, তুমি ছেলের মত, একে আমি রাজার জন্য চাইছি। আর সে বললে কিনা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে—"কুত্তা, উজীররূপী কুত্তা, তুমি ও তোমার সুলতান জাহান্নমে যাও।" এই বলে, আমাকে ধরে মেরে, মাটিতে ফেলে লাথি, চড়, কিল, দাড়ি উপড়ে ঐ বাঁদিটির পায়ের তলায় ফেলে সে কী অট্টহাসি! আর ঐ মেয়েটা আমার পাকাচুলভরা মাথায় পা রেখে কিনা বললে হাসতে হাসতে, "তোমার মহামান্য সুলতানের জন্য এইটে, ঐ নোংরা অর্থপিশাচ লোকটা কিনা সারা জাহানের বাঁদীদের সেরা সুন্দরীকে অল্প পয়সায় কিনতে চায়।"

সুনজার

মহান হাশীমের রক্তবহা নাড়ী সুলতানের ললাটে ধকধক করছে।

মুরাদ

কুত্তা, নিজেও মরেছ আর দুটোকেও মেরেছ।

আলজায়ানী

ধর্মগুরু ও পূর্বপুরুষদের দোহাই! মুরাদ শীঘ্র যাও, ধরে নিয়ে এসো ছোঁড়াটাকে এইখানে আমার সামনে আর ঐ মেয়েটাকেও, দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসো, রক্ত পড়ুক পায়ের গোড়ালি থেকে, মুখে লাগুক কাদা, সয়ীর বাড়ীটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও, কী আমি এতই অপদার্থ যে শুঁড়িপথের অচেনা কুত্তাগুলোও ঘেউ ঘেউ করবে? তারা মরবে, তারা মরবে।

মুরাদ

সুলতান!

আলজায়ানী

তাদের হয়ে যে একটি কথাও বলবে তারও হবে মৃত্যু।

(প্রস্থান)

আলমুয়েন

মুরাদ সাহেব, ভগিনীপতি তুমি হতে পারো, দুনিয়াপতি হওনি এখনও, তোমার কান্তিমান হবু শ্যালকটিকে ধরে নিয়ে এসো, দেরী নয়, সুলতান শোনবার আগেই।

মুরাদ

উজীর, আমার কর্তব্য আমি জানি, তোমার কাজ তুমি করো, নিজের চরকায় তেল দাও।

আলমুয়েন

আমি যাই, স্নান করে গা হাতপা ধুয়ে, ছুটির দিনের উপযোগী কাপড়-চোপড় পরে মজা দেখতে পাওয়া যাবে, খেল ভালোই জমবে, কী বলো?

(প্রস্থান)

স্নজার

আপনি কি করবেন ?

মুরাদ

স্নজার, একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় তাড়াতাড়ি এবং বেপরোয়া ও মরিয়া হয়ে—আমি তাদের মরতে দিতে পারি না।

স্নজার

কিন্তু সাবধান, বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ো না ভাই, আমি এখনি একটা লোক পাঠাচ্ছি ওদের বাড়ী, তাদের সতর্ক করে দিতে।

(স্নজারের প্রস্থান)

মুরাদ

তাই করো, দুনিয়া কী বলবে যখন সে শুনবে এই সব কথা। তার ঐ হাস্যলাস্যময়ী আঁখি পল্লবগুলি কি রকম ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে এই কথা শুনে! নাঃ, যতদিন না মুস্কিল আসান হারুণ্ আসেন!

সপ্তম দৃশ্য

[ইবনসয়ীর বাটি—নুরুদ্দীন, আনিস]

নুরুদ্দীন্

স্নজার সতর্কবাণী পাঠিয়েছে—সে আমার বাবামশাইয়ের বিশেষ অনুগত, তাঁকে খুব ভালবাসে।

আনিস

না, প্রভু, না, আর দেরী নয়, এসো এখনি পালাই।

নুরুদ্দীন

কেমন করে, কোথায় ? আচ্ছা, এসো।

(আজীবের প্রবেশ)

আজীব

নুরুদ্দীন, আর দেরী নয় ভাই, শীগগির, আমি একটা জাহাজ ঠিক করেছি বাগদাদে যাবে, মাঝিমাল্লা, কাপ্তেন, খাবার সব প্রস্তুত, তোমাদের ওঠার অপেক্ষা—বাগদাদে পালাও, মহামহিমান্বিত হারুণের শরণ নাও, এই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করো। যাও, আর দেরী নয়।

বন্ধু আমার! আর একটি ভিক্ষা—আমার আর যে ক'টা দেনা আছে মিটিয়ে দিয়ো, পিতাঠাকুর এলে সব শোধ করে দেবেন।

আজীব

তার জন্য ভেবো না। এই নাও টাকা—রেখে দাও বন্ধু, লজ্জা করো না। না তা হবে না, নিতেই হবে।

নুরুদ্দীন্

বাগদাদ—(হাসতে হাসতে) কেমন বলিনি, আনিস, আমাদের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে, আমরা খালিফের সঙ্গে মেলামেশা করতে চলেছি!

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

বাগদাদ

প্রথম দৃশ্য

বিলাস-মঞ্জিলের বাহিরে মহামান্য খলিফের বাগিচা

আনিস্, নুরুদ্দীন্

আনিস্-আলজালিস্

এই সেই বাগদাদ—

হ্যাঁ, নগরীদের মধ্যে সুন্দরীপ্রধানা, আনন্দের রম্য নিকেতন, কেমন শ্যামলশস্পহরিৎ বর্ণের বাগান দেখো দিকিন্, কী চমৎকার বৃক্ষবনস্পতিদের বন্দনমর্মরধ্বনি।

আনিস্-আলজালিস্

আর ফুল, কী ফুল, চোখ ধাঁধিয়ে যায়, যেন রংএর মেলা বসেছে, ঐ তো কৃষ্ণনীল বেগুনী ভায়োলেট, জ্বলচে যেন জ্বলন্ত গন্ধক, আর ঐ যে টকটকে লাল গোলাপ, রক্তমুখী সুগন্ধী ল্যাভেণ্ডার, চিরহরিৎ মেদিগাছ, শুভ্র আনেমনি, কী নেই। স্বয়ং বসন্তদেব যেন এখানে মূর্ত, স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত একখানি ছবি যেন কে বিছিয়ে রেখেছে মাটিতে।

নুরুদ্দীন্

আর কী ফলের বাহার দেখেছো, আনিস্? কর্পূরগন্ধী বাদাম, এপ্রিকট, সবুজ সাদা বেগুনি ডুমুর, খোবানি, আঙুর, যেন সব গোল রক্তিম প্রবালগুচ্ছ না হয় মরকত মালা ঝুলছে থোকে থোকে দেওয়ালে বাতায়নে লতা বিতানে।

আর ফুলগুলো যেন তোমার চকচকে লাল মসৃণ গালের মত—ওধারে দেখো, সোনারবরণ লেবুগুলোর কী বাহার,—চেরীফুলগুলো—লাল কমলার কুঁড়িগুলি শুধু দুষ্প্রাপ্য ফলেরই প্রদর্শনী নয়, রসিকমন ভোলানোর সমারোহও।

আনিস্-আলজালিস্

ঐ যে একটি কোকিল ডাকছে—চক্রবাকচক্রবাকীর কান্না শুনছো, বন্যঘুঘুগুলির মিলনকুজন, বুলবুলগুলির ডাকও কি মিষ্টি, ডানা ঝাপটা দিচ্ছে তারা, কী গাঢ় লাল রংএর পুচ্ছগুলি, একটু যদি অন্ধকার হতো, ওরা হাজারে হাজারে গান গেয়ে উঠতো—সত্যি বসোরা থেকে তাড়া খেয়ে এসে দেখছি ভালই হয়েছে।

নুরুদ্দীন্

আর এই বহুগবাক্ষবিশিষ্ট মঞ্জিল—মনে হচ্ছে একশোরও বেশী জানালা।

আনিস্-আলজালিস্

দেখছো, কী সুন্দর ঝাড় ঝুলছে ছাদ থেকে, যেন একটা সোনার অগ্নিস্তম্ভ।

নুরুদ্দীন্

প্রতিটি জানালায় একটি করে আলো, এই বাগানে রাত্রির অন্ধকার বোধ হয় ঢুকতে পায়না, আলোকচ্ছটায় দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে থাকে—এখন কাজ হচ্ছে সেই মহানুভব অধিপতিকে খুঁজে বার করা ; তারপর এইখানে বিশ্রাম করে মহামান্য খালিফের কাছে কি রকম করে দরবারে যাওয়া যায় তার একটা ব্যবস্থা করা।

(পিছন থেকে শেখ্ ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রাহিম

এই তো, হাতেনাতে ধরেছি, কে হে তোমরা বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, প্রেমিক প্রেমিকারা কি এটাও জানোনা যে শাহনশাহের হুকুম যে এই বাগানে কেউ ঢুকবে না। না? বেশ এখনি তালযষ্টির সংস্পর্শে পৃষ্ঠদেশে প্রচার করে দেওয়া হচ্ছে এই ইস্তাহারের নিদর্শন, দিচ্চি আমিই···হুঁঃ!

(লাঠি উঁচিয়ে আস্তে আস্তে ইব্রাহিম অগ্রসর হয়। নুরুদ্দীন্ ও আনিস্ তার দিকে ফেরে, তার হাত তোলাই থাকে, কিন্তু লাঠি পড়ে যায়)

নুরুদ্দীন্

এই তো বাগানের শেখ মহাশয়—কার বাগান বলুন তো বন্ধু ?

আনিস্‌-আলজালিস্‌

মানুষটার হলো কি ? মাথা গুলিয়ে গেলো নাকি—চেয়ে আছে দেখো, মুখ হাঁ করে।

ইব্রাহিম

সেই পরম শক্তিমানের জয় হোক্—সেই স্রষ্টার, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর যে দেবদূত তোমাদের পৃথিবীতে এনেছে, আর ধন্য আমি যে তোমাদের এই চর্মচক্ষে দেখেছি—তোমাদের এই অপরূপ রূপের জন্য ধন্যবাদ তাঁকে, তোমরা কি স্বর্গলোকের অধিবাসী।

নুরুদ্দীন্

(হাসতে হাসতে)

বরং ধন্যবাদ দিন সেই সর্বনিয়ন্তাকে যিনি আপনাকে বহুবর্ষের জীবন দিয়েছেন এবং এই লম্বা সাদাদাড়ি। কিন্তু এই উদ্যানে প্রবেশের কী অনুমতি লাগে না ? দরজা কিন্তু বন্ধ ছিল না।

ইব্রাহিম

এই বাগান আমার বাগান—তোমরা আমার ছেলে, আমার মেয়ে—সত্যি, তোমাদের চরণস্পর্শে এর কান্তি আরো খুললো, এমন ফুল আর হয়নি।

নুরুদ্দীন্

কী, এ-সব আপনার ? এই সুরম্য নিকেতন ?

ইব্রাহিম

হাঁ, জানলে বেটা, সব আমার, এই পাপতাপগ্রস্ত বৃদ্ধের, সবই তাঁর কৃপা, তাঁরই বিধান, তাঁরই আদেশ—মহাপ্রভু যে তিনি—আমার কৃতকর্মের মধ্যে আছে একটু বিনয়, একটু চেষ্টা, একটু নিষ্ঠা, সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় আমি তার কমতি করিনা, আইন কানুন শাস্ত্রশরিয়ৎ মাফিক্।

নুরুদ্দীন্

পূজনীয় পিতাঠাকুর, কবে এটা কিনলেন কবেই বা ফুটিয়ে তুললেন ?

ইব্রাহিম

সম্পর্কে ঠাকুমাদের একজন এটি আমায় দিয়ে যান—এতে কিছু আশ্চর্য হবার নেই কারণ তিনি ছিলেন আমাদের মহামান্য খালিফের এক শ্যালিকার সম্পর্কিত ভগিনীর খুড়ীর ঠাকুমা।

নুরুদ্দীন্

ওঃ বুঝেছি—তাহলে বলুন তাঁর স্বর্গীয় দাবী ছিল ধনী হবার, কিন্তু আশা করছি আপনার উত্তরাধিকারের দলিলগত কোন অসুবিধা নেই ?

ইব্রাহিম

আরে আরে বেটা, তুমি ত বেজায় বেল্লিক—আমি অন্য উপায়ে খলিফাগিরিও চাইনা—জানো এ দুনিয়ায় পরের জিনিষে লোভ করে লাভ বিশেষ নেই—ওগুলো হচ্ছে ব্যাধের ফাঁদ, তারা আত্মার সোজা ঋজুপথে স্বর্গে যাবার পদযাত্রাকে বাধা দেয়।

আনিস্-আলজালিস্

কিন্তু বুড়ো বাপজান্ আমার, সত্যিই কি আপনি এতো ধনী আবার এতো গরীব যে ছেঁড়া কাপড়জামা পরে বেড়ান ? আমি যদি এই বাগানের মালকিন হতাম তাহলে সাধারণ সামান্য পরিচ্ছদ হিসাবেও রঙীন ও দামী সিল্ক সাটিন ভেলভেটে সর্বদাই নিজেকে সুসজ্জিত রাখতাম্।

ইব্রাহিম

(স্বগত)

মেয়েটি সাক্ষাৎ কোকিলকণ্ঠি, দেবদূত গেব্রিয়েল এই স্বরটিকে আমার কাছে এনে দাও, বাড়িয়ে দাও, তোমার সঙ্গে আর ঝগড়া করবোনা, যদি স্বর্গের সব হুরীরা এসে এই সাজানো বাগান তছনছ করে তাহলেও নয়; কারণ তাদের

আসার দরজা তুমি একটু খুলেছো। (উচ্চৈস্বরে) ছিঃ মারী, পরম কারুণিকের দোহাই, আমি একজন বুড়ো ঘাঘী পাপীতাপী লোক, মৃত্যু আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে, কবরের ধারে পা বাড়িয়ে আছি, আমার আর কী সময় আছে যে মূল্যবান চকচকে শালজোব্বা পরে ঘুরবো, কিন্তু তোমায় এসব মানাবে ভালো। তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ যে তোমার চারু নিতম্বদেশ চন্দ্রের মত করে গড়েছেন আর কটিতট—কি সুন্দর, ছোট্ট, হাতে ধরা যায়—পরম শক্তিমান যেন ক্ষমা করেন।

আনিস্-আলজালিস্

বাবা, আমরা শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুৎপিপাসাকাতর।

ইব্রাহিম

বৎস, তোমরা আমার ছেলেমেয়ের মত, আমায় লজ্জা দিওনা—এসো, ভিতরে চলো,—আমার এই আরাম বাটিকা তোমাদের—অন্তঃপুরে খাদ্যপানীয় সবই আছে, নির্দোষ শরবৎ থেকে খাঁটি জল পর্যন্ত কিন্তু নেই শুধু সেইটি, অর্থাৎ উত্তেজক দ্রাক্ষারস—অর্থাৎ মদ্য, স্বয়ং পয়গম্বর যে বারণ করেছেন—তাঁর পুণ্য-নামেই যে শুভাশীষ আছে—এসো, এসো, পরম শক্তিমান যে অভিসম্পাত দেবেন যদি অতিথি তায় বিদেশীকে আতিথ্যদানে তৃপ্ত করতে না পারি।

নুরুদ্দীন্

সত্যিই আপনার? ঢুকতে পারি?

ইব্রাহিম

ধন্য তিনি, ধন্য তিনি—এই সুরম্যহর্মের প্রতিটি মেঝে তোমার সুন্দরী সঙ্গিনীর পদঃরজে কৃতার্থ হোক। আমার মত বৃদ্ধের বদলে যদি এখানে রসিক যুবক থাকতো, তাহলে ঐ সাদা মর্মরের যেখানে যেখানে ওর ছোট্ট পায়ের চিহ্ন পড়েছে সেখানে সেখানে চুম্বনের স্রোত বয়ে যেতো? কিন্তু বিধাতাকে ধন্যবাদ যে আমি বৃদ্ধ হয়েছি, সতীত্ব ও পবিত্রতার দিকেই মন দিয়েছি।

নুরুদ্দীন

এসো, আনিস্।

ইব্রাহিম

(তাদের পিছনে যেতে যেতে)

ভগবানের দোহাই, এ যে দেখছি হরিণলঘুগামিনী, আমার সায়রে রাজহংসীরা এমন মরালগমনে সাঁতার দেয়না, এতো বাতাসে নুইয়ে পড়া লতিকা নয়।

(মঞ্জিলের দিকে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিরাম-মঞ্জিল

কৌচের উপরে আনিস-আলজালিস্, নুরুদ্দীন, শেখ ইব্রাহিম
সামনে টেবিলে নানারকমের খাদ্যদ্রব্য

নুরুদ্দীন

বাঃ, কাবাবগুলো তো ভারী মোলায়েম, মিষ্টিগুলিও কী চমৎকার খেতে এবং ফলগুলি রসে টুইটম্বুর কিন্তু আপনি বসবেন না আমাদের সাথে, খাবেন না কিছু ?

ইব্রাহিম

বৎস, আমি ত দুপুরে খেয়েছি—বেমানান্ ঔদরিকতা থেকে তিনি আমায় রক্ষা করুন।

আনিস-আলজালিস্

না, বাবা, আপনি না খেলে আমাদের কিছু মুখে দিতে উৎসাহ আসছেনা, পেট মরে যাচ্ছে—আমার হাতে একটুখানি খান, না হলে বলবো আপনার মায়াদয়া নেই।

ইব্রাহিম

না, না, না, আচ্ছা দে বেটি, ঐ চম্পক কলিকার মত আঙুল দিয়ে দে একটু,

কিন্তু নিতান্তই একটু। বাঃ, এই আঙুরগুলো থেকে যেন মধু ঝরছে,—আমি চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিতে দিতে খেয়ে নি।

আনিস-আলজালিস্

বুড়ো বাপটির বুঝি যৌবনের শোক উথলে উঠছে—নতুন করে বয়স ফিরে পাচ্ছো বুঝি।

ইব্রাহিম

না, না, মাম্নি, না, না, ছি, ছি—আমার চুল যে পেকেছে সেটা ত ঠিক—এ সময়ে ত তাঁরই নাম করা উচিত, এখন কি আর রসিকতার বয়স আছে না সাজে।

নুরুদ্দীন

মাননীয় বুড়োদাদু শুনুন, অতিথি সংকার করেছেন ভালই কিন্তু গলা ভিজিয়ে নেবার জন্য পানীয় কিছু না থাকলে যে একেবারে শুকনো খাওয়া হলো। এমন সুন্দর প্রাসাদে কোথাও একটি পাত্র বা বোতল নেই? এমন সর্বাঙ্গসুন্দর আয়োজনের এ যে একটা মস্ত ত্রুটি, অঙ্গহানি।

ইব্রাহিম

পরম শক্তিমান আমায় রক্ষা করুন! মদ—ষোলো বছর আমি ঐ অধম জিনিষটি ছুঁইনি। হাঁ, যখন বয়স ছিল, যৌবন ছিল তখন অবশ্য, এখন ওটা নিষিদ্ধ—ইবনবতুতা কী বলেছে? যে মদ সব বদলে দেয়, আর বসোরার ইব্রাহিম আল শাহারা বিন ফুজফুজ বীর বিলুন আল সান্দিলানী বলেন যে সুরার ঐ রক্তরেখা যেন নরকের লাল আগুনের আভা, ওর মাধুর্য আস্বাদন পতনের প্রথম চুম্বন, আর ওর শবশীতল স্পর্শ কণ্ঠে যাওয়া মাত্রই জীবনটাকে দু'ফাঁক করে দেয়—সত্যিই, মহান আল হাশাস বলেছেন।

আনিস-আলজালিস্

এই সব বড় বড় পণ্ডিতদের নাম করেছেন যে বাপজান এরা কারা? আমি অনেক বই পড়েছি, কিন্তু এদের নাম ত শুনিনি।

ইব্রাহিম

ও, তুমি বুঝি পণ্ডিতানী—বেশ, বেশ! তা এরা হচ্ছেন খুব গভীর রসের মানুষ, সুফীসন্ত মরমীর দল—ওদের বইএর কথা ঐ দলের পন্থীরা রসিকসজ্জনরাই জানেন।

আনিস-আলজালিস্

কী আশ্চর্য পণ্ডিত মানুষ আপনি, ইব্রাহিম সাহেব, সর্বশক্তিমান, সেই মহান আলহাসাসের আত্মাকে রক্ষা করুন!

ইব্রাহিম

হুঃ, তা যা বললে, মদ—সত্যিই পরম কারুণিক পয়গম্বর শুধু মদকেই বদ বলেননি—ঐ দ্রাক্ষালতা যে দলে মলে, বেচে কেনে, নিয়ে যায়, খায়, সবাইকে অভিশপ্ত করেছেন—হায়, হায়, সেই মহাশক্তিমান আমায় রক্ষা করুন হজরতের অভিসম্পাত থেকে।

নুরুদ্দীন্

আপনার সম্পত্তির মধ্যে একটিও গর্দ্দভ জোটেনি, এবং ধরুন সেই গর্দ্দভটিকে যদি শাপগ্রস্ত করা হয়, তাহলে আপনাকেও কি সেই শাপমণ্যি লাগবে?

ইব্রাহিম

হুঃ, বলতো বাবা, এই উপকথার অর্থটা কি?

নুরুদ্দীন্

আমি আপনাকে বলছি শুনুন, কি রকম করে স্বয়ং শয়তানকেও ফাঁকি দেওয়া যায়। আমার তিন দিনার নিয়ে আপনার এক প্রতিবেশী চাকরকে দিন অবশ্য তাকেও দু'এক দিরহাম হাতের চটচটে সুখের জন্য উপরি দিতে হবে, তারপর সে যাক দু'এক বোতল কিনুক—একটা বুড়ো গাধার পিঠে চড়িয়ে নিয়ে আসুক হেথায়—আপনি সেই পুণ্য আসব দললেন না, পিষলেন না, বেচলেন না, কিনলেন না, নিয়েও এলেন না, পানও করলেন না অতএব যদি

কেউ নরকাগ্নিতে জলেপুড়ে মরে, ত মরুক ঐ গাধাটা। কি বলছেন মহান আল-হাশাস ?

ইব্রাহিম

হুঃ, আচ্ছা দেখা যাক (নেপথ্যে) আমি কিন্তু বলছি না যে এইখানেই থালা ভর্তি পিপেভরা মাধ্বীগৌড়ী শিরাজী ইস্পাহানী বহু সুরাই আছে। পরম কারুণিক রক্ষা করবেন।

(প্রস্থান)

নুরুদ্দীন্

একেবারে একটি রত্ন, দু'মুখোদের শিরোমণি।

আনিস-আলজালিস

না, প্রভু, বরং ভাঁড় বলতে পারো, হাস্যরসের অবতার। যাই হোক আজ রাত্রিটা ত আনন্দে কাটানো যাক—কালকের কথা কাল, দুশ্চিন্তা আর ভাবনাগুলো মুলতুবী থাক।

নুরুদ্দীন্

তোমার ভালো লাগছে আনিস ? তুমি সুখী হলেই হলো।

আনিস-আলজালিস্

আমার কি মনে হচ্ছে জানো, বাকী দিনগুলো যদি এমনি হেসেখেলে কাটিয়ে দিতে পারতুম—তুমি যে বিপদ থেকে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছো আর সেই দুষ্টু বদমায়েসটার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে এই যথেষ্ট, তুমি বিপন্মুক্ত।

নুরুদ্দীন্

নদীবক্ষে সেই ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নের কথা ভাবো দিকিন্। আমার মনে হয় যে আমার মাথার উপর দাম ধার্য হয়েছে—এনে দিতে হবে জীবিত বা মৃত, হয়তো আমাদের সাহায্যকারীদের ভুগতে হবে এজন্য।

আনিস-আলজালিস

কিন্তু প্রিয়তম, প্রভু, তুমি বেঁচে গেছো।

(তার কাছে গিয়ে তাকে চুম্বন করে, জড়িয়ে ধরে)

নুরুদ্দীন্

আনিস্, তোমার চোখে জল, না না, তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছো।

আনিস্-আলজালিস

শুধু তুমি, তুমি প্রিয়তম, বেঁচে থাকো, ভালো থাকো, সুখে স্বস্তিতে থাকো, আর সব যাক, ডুবে থাক, পৃথিবী মুছে যাক, আমার প্রিয় আমার প্রভু।

(বারে বারে আলিঙ্গন ও চুম্বন, শেখ্ ইব্রাহিমের পাত্রে মদ্য গ্লাস ইত্যাদি সহ প্রত্যাবর্তন)

ইব্রাহিম

দোহাই শক্তিমান, দোহাই !

আনিস্-আলজালিস

কই, কোথায় গেলো সেই চরিত্রবান সংযত বুড়ো বিটকেলটা, আমি নাচবো, আমি হাসবো, আমি গাইবো, সুরা ও সুন্দরীর বন্যা বইবে, এই যে এসেছেন তিনি।

নুরুদ্দীন্

না, গর্দভটার গতি খুবই দ্রুত দেখছি, কি বলেন, শেখ সাহেব !

ইব্রাহিম

না হে, না, মদের ভাটিটা খুবই কাছে, দোকান পাশেই—হ্যাঁ তিনি ক্ষমা করবেন, এই বাগদাদ সহরটা বড়ই বিশ্রী, এখানে মদের যেমন ছড়াছড়ি তেমনি মিথ্যাকথার আর পেটুকদের।

নুরুদ্দীন্

শেখ্ ইব্রাহিম, আপনি কখনো মিথ্যা বলেন ?

ইব্রাহিম

সর্বশক্তিমান রক্ষা করুন—মিথ্যা বলার চেয়ে শত্রু আর নেই। আমি ঘৃণা করি মিথ্যুকদের—বৎস, মিথ্যে বলবে না, তোমার ঠোঁটদুটোকে চেপে রেখে দাও যাতে অযথা অসত্যকথাগুলো না বলতে হয়। এর চেয়ে পাপ আর নেই, জাহান্নমে যাবার সোজা পথ। আমি জিজ্ঞেস করছি এই সুন্দরী মহিলাটি তোমার কে হয় পুত্র ?

নুরুদ্দীন্

আমার দাসী, বাঁদী।

ইব্রাহিম

আঃ, হাঃ, দাসী, বাঁদী আঃ হাঃ !

আনিস্-আলজালিস্

প্রভু, পান করুন।

নুরুদ্দীন্

(পান করতে করতে)

ভগবানের দোহাই, আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে, তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুই, কী বলো ?

(শয়ন করে)

ইব্রাহিম

আল্লা, আল্লা। ঘুমিয়ে পড়লো ?

আনিস্-আলজালিস্

মানুষটা সবেতেই দ্রুত, ওই ওর স্বভাব—ঐ এক কৌশলেই বাজীমাৎ—পেটে সরসসুধা একটু পড়ুক না অমনি চোখ ঢুলুঢুলু, আমিই বা কে আর কোথায় বা কী চুপচাপ একা বসে থাকা, নিজের দুঃখী মন নিয়ে।

ইব্রাহিম

কেন, কেন, লক্ষ্মী, মক্ষীরাণীটি আমার, তুমি একা থাকবে কেন? এই তো আমি রয়েছি, স্বয়ং শেখ ইব্রাহিম হোন না বৃদ্ধ, মন খারাপ করবে কেন?

আনিস্-আলজালিস্

মন খারাপ করবো না, কিন্তু পান করতে হবে আমার সঙ্গে।

ইব্রাহিম

ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ!

আনিস্-আলজালিস্

আমার মাথার, চোখের দিব্যি!

ইব্রাহিম

না, না, ভাল নয় কাজটা, এটা পাপ, এটা অন্যায়, আচ্ছা, একটুখানি না হয় চলতে পারে (পান করেন) তা, তা!

আনিস্-আলজালিস্

আর একটু!

ইব্রাহিম

না, না, না!

আনিস্-আলজালিস্

আমার চোখের, মাথার দিব্যি!

ইব্রাহিম

তা, তা, আচ্ছা, বড্ডই পাপ হচ্চে, সর্বশক্তিমান ক্ষমা করবেন। (পান করেন)

আনিস্-আলজালিস্

আর একটিবার!

উনি বুঝি ঘুমুচ্চেন? তাহলে শুধু মদ নয়, মুখমদের ছিঁটেফোটাও মন্দ কী, সুন্দরীর একটু অধরসুধা।

আনিস্-আলজালিস্

আমার বুড়োখুড়াটি রসিকপুরুষ—এই আপনার কীর্তি—চরিত্রবান মহাপুরুষ সাধুসন্ত, কামিনীকাঞ্চনে বীতরাগ—তা, না আমার মত অল্পবয়সী রসবতীদের সঙ্গে রসালাপ না করলে বুঝি জমেনা—অ্যাঁ, কোথায় গেলো আপনার শুচিতা, সাধুতা, পূর্বজন্মের নিয়মানুবর্তিতা—মরমীমশাই আপনার মন দ্বিখণ্ডিত, এক টুকরো কুমতির—হায়, হায়, মহান আলহাসাম কী বলেন!

ইব্রাহিম

না, না, না!

আনিস্-আলজালিস্

আপনি কি একটা আস্ত ভণ্ড নাকি, শেখ ইব্রাহিম?

ইব্রাহিম

না, না, না, বোঝো না কেন সুন্দরী একটু পিতৃব্যসুলভ ঠাট্টা করছিলাম।

(পান করেন)

নুরুদ্দীন্

(জেগে উঠে)

ইব্রাহিম সাহেব, আপনি মদ্যপান করছেন?

ইব্রাহিম

তা, তা, তোমার ঐ দাসীকন্যাটিই আমাকে জোর করে—বুঝলে কিনা, তা, তা!

নুরুদ্দীন্

আনিস্, আনিস্, এ কী কাণ্ড, ওঁকে উত্যক্ত করছো কেন? ওঁর বুড়ো

আত্মাটিকে কি বেহেস্তের স্বর্গসুখ থেকে নামিয়ে আনতে চাও? ছিঃ, সরিয়ে নাও টেবিলের ঐ দিকটি থেকে মদের পাত্র, আমার হৃদয় তোমার হোক—থাক এই শপথবাণী।

আনিস্-আলজালিস্

শুধু তোমার হৃদয় আমার নয়, আমার হৃদয় তোমার, প্রিয়তম।

নুরুদ্দীন্

তুমি মোটে সাকীর পিয়ালার অর্ধেকটা পান করেছো, তোলো তোমার সুরার পাত্রটি, অধররসে সিক্ত করো, বলো—জয় হোক শেখ ইব্রাহিমের ও তাঁর বিদগ্ধ অমত্ততার।

আনিস্-আলজালিস্

মহান আল-হাসাসের ছায়া চিরঞ্জীব হোক।

ইব্রাহিম

ছিঃ, ছিঃ, এ কী সভ্যতা শিখেছো তোমরা, আমার চোখের মুখের সামনে খাবে আর পাত্রটি আমার দিকে ধরবেনা, ছিঃ!

(আনিস্-আলজালিস্ ও নুরুদ্দীন্ দুজনে একসঙ্গে সমস্বরে)

হুররে, শেখ ইব্রাহিম, শেখ ইব্রাহিম, শেখ ইব্রাহিম!

ইব্রাহিম

নাও হলো ত, আর চেঁচিয়ো না, তুমি একটি হুর, আর ও একটি হুরী—স্বর্গ থেকে নেমে আমার মনপ্রাণ কেড়ে নিয়ে আত্মাটিকে ফাঁদে ফেলতে এসেছো, তা ফেলো—তোমাদের আঁখির অঞ্জনে ওর কানাকড়িরও মূল্য নেই। তোমায় আমি আলিঙ্গন করবো হুর মশাই আর ঐ সুন্দরী হুরীর অধরে ওষ্ঠে এঁকে দেবো একটি পবিত্র চুম্বন—কি বলো?

নুরুদ্দীন্

না, না আলিঙ্গন নয়, চুম্বনও নয়, তোমার মুখে যে বদ মদের গন্ধ—না, সেই সন্ত আল-হাসাসের জন্য দুঃখ হচ্চে।

আনিস্‌-আলজালিস্‌

হে আমার সুফী সুহৃদ, ইবনবতুতার শিষ্য, তোমার কী রূপান্তর হয়েছে না জন্মান্তর।

ইব্রাহিম

হেসে নাও ত্বদিন বইতো নয়, হাসো হাসো—তোমার হাসি যে বালারুণের কিরণস্পর্শ, যখন মনোরম মাজিনদেবানের স্বর্ণচূড়ায় এসে লাগে, কী সুন্দর দেখতে হয়, আমায় আর এক পাত্র দাও (পান করেন)—তোমরা সব পাপীর দল এবং আমি তোমাদের ঐ সুন্দরীদের দলে ভর্তি হবো, একসঙ্গে পাপ করবো, অনেক পাপ (পান করেন)।

আনিস্‌-আলজালিস্‌

এসো, আমি তোমায় গান শোনাবো, আমার বীণার তারে একটি একটি করে সুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে, একটা বীণা এনে দাও। জানেন শেখসাহেব, আমি সত্যিকার গায়িকাও বটে, তবে আমার গায়কী দুর্লভ।

ইব্রাহিম

(পান করেন)

ঐ যে ঐখানে কোণে একটা বীণা আছে, গাও, গাও আমিও ধরবো (পান করেন)।

আনিস্‌-আলজালিস্‌

দাঁড়ান্‌ দাঁড়ান্‌, এখানে আলো কম, অন্ধকারে সুর জমবেনা, বাতি, বাতি !

(আলোর ঝাড়ের আশিটি বাতি জ্বালিয়ে দিলে)

ইব্রাহিম

(পান করেন)

সর্বশক্তিমানকে ধন্যবাদ, সুন্দরী, মাথার মণি তুমি এই আলোয় আরো আলোকিত হলে।

নুরুদ্দীন্

আর নয়, শেখসাহেব, বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে, উঠে জানালায় আলোগুলো জেলে দিন।

ইব্রাহিম

(পান করেন)

না, না, আমার কণ্ঠ দিয়ে যে তরল স্রোত নেমে যাচ্ছে, হোক না তা শীতল, তার জন্য আর পাপ করো না—জ্বালিয়ে দাও আলো, কিন্তু দুটোর বেশী নয়।

(নুরুদ্দীন্ কিন্তু একটির পর একটি সবগুলিই জেলে দিয়ে ফিরে আসে
আর শেখ ইব্রাহিম পান করেই চলেন)

ইব্রাহিম

এ কী, ধন্য ভগবান, তুমি কি সবগুলিই জেলে দিলে ?

আনিস্-আলজালিস্

ইব্রাহিম সাহেব, বেশী মদ খেলে চোখের দৃষ্টি জোড়া জোড়া দেখে আপনি চুরোশিটা দেখছেন, তাহলে দেখছি মাত্রাটা বড্ড বেশী হয়েছে, তা আপনি ত অভিজ্ঞ লোক তায় ইবনবতুতার শিষ্য।

ইব্রাহিম

তোমরা যা ভাবছো তা নয়, আমি এখনও ততটা টলিনি—না তোমরা তরুণের দল, তোমাদের সাহস আছে—সব আলোগুলো জ্বাললে।

নুরুদ্দীন্

কাকে ভয় আপনার ? এ মঞ্জিল আপনার নয় ?

ইব্রাহিম

নিশ্চয়ই আমার ! তবে কিনা স্বয়ং মহামান্য খালিফ্ কাছেই থাকেন, তিনি যদি এতো রোশনাই আর আলোর বাহার দেখে চটে যান।

নুরুদ্দীন্

সত্যিই, উনি একজন বিরাট মানুষ, মহান খালিফ।

ইব্রাহিম

মহান ত বটেই, আরো বড় হতে পারতেন যদি ভাগ্যে থাকতো, কিন্তু সর্বশক্তিমানই সব নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁরি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, কারুকে তিনি খালিফ্ করেন, কারুকে তাঁর বান্দা মালী!

(পান করেন)

আনিস্-আলজালিস্

আমি পেয়েছি একটা বীণ্।

নুরুদ্দীন্

দাও, আমাকে দাও, আমি একটা গান বেঁধেছি, শুনুন মশায় বৃদ্ধ অপ্রমত্ততার প্রতীক আপনি! (গান)

দেখেছো কী তোমরা মোদের বুড়ো দাদুকে
মদের পাত্র হাতে যিনি গম্ভীর সম্মুখে?
ভগবানের দোহাই
তিনি খান না কিছু মশাই,
আমি শুধু দেখলাম তাকে পান করিতে
মত্ত মাতাল হয়ে কেবল পান করিতে
সেই সুরা সারাৎসার
অতি চমৎকার
করছিলেন কি তিনি, যখন নৃত্য হ'ল সুরু
লুকিয়ে লুকিয়ে দৃষ্টিপাত, বুক গুরু গুরু

ইব্রাহিম

এ আবার কবিতা না গান, এতো মুচিদের ছড়া তবে তোমার কিছু কবিত্বশক্তি আছে, বরং তুমি গাও।

আনিস্-আলজালিস্

আমি একটা পদ ধরছি—(গান)

আমার দাড়ি শীতবুড়োরি
চরণচিহ্নে সাদা হলো

শ্বেতশ্মশ্রু বলিরেখাতে
আনন কপাল ভরে গেলো,
তবু মত্ত আমি মদ্যপানে
নরক আগুনে ভয় করিনা,
নেই অরুচি সেই সরস তানে
শেষের দিনের বিচারেও না—
ইব্রাহিম যে প্রেমপিয়াসী
অধর আশ তার তবু মেটেনা
চাওয়া পাওয়া যখন খুশী,
তিয়াসীদের নেই ঠিকানা।

ইব্রাহিম

হুররে, পরমশক্তিমানের জয়। একেবারে সেরা বুলবুল, মেরা বুলবুল।

তৃতীয় দৃশ্য

মঞ্জিলের বাহিরের উদ্যান

হারুণ অল রশীদ্, মেসরুর

হারুণ অল রশীদ্,

মেসরুর, চেয়ে দেখো, মঞ্জিল আলোয় আলোয় উজ্জ্বল—বলিনি আমি—সেই কাল্পনিক ভোজদাতাটি কোথায় ?

মেসরুর

উজীর আসছেন, হুজুর !

(জাফরের প্রবেশ)

জাফর

শান্তি, শান্তি, বিশ্বাসীদের মহান নেতা, আপনার শান্তি হোক।

হারুন অল রশীদ

শান্তি আর রইলো কোথায়, তোমার মত বিশ্বাসঘাতক পরস্বাপহারী উজীর থাকলেই হয়েছে আর কি? হে বিদ্রোহী, তুমি কি আমার হাত থেকে বাগদাদ নগরী কেড়ে নিয়েছো এবং আমাকে না জানিয়েই।

জাফর

এ সব কী বলছেন, মহামান্য খালিফ্?

হারুণ অল রশীদ

তা না হলে এসব আলোকমালার অর্থ কি? আমার বিরামমঞ্জিলে কোন শাহন্‌শাহ আনন্দোৎসবে মত্ত, যতদিন হারুন আছেন বেঁচে এবং তাঁর হাতে আছে তরবার?

জাফর

(স্বগতঃ)

তাইতো ব্যাপার কী, এ যে দেখছি দৈত্যদানার কাণ্ডকারখানা?

হারুন অল রশীদ

উজীররত্ন, আমি অপেক্ষা করে আছি।

জাফর

শেখ্ ইব্রাহিম হুজুরের দরবারে আর্জি পেশ্ করেছিল যে তার শিশুপুত্রের ত্বকচ্ছেদের সময় ঐ মঞ্জিল তাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়—আমি সে কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম এখন মনে পড়ছে।

হারুন অল রশীদ

জাফর, তুমি দু দুবার ভুল করলে—যদি তাই হয় তাহলে তাকে টাকা দাওনি কেন—যখন কোন ভৃত্য এ ধরণের অনুরোধ করে তখন বুঝতে হয় যে তাকে কিছু অর্থসাহায্য করা উচিত। বিশেষ করে সে যখন খালিফের অনুগত ভৃত্য—এসো, আমরা মঞ্জিলে ঢুকি এবং ত্যাগী ফকীরদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনি—শেখ ইব্রাহিম ধর্মগত প্রাণ এবং সর্বদাই সাধুসঙ্গ করে থাকেন—আমাদেরও কিছু লাভ হবে ঐ সব পবিত্র ধর্মকথা শুনে, অন্ততঃ পাপের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয় হবে এবং স্বর্গে যাবার সাহায্য।

জাফর

(স্বগতঃ)

এইরে, মরেছি, গণ্ডগোল পাকালো (চেঁচিয়ে) হুজুর, আপনার মহান্ উপস্থিতিতে ওরা ভড়কে যেতে পারে, ওদের চিত্ত ও শান্তি বিক্ষিপ্ত হতে পারে এবং ওদের স্বাধীন চিন্তাস্রোত ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

হারুন অল রশীদ

অন্ততঃ আমি দেখবো ওদের।

মেসরুর

এই বুরুজ থেকে মঞ্জিলের ভিতর সোজা সব দেখা যায়।

হারুন অল রশীদ

ঠিক বলেছো, মেসরুর।

জাফর

(মেসরুরকে চুপিসারে)

তোমার জিভে ফোস্কা পড়ে না।

মেসরুর

(জাফরকে চুপিসারে)

তোমার মুণ্ডু, ঐ মাথা দিয়েই গোল দেবো।

হারুণ অল রশীদ

(শুনতে শুনতে)

একটা বীণা বাজচে না, এমন গুরুগম্ভীর শ্রদ্ধাসমুজ্জ্বল পরিবেশে সুরঝঙ্কার—

(শেখ ইব্রাহিম ভিতরে গান ধরেছেন)

ঝুম ঝুমাঝুম্ ঝুম
সুরার সাথে সুন্দরীদের চটুল ঠোঁটের ধুম
টলটলে ঐ পাত্রখানি
অধরসুধায় জরিয়ে জানি

ফুর্তি করো চরমসুখে, না না, না
ওগো হরিণ-নয়না
সাঁঝের বাতির ক্ষীণ আলোতে চকচকে ঐ চোখদুটি
তোমার দিলমাতানো চেরীগলানো রঙীন রাঙা ঠোঁটদুটি।

হারুণ অল রশীদ

স্বয়ং পয়গম্বরের দোহাই, আমার মহান পূর্বপুরুষদের, এ কী ব্যাপার!
(তিনি বুরুজের অভ্যন্তরে দ্রুত প্রবেশ করেন, সঙ্গে মেসরুর)

জাফর

শয়তান শেখ ইব্রাহিমকে নিয়ে চম্পট দিক, তাকে জলন্ত গন্ধকের উপর ফেলে দিক।

(তিনি পিছু পিছু যান, ততক্ষণে খালিফ্‌ মেসরুর সাথে
বুরুজের উচ্চমঞ্চে পৌঁচেছেন)

হারুন অল রশীদ

উজীর জাফর, একবার চেয়ে দেখো, কী রকম পবিত্র স্বর্গীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে যার জন্য তুমি অনুমতি দিয়েছো এবং কেমন সুন্দর ফকিরের দল।

জাফর

শেখ ইব্রাহিম আমাকে ভয়ঙ্কর ঠকিয়েছে।

হারুন অল রশীদ

বুড়ো ভণ্ড—কিন্তু এই একজোড়া রতিকন্দর্প কারা? আমার বাগদাদে এরকম রূপবান-রূপবতী আছে তাতো জানতাম না, হারুণের চক্ষু যে এদের অদর্শনে এতদিন অতৃপ্ত উপোষিত ছিল?

জাফর

মেয়েটিই বীণাবাদিনী।

হারুণ অল রশীদ

দেখো, জাফর, যদি মেয়েটি গায় আর বাজায় ভালো, তাহলে তোমার দোষের জন্য তুমি একাই ঝুলবে, না হলে ঐ চারজনেই একসাথে দোদুল্যমান হবে।

জাফর

আমি আশা করছি যে মেয়েটি যা গাইবে বাজাবে তা অশ্রাব্য হবে।

হারুন অল রশীদ

কেন, জাফর ?

জাফর

চিরকালের অভ্যাস, ভালোলোকেদের সঙ্গই চেয়েছি, হুজুর, তাই শেষের পথে আর একা কেন ?

হারুন অল রশীদ

না, হে না, সেই সরণীতে যখন পদার্পণ করবে তখন আমার বিশ্বস্ত ও অনুগত ভৃত্যের সঙ্গে আমিও থাকবো—দুজনে একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়বো, কি বলো ?

আনিস-আনজালিস

(ভিতরে)

গান

রাজা, ওগো আমার হৃদয়পুরের রাজা
কখন আমায় নিজের হাতে করবে তুমি পূজা,
ডাকবে মোরে দেবী বলে
নিজের বলে নেবে তুলে ?
আমি যে তোমার চরণে বিনীতা
মন্দিরে তব বিনতা প্রণতা ;
যতদিন না আমরা দুজনা
দুজনের প্রীতিতে হইয়া মগনা
পৃথ্বী কামনারে করি পরাজিত
দিব্যের সাথে হয়ে একত্রিত।

হারুন অল রশীদ

সেই মহাশিল্পী তার সমস্ত চাতুর্য নিঃশেষ করে দিয়েছেন এই সুন্দরী-প্রধানাতে। আমি এই দেবদুর্লভ যুগলের সঙ্গে কথা কইবো।

জাফর

না হুজুর, আপনার চিত্তোৎপাটনকারী মর্য্যাদা নিয়ে নয়, হয়তো ওরা ভয়ে মূক হয়ে যাবে।

হারুণ অল রশীদ

না, আমি ছদ্মবেশেই যাব—নদীর ধারে কাদের গলা শোনা যাচ্চেনা, জাফর? আমি বাজী রাখছি, নিশ্চয়ই জেলেমালার দল। আমি জানি, উজীর, যে বাগদাদে আমার আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু আজ আমি যে লোকললামভূত সৌন্দর্য দেখেছি, তাতে আর রাগ করতে ইচ্ছে করছেনা, এসো নেমে যাওয়া যাক্।

(তাঁরা যখন নামছেন, তখন করীমের প্রবেশ)

করীম

কপাল ভালো, জালে মাছ উঠেছে অনেক—বাঃ কি সুন্দর চিকচিকে মাছগুলি, কেমন রূপোর মত পেট—কি মজা—খালিফের নিজের মাছ ধরেই তাঁকে বেচে দেওয়া যাবে তিনগুণ দামে।

হারুণ অল রশীদ

কে তুই?

করীম

ভগবান রক্ষা করুন, এযে স্বয়ং খালিফ্—আজ গেছি, পৈতৃক প্রাণটা খাঁচাছাড়া হলো! করীম জেলের আজ মৃত্যু, (একেবারে পায়ে পড়ে) হুজুর, বিশ্বস্তদের অধিনায়ক, প্রভু, আমি একজন বিশ্বাসী ধীবর।

হারুণ অল রশীদ

কিন্তু এতক্ষণ ত খুব বিশ্বাসের পরিচয় দিচ্ছিলে, কি মাছ পেলে?

করীম

কয়েকটা সাদা চকচকে মাছ আর এই কয়েকটা ছোট পোনা—রোগা লিকলিকে—তারা মহামান্য হুজুরের আহারের উপযুক্তই নয়।

হারুণ অল রশীদ

ঝুড়ি তুলে দেখাও—এই তোমার সামান্য মাছ ?

করীম

না হুজুর, সত্যিই তাই, আমি অবিশ্বাসের কাজ করি না হুজুর।

হারুণ অল রশীদ

তোমার মাছগুলো আমায় দাও।

করীম

এই নিন হুজুর, এখনি নিন।

হারুণ অল রশীদ

শীগ্‌গির, ঝুড়িশুদ্ধ সব দাও, আরে, আমি কি জ্যান্তো মাছ খাই যে আমার মুখের কাছে সব এগিয়ে দিচ্চো, তোমার বহির্বাস কাপড় চোপড়গুলোও আমার সঙ্গে বদলে নাও।

করীম

আমার পরিচ্ছদ ? তা আপনি নিতে পারেন, আমি বিশ্বস্ত মুক্তহস্ত দুই-ই কিন্তু এর কাপড়টা বেশ ভালো হুজুর একটু বুঝেসুঝে ব্যবহার করবেন।

হারুণ অল রশীদ

তুমি ভেবেছো কী, এই নোংরা জামাটাকে বলছো পোষাক।

করীম

হুজুর, ভাবছেন কী, দশদিন ব্যবহার করুন, দেখবেন ময়লাগুলো মসৃণ হয়ে গেছে, বেমালুম মিশে গেছে, যেন প্রকৃতিদত্ত। এ হচ্চে সরল অকপট ময়লা—আপনাকে শীতের দিনে গরমই রাখবে।

হারুণ অল রশীদ

কী, তোমার এই নোংরা আলখাল্লা আমি অতদিন পরবো ?

করীম

বিশ্বস্তদের প্রভু, ধর্মাবতার, আপনি যখন রাজতক্ত ছেড়ে আপনার আত্মার কল্যাণের জন্য একটা ন্যায়নিষ্ঠ জীবিকার পথ বেছে নিচ্চেন, তখন একটা সং জেলের আলখাল্লার চেয়েও খারাপ কিছু পরতে হতে পারে, আমার বৃত্তিটা ভালো এবং সম্মানজনক।

হারুণ অল রশীদ

যাও, সরে পড়ো। আমার জোব্বার জেবে একটা টাকার থলি পাবে, অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা আছে—সব তোমার।

করীম

জয় হোক্ সর্বশক্তিমানের—সৎপথে থাকার এই পুরস্কার। (প্রস্থান)

জাফর

(এগিয়ে এসে)

কে হে, করীম নাকি—এখানে কেন আজ রাত্রে? খালিফ্ স্বয়ং আজ বাগানবাড়ীতে। তোমায় আচ্ছা করে পিটুনী দেওয়া হবে।

হারুণ অল রশীদ

জাফর, আমি।

জাফর

হুজুর, আপনি, মহামান্য খালিফ?

হারুণ অল রশীদ

এখন এই মাছগুলো ভাজার ব্যবস্থা করো দিকিন, তারপর ভিতরে ঢুকে পড়ো।

জাফর

আমায় দিন, আমি একজন ভালো রসুইকর।

হারুণ অল রশীদ

না, পয়গম্বরের দোহাই, আমার দুই সুন্দর বন্ধু আজ খালিফের হাতের রান্না খাবে। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মঞ্জিলের ভিতর মহলে

নুরুদ্দীন, আনিস-আলজালিস্, শেখ ইব্রাহিম

নুরুদ্দীন

ইব্রাহিম সাহেব, আপনি সত্যই মাতাল হয়ে পড়েছেন।

ইব্রাহিম

তা বৎস, একটু হয়েছি বই কি—গোল্লায় গিয়েছি, একেবারে খাঁটি নরকে। আজ যদি আমার শিশুকালের বাবামা বেঁচে থাকতেন সেই সুন্দর যুবক পিতা আর ভক্তিমতী জ্ঞানবৃদ্ধা শ্বেতশুভ্র দাড়িওয়ালা মাতা! হায় হায় যদি তাঁরা তাঁদের এই ছোট্ট ছেলেটিকে দেখতেন আজ—কিন্তু তা কী রকম করে হবে—তাঁরা ত ঠাণ্ডা কবরের গভীর গহ্বরে, অনেক অনেকদিন ধরে।

নুরুদ্দীন

আঃ, আপনি দেখছি একেবারে বেইক্তিয়ার হয়েছেন, পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা—তা আনিস্ তুমি একটা গান ধরো।

(বাইরে)

মাছ চাই মাছ, মিষ্টি তাজা ভাজা মাছ।

আনিস-আলজালিস্

মাছ, ইব্রাহিম সাহেব, শেখ সাহেব, শুনছেন, আমরা মাছ খাবো।

ইব্রাহিম

বেটা শয়তান বাসা বেঁধেছে তোমার ঐ ছোট উদরে, ওখানে ঢুকে মাছ খেতে চাইছে, চুপ কর্ জাহান্নমের বাদশা।

আনিস-আলজালিস্

ছিঃ, শেখসাহেব, আমার পেটটা কী আমার শরীরের বাইরে, সে কী ঐ জানালার নীচে দাঁড়িয়ে? তাকে ডাকুন।

ইব্রাহিম

হো হো, এসো হে শয়তান মহাশয়, জলন্ত গন্ধকে ভর্তি মৎস্য বিক্রেতাবেশী—দেখি তোমার লম্বা ল্যাজটি।

(হারুণের প্রবেশ)

আনিস-আলজালিস্

কী মাছ আছে তোমার, মাছওয়ালা!

হারুণ অল রশীদ

চমৎকার মাছ, জানলেন ঠাকরুণ, আর আমি ভেজে এনেছি নিজের হাতে—কী মাছ তা আর কী বলব, তবে সুভর্জিত।

নুরুদ্দীন

ঐ থালায় রাখো, কতো দিতে হবে?

হারুণ অল রশীদ

তা, আপনাদের মত সুরূপ সুরূপাকে খাইয়েও সুখ, সত্যি বলবো, কিছু দিতে হবেনা।

নুরুদ্দীন

তাহলে মিথ্যে করেই কিছু নিতে হয়—যা দাম তার চেয়ে কিছু বেশী—নাও এই দীনারগুলো গিলে ফেলো, কেমন?

হারুণ অল রশীদ

না, সর্বশক্তিমান আপনাকে দাড়ি দিন, সত্যিই আপনার দিল আছে, উদার তরুণ আপনি।

আনিস-আলজালিস্

ছিঃ মাছওয়ালা, কি বলছো, এরকম শুভেচ্ছা যে মূল্যহীন, সত্যিই যদি ভগবান ওর দাড়ি দেন তাহলে ত ও আর তরুণ থাকবেনা, আর তিনি শুধু শুধু সদাশয়তা দেখাবেন—সেটা তাঁরই থাকবে।

হারুণ অল রশীদ

বাঃ, আপনি দেখছি যেমন রূপসী তেমনি রসিকা?

আনিস-আলজালিস্

ভগবানের দোহাই, আমি ভাই, আমি আপনাকে সবিনয়ে নিবেদন করছি —আমার জুড়ি বা সমকক্ষ একটিও খুঁজে পাবেন না চায়না থেকে ফিরিঙ্গিস্থান পর্যন্ত।

হারুণ অল রশীদ

আপনি যা বলছেন তা সত্যি!

নুরুদ্দীন

তোমার নাম কী মাছওয়ালা!

হারুণ অল রশীদ

করীম আমার নাম, এবং সত্যি কথা বলতে কী আমি মাছ ধরি শুধু খালিফের জন্য।

ইব্রাহিম্

কে নেয় মহামান্য খালিফের নাম? কোন খালিফের কথা বলছ—মহামান্য হারুণ না খালিফ ইব্রাহিম্!

হারুণ অল রশীদ

আমি বলছি সেই এক ও অদ্বিতীয় খালিফ হারুণের কথা, যিনি ন্যায়নিষ্ঠ, মহান।

ইব্রাহিম্

ও হারুন—আরে তার ত শুধু ফুলবাগিচার মালি হবার যোগ্যতা আছে, একটা বুদ্ধিহীন জ্ঞানহীন মানুষ তাকেই কিনা পরম শক্তিমান করলেন খালিফ। আর যেন কেউ ছিলনা, যাকগে সেকথা, বেশী বকে লাভ নেই। আর এই যে হারুনটিকে দেখছো—ভয়ানক লম্পট দাম্ভিক অত্যাচারী রাজা—বাগদাদের অর্ধেক মেয়ে ওর হাতে সতীত্ব হারিয়েছে আর বাকী অর্ধেকও ধর্ষিতা হবে যদি ওকে ওরা বেঁচে থাকতে দেয়—শুনেছো কখনো, একটা লোকের নাক পছন্দ হলোনা ত গর্দান নাও,—অত্যাচারের আর অনাচারের চরম চলেছে—যা দুর্দান্ত রাজা।

হারুণ অল রশীদ

পরম শক্তিমান তাঁকে রক্ষা করুন!

ইব্রাহিম্

তা কেন, তিনি তাঁর আত্মাকে রক্ষা করুন, যদি সেটা রক্ষার উপযুক্ত হয় কিন্তু তাহলেও কাজটা সোজা হবে না, বরং শক্তই এমন কি সেই সর্বশক্তিমানের পক্ষেও। আমি যদি না থাকতুম আর সব সময় উপদেশ না দিতাম বা বকাবকি ঝগড়া—বকম বকবকম খিটখিট্ কি মুস্কিল—কথাগুলো ভুলেই যাচ্চি—চড়টা চাপড়টা—আস্তে আস্তেই বলি—উনি তা না হলে আরো বেগড়াতেন এমন যে সর্বনিয়ন্তা তাঁরও ভুল হয়—হায় হায়!

আনিস-আলজালিস্

আপনি খালিফ হবেন, শেখ ইব্রাহিম্?

ইব্রাহিম

নিশ্চয়ই রতনমণি, আর তুমি হবে আমার প্রাণের জুবেদা আর আমরা দুজনে, জানলে সুন্দরী, যুগলে সে কী রঙ্গরসেই না মাতবো।

হারুণ অল রশীদ

আর বেচারী হারুন?

ইব্রাহিম্

যাই বলো আমি লোকটা উদার—ওকে আমার রন্ধন-বাগিচার সহকারী মালীর দ্বিতীয় সহকারীর সহকর্মী করে দেবো, কেমন? আমি ওকে আরো একটু উঁচুপদে দিতাম কিন্তু লোকটা একেবারেই অযোগ্য।

হারুণ অল রশীদ

(হাসতে হাসতে)

শেখ ইব্রাহিম—তুমি ত আচ্ছা বুড়ো ঘাঘী বদমাইস।

ইব্রাহিম

কী? কে? তুমি সয়তান নও, করীম মাছওয়ালা? তুমি বলছো যে

আমি মাতাল হয়েছি, যতসব বদ জিনিষ সরবরাহ করো তুমি—তোমার দাড়ি ধরে উপড়ে দেবো, মিথ্যুক—চুপ !

নুরুদ্দীন

শেখ ইব্রাহিম ! শেখ ইব্রাহিম !

ইব্রাহিম

না, তুমি যদি স্বয়ং দেবদূত গেব্রিয়েলও হও এবং আমাকে নিষেধ করো, তবুও না—আমি মিথ্যাকথা ও মিথ্যাবাদীদের ঘৃণা করি।

নুরুদ্দীন

ধীবর ভায়া, তোমার কাজ শেষ হয়েছে এখানে ?

হারুণ অল রশীদ

আমি বলি কি—আমার অনুরোধ—এই সুন্দরী মহিলার গান হোক—এঁর সুকণ্ঠই আমাকে এখানে টেনে এনেছে এবং ঐ মধুর স্বরই আমায় মাছ ভাজিয়েছে।

নুরুদ্দীন

এই ভালমানুষটির কথা রাখা উচিত—যতই না জেলেগিরি করুক, ওর মুখ কিন্তু রাজকীয়।

ইব্রাহিম

গান হবে—আমি গাইবো—এই বাগদাদ সহরে আমার মত গলা কার।

(গান)

যখন আমি ছিলাম তরুণ, বয়স ছিল কাঁচা
আমার ছিল মতলব ভারী মেয়েধরার খাঁচা ;
তখন যদি দৃষ্টিপথে আসতো কোন মেয়ে
কোলে তারে বসিয়ে নিতেম রূপসাগরের নেয়ে—
হোকনা তার বয়স বেশী, তন্বী নাই বা হলো,
শ্যামাঙ্গিনী যোলো কিম্বা হয়তো কালো ধলো ;

এখন আমি বৃদ্ধ জীর্ণ জরায় শিথিল তনু
তরুণীরা পালায় ভয়ে কম্পিত পরম অনু,
পরাণ আমার বেদন ভরা ব্যথায় জরজর
কেবলই শুনি কূজনধ্বনি, সরো সরো সরো,
দেখতে যদি কি ভ্রূভঙ্গি এখন আমার জোটে
পায়ের তলায় নৃত্যের তাল বেতাল হয়ে ফোটে।

ভারী চমৎকার গান, তবে ভারী দুঃখের—আমাদের সবচেয়ে মিষ্টি গানগুলিই সব চেয়ে দুঃখের চেতনা বয়ে নিয়ে আসে—কী বলছি, কে জানে—তা, তা!

আনিস-আলজালিস্

শেখ ইব্রাহিম, আমি বলছি, একটু চুপ করুন, আমি একটা গান ধরবো।

ইব্রাহিম

ও আমার মাণিক, আমার সোনা, গান গাও ত মৃগনয়নী, চুম্বনচর্চিতা চকোরী—স্ফুরিত অধরে আনো গীতলহরী। সত্যি আমার যদি ওঠবার ক্ষমতা থাকতো তো তোমায় ধরে নাড়া দিতাম, কিন্তু আমার অবাধ্য পদযুগল খুঁজে পাচ্চি না—আমি জানিনা কারা ওদুটো নিয়ে গেল।

আনিস্-আলজালিস্

ধৈর্য ধরো ধৈর্য ধরো
হে অধীর স্তব্ধ হও,
মনরে আমাব ঘুমিয়ে পড়ো,
হৃদয় আমার শান্ত রও,
ধুকধুকনি বন্ধ করে কাঁদতে শেখো, কাঁদতে শেখো
প্রতীক্ষার পত্রখানি চোখের জলে ভিজিয়ে লেখো;
বেঁচে থাকার জারকেতে করলে ত অনেক লাফালাফি
মদির দিনের নেশায় মেতে মাতাল মত দাপাদাপি—
জানোনা কী জীবন কেবল বেদনাতে ছলছল
রোদনভরা ব্যথার সুরে করে শুধুই টলমল।

হারুণ অল রশীদ

এ যে স্বর্গীয় সুর ও স্বর, দেবদূতদের গলা, কে তুমি নবীন যুবা, এবং কে এই মধুকণ্ঠ শুনি, তোমার খবর বলো।

নুরুদ্দীন

আমি হচ্ছি একজন নিগৃহীত মানুষ, দণ্ড পেয়েছি, মূল্য দিয়েছি, ভুলের মাশুল, কিন্তু মনে হচ্ছে বিনা বিচারে—সেই বিচারই আমি চাই মহানুভব খালিফের কাছে—মাছওয়ালা এখন যাও।

হারুণ অল রশীদ

তোমার গল্পটা বলতে দোষ কী—এসো এইদিকে, হয়তো আমি তোমায় কিছুটা সাহায্য করতে পারি।

নুরুদ্দীন

কেন বিরক্ত করছো, সরে পড়ো দিকিন, করজোড়ে প্রার্থনা জানাচ্চি, তুমি ত একজন গরীব জেলে।

হারুণ অল রশীদ

আমি শপথ নিচ্চি, তোমায় সাহায্য করবো।

নুরুদ্দীন

কেন গো, তুমি কি খালিফ নাকি ?

হারুণ অল রশীদ

ধরো যদি কপালগুণে হয়েই যাই ?

নুরুদ্দীন্

আমায় যেমন তাগাদা দিচ্ছো, তেমনি যদি মাছ ধরতে মনোযোগ দাও, তাহলে তোমায় পাকা মৎসশিকারী বলতে হবে।

(হারুণের সঙ্গে প্রস্থান)

আনিস্-আলজালিস্

শেখ শাহেব, দুএকটা মাছের টুকরো চলুক না—মাছটা মিষ্টি।

ইব্রাহিম

তুমি নিজেই একটি মিষ্টি মৎসকন্যা, তবে একটু বেশী পেকে গেছো—তোমার চারটে ড্যাবডেবে চোখ অর্থাৎ পদ্মপলাশ নেত্র, দু'টো নাক, একেবারে নিক্তিতে বসানো, তবে কিনা শেষের দিকটায় ডানদিকে একটু বাঁকা, যেন একটি হুক যেখানে হৃদয়টাকে ঝুলিয়ে রাখা যায়, কিন্তু দুজন আসে কোথা থেকে, কী মুস্কিল—আর একটাকে নিয়ে আমি কী করবো, সুন্দরী,—আমার ত হৃদয় মোটে একটা—হে প্রভু, তুমি আমার মস্তিষ্কে মত্তের সঙ্গে নিরেট্ গণ্ডেরও সম্মেলন ঘটিয়ে দিয়েছো আর তারপর আমার হবে সর্বনাশ, এবং তুমিই আমাকে অপরাধী করবে প্রভু ?

আনিস-আলজালিস্

আমার নাসিকাকে আর হুক্ বানিয়ে কুব্যাহার করোনা, তা যদি করো তাহলে তোমার সঙ্গে এই ইতি—আমার মন কিন্তু "কু" গাইছে।

(নুরুদ্দীনের প্রবেশ)

নুরুদ্দীন

উনি একটা চিঠি লিখছেন।

আনিস্-আলজালিস্

যাই বলুন প্রভু, মনে হচ্ছে উনি সাধারণ ধীবর শ্রেণীর লোক নন—উনি যদি খালিফ হতেন ?

নুরুদ্দীন

বুড়ো মাতাল ওঁকে করীম জেলে বলেই জানতো—কিন্তু প্রিয় আনিস, আমাদের স্বপ্ন যেন না আমাদের ভুলপথে নিয়ে যায়—জীবনটা হচ্চে শক্ত দুর্ধর্ষ, রংহীন, আমরা যেমনটি চাই তেমনটি নয়, তার অর্ধেকও সুন্দর নয়।

(হারুণের প্রবেশ)

হারুণ অল রশীদ

না, সে রাজা হবার উপযুক্ত নয়।

নুরুদ্দীন্

কখনো ছিল না। এখন দেরী হয়ে গেছে।

হারুণ অল রশীদ

বিদায়ের প্রাক্‌কালে কোন যৌতুক দেবে না ?

নুরুদ্দীন

তুমি ত একজন জেলে। (টাকার থলি খুলে)

হারুণ অল রশীদ

এর চেয়ে মূল্যবান কিছু নয় ?

আনিস-আলজালিস

এই আংটিটা নেবে ?

হারুণ অল রশীদ

না, আমি যা চাই, তাই আমাকে দাও।

নুরুদ্দীন

মহান্ হজরতের দোহাই—তোমার মুখ দেখবার মত—

হারুণ অল রশীদ

তোমার বাঁদীটিকে দাও

(সবাই স্তব্ধ)

নুরুদ্দীন

মাছওয়ালা, তুমি আমায় জালে ফেলেছো।

আনিস্-আলজালিস

এটা কী শুধু রসিকতা ?

হারুণ অল রশীদ

যুবক, তুমি মহামহিম পয়গম্বরের নামে শপথ করেছিলে।

নুরুদ্দীন্

আচ্ছা, বলো, তুমি কি ওর বদলে টাকা চাও, এই দুনিয়ায় আমার আর কিছু নেই, শুধু আনিস আর কয়েকটি টাকা।

হারুণ অল রশীদ

সুন্দরীকেই পছন্দ আমার।

আনিস্-আলজালিস্

ওরে হতভাগা!

নুরুদ্দীন্

অন্য সময়ে তোমায় আমি খুন করতাম, কিন্তু এখন ভগবানই আমার হাত পা বেঁধে রেখেছেন, চতুর্দিকেই বিপদ—আমার আর ভরসাও নেই, সাহসও নেই।

হারুণ অল রশীদ

তুমি কি ওকে আমায় দিচ্চো?

নুরুদ্দীন্

নাও, যদি স্বর্গের ঐ মত হয়, হে ভগবানের দূত, তুমি কি প্রতিশোধ, নিচ্চো, এইখানেই কি বসেছিলে আমার জন্য—এই বাগদাদে

আনিস্-আলজালিস্

না, না, আমায় ত্যাগ করো না, করো না—এটা রসিকতা ছাড়া কিছু নয়—হতে পারেনা, হবেনা, সর্বশক্তিমান এটা সহ্য করবেন না।

হারুণ অল রশীদ

আমি ভালোই চাই।

আনিস্-আলজালিস

তোমার আচরণ সর্বনাশী—ওগো মানুষটা শুনছো, তুমি কি সোজা নরক থেকে শয়তান সেজে এসেছো না তুমি আলমুয়ীনের গুপ্তচর আমাদের উপর অত্যাচার করবে বলে তুমি জুটেছো? প্রভু তুমি কি সত্যই আমায় ছেড়ে দেবে, কখনো আর চুম্বন করবে না?

নুরুদ্দীন্

এখন তুমি ওর, আমি আর তোমায় স্পর্শ করতে পারিনা।

হারুণ অল রশীদ

না, একবার চুম্বন করতে পারো।

নুরুদ্দীন

না, না, আমাকে প্রলুব্ধ করোনা, যদি আমার এই ওষ্ঠযুগল ওর ঠোঁটের নিকটেও যায়, তাহলে জেনে রেখো তোমার দিন শেষ, বিদায়।

হারুণ অল রশীদ

চললে কোথায়?

নুরুদ্দীন্

বসোরায়।

হারুণ অল রশীদ

অর্থাৎ মৃত্যুতীর্থে?

নুরুদ্দীন

হাঁ, তাই!

হারুণ অল রশীদ

আচ্ছা, অন্ততঃ এই চিঠিটা সুলতানের কাছে নিয়ে যেয়ো।

নুরুদ্দীন

বলে কী লোকটা, আর আমার তার সঙ্গে কি সম্পর্ক বা চিঠিরই কি দরকার?

হারুণ অল রশীদ

শোনো ওগো তরুণ বন্ধু—তোমার প্রেম আমার কাছে পবিত্র এবং মনে করো তোমার প্রিয়া তার বাপের বাড়ীতেই আছে। এই চিঠিটা নিয়ে যাও, আমার দেখতে যদিও জেলের মত লাগছে তবু আমি হচ্ছি স্বয়ং খালিফের বন্ধু ও সহপাঠী, ওঁর আত্মীয় বসোরার সুলতানেরও, এতে তোমার সাহায্যই হবে।

নূরুদ্দীন

আমি জানিনা তুমি কে, আর কি হবে এই কাগজের পরচায়, বা তার ক্ষমতা কতটুকু—সত্যিকথা বলতে কী এ সবের দরকারও নেই—আনিস-বিহীন জীবন আমি কল্পনাই করতে পারি না—ওকে ছাড়া আমার সব শূন্য, অথচ তুমি আমাকে এমন কিছু দিচ্চো যার উপর আস্থা রেখে আমি ভবিষ্যতের আশায় মশগুল হতুম—ও নিরাপদে থাকবে ?

হারুণ অল রশীদ

আমার নিজের সন্তানের মত বা খালিফের।

নূরুদ্দীন

যাক্ তাহলে একহাত খেলা যাক্—বসোরার মাঠে আর যমরাজের সঙ্গে একদান। (প্রস্থান)

ইব্রাহিম

করীম, তুই বদমাইস জেলে, ধূর্ত মাছওয়ালা, কপট পাশাখেলায় ওস্তাদ, পশুর মত লম্পট, আর তুই কিনা, এক দিরহামও দাম নয় পচা মাছ দিয়ে আমার এই রূপসী ক্রীতদাসীটিকে নিতে চাস্—বেশী চালাকী করবি ত দাড়ি উপড়ে দেবো।

(হারুনের দাড়ি ধরে টান)

হারুণ অল রশীদ

(তাকে ফেলে দিয়ে)

উজীরজাফর, বেরিয়ে এসো, এখনি (জাফরের প্রবেশ), আমার রাজকীয় পোশাক আছে ?

(নিজের পরিচ্ছদ পরিবর্তন)

জাফর

কী ইব্রাহিম মিঞা, মাননীয় শেখসাহেব, লাগছে কি রকম—ছিঃ এখনও ঐ বদ জিনিষটার দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে যে, মদ, ছিঃ !

ইব্রাহিম

শয়তান, শয়তানই জাফরের বেশে এসেছে, সে বেটা পারসীক, শিয়া মতাবলম্বী, শুধু কতকগুলো বিরুদ্ধ মত চালিয়ে দেয়, যা তা বলে, জ্ঞেয়তা অজ্ঞেয়বাদের পোষক, সেই বাক্-সর্বস্ব বদমাইস উজীর—দূরে চলে যা—আসিসনি এখানে—বিচারমূঢ় বর্বর ?

হারুণ অল রশীদ

সুন্দরী, বদনখানি তোলো, আমিই খালিফ।

আনিস-আলজালিস

আপনি যেই হোন্‌না কেন, তাতে আমার কি যায় আসে, আমার হৃদয়, আমার হৃদয় !

হারুণ অল রশীদ

তুমি হকচকিয়ে গেছো—ওঠো, আমিই খালিফ্, আমায় লোকে বলে ন্যায়নিষ্ঠ—আমার কাছে তুমি নিরাপদে থাকবে একেবারে নিজের মেয়ের মত—আমি তোমার প্রিয়তমকে পাঠিয়েছি বসোরায় সুলতান হবার জন্য এবং পরে পাঠাবো তোমায় মণিমাণিকে দামী পোষাক-পরিচ্ছদ, সুন্দরী পরিচারিকা সঙ্গে দিয়ে—হৃদয় দিয়ে হৃদয়েশ্বরকে ফিরে পাবে সুন্দরী, ভয় নেই—বরং খুশী হও, আনন্দ করো।

আনিস-আলজালিস

ও, আমার মহান প্রভু, খালিফ রাজরাজেশ্বর।

হারুণ অল রশীদ

শেখ ইব্রাহিম !

ইব্রাহিম

না, যা দেখছি, আপনিই খালিফ আর আমি মাতাল—খুব খানিকটে মদ গিলে যা তা বকছি, না !

হারুণ অল রশীদ

ঠিক কথা বলেছো, সত্যবাদিতার জন্ম তোমায় প্রশংসা করতে হয়—একবার নয়, দু-দুবার—কিন্তু শাস্তি তোমায় দিতেই হবে,—অবশ্য এই তরুণ তরুণীর প্রতি মমতা দেখিয়েছ সেটা প্রশংসাযোগ্য—তাই আর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম না বা চাকরী থেকে বরখাস্তও করলাম না। সেই সর্বশক্তিমানের প্রতিভূর দাড়ি ধরে টেনেছো সেটাও না হয় অগ্রাহ্য করলাম, কিন্তু তোমার ঐ বদখেয়ালী মিথ্যাচার কদাচারগুলো ত উড়িয়ে দেওয়া যায়না—জাফর, একটা লোক নিযুক্ত করে দাও, সমস্তক্ষণ ওর চোখের সামনে মদের পিপে নিয়ে বসে থাকবে, এক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণও যদি খেতে চায়, তো জোর করে গ্যালনগ্যালন পেটে ঢুকিয়ে দেবে। আর কতকগুলো সুন্দরী মেয়ে এনে ছেড়ে দাও ওর সামনে, সদাসর্বদা থাকবে ওর আশেপাশে, ও যদি তাদের পায়ের আঁঙটের উর্ধ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তাহলে ওকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বিক্রী করে দেবে বাগদাদের সবচেয়ে কড়া আচারপরায়ণ বাড়ীতে। না, না, বুড়ো বিটকেলটাকে সায়েস্তা করে বদলাতে হবে।

ইব্রাহিম

তার ঐ নরম ঠোঁটদুখানি—মধু, মধু—মধুর মিষ্টি ওষ্ঠযুগল!

জাফর

প্রভু, আপনি কার সঙ্গে কথা কইছেন, ও এখনও মাতাল।

হারুণ অল রশীদ

আচ্ছা, কাল যখন ওঁর হুঁস হবে, আমার কাছে নিয়ে আসবে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

বসোরা ও বাগদাদ

প্রথম দৃশ্য

(আলমুয়েনের গৃহের একটি কক্ষ)

আলমুয়েন, ফরীদ

ফরীদ

বাবা, আমায় টাকা দিতে হবে।

আলমুয়েন

বড্ড খরচ করো তুমি—আচ্ছা অন্যসময়ে এ বিষয়ে কথা হবে, এখন যাও।

ফরীদ

তোমায় টাকা দিতে হবে !

আলমুয়েন

বলছি যাও ; আমার মেজাজ কিন্তু গরম হচ্ছে।

ফরীদ

(তার চারদিকে নাচতে নাচতে)

টাকা দাও, টাকা দাও, টাকা, টাকা।

আলমুয়েন

আচ্ছা নচ্ছার ছেলে ত, যেন ফোড়ার মত চামড়ার উপর ফুটে বেরিয়েছে, বেল্লিক ! (প্রহার)

ফরীদ

আমায় মারলে !

আলমুয়েন

বেশ, টাকা পাবে, এখন যাও।

ফরীদ

কতো ?

আলমুয়েন

যা চাইছো তার অর্ধেক, এখন যাও, বিরক্ত করোনা আর আমার জন্য এক কাপ জল পাঠিয়ে দিতে বলো।

ফরীদ

হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আমাকে আবার মারবে ?

(প্রস্থান)

আলমুয়েন

না, ঐ নুরুদ্দীন ছোঁড়াটা আমায় বোকা বানালে দেখছি, ওর রকমসকম গতিবিধি ভালো বুঝছি না। মনটা উতলা হয়েই রয়েছে, আর মুরাদ, তারতো এখন সুলতানের সঙ্গে বেশ দহরম মহরম দেখছি, সমস্তক্ষণই কানে ফুসফুস গুজগুজ চলছে—ব্যাপারটা কী ? আমারই সর্বনাশের মন্ত্রণা হচ্ছে না কি ? না আমাকে এখনও ওর দরকার। আর ইবনসয়ী ফিরছেন শীঘ্রই ঠিক, কিন্তু সেখানে আমার জন্য—ক্রমে তাঁর কাজকর্মের ফয়সালা করলে দেখা যাবে যে তাঁর কপালে লাভের অঙ্ক লবডঙ্কা, ফলে স্কন্ধ থেকে মুণ্ডটির চ্যুতি—জল্লাদের খড়্গের কাছে আত্মসমর্পণ।

(জলের পাত্র হাতে একটি ক্রীতদাসের প্রবেশ)

হ্যাঁ, এইখানেই রাখো—ভাগ্যটা এখনও সম্পূর্ণ বিগড়োয়নি,—ফরীদের কণ্ঠেই ঝুলবে ওদের দুনিয়া।

(ফরীদকে টানতে টানতে খাতুনের প্রবেশ)

খাতুন

জল খাওয়া হয়নি এখনও।

ফরীদ

কেন আমায় টেনে নিয়ে এলে? দুষ্টু মেয়েমানুষ তোর আঙুল কামড়ে দেবো।

খাতুন

নরকের কীট—উজীর ঐ জল স্পর্শ করবেন না।

আলমুয়েন

কেন, কী হলো?

খাতুন

ঐ হতভাগা কুলাঙ্গারটা, যাকে জন্ম দিয়েছো—যার আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির কোনো সামঞ্জস্য নেই—এখন তোমারই উপর প্রতিহিংসা নিতে চায়—ঐ জলে বিষ মেশোনো।

আলমুয়েন

তুমি না ওর গর্ভধারিণী. তুমি কি অপ্রকৃতিস্থ? ছেলের নামে এ অপবাদ দিতে লজ্জা করে না—তোমার নিজের সন্তান?

ফরীদ

বাবা, মা আমায় ঘেন্না করে, তুমি ঐ কাপের জল খেয়ে প্রমাণ করে দাও তো তুমি কতো ভালোবাসো আমায়।

খাতুন

কেন, আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই বুঝি—জলটা একটা কুকুরকে খাওয়াও, দেখো কী হয়।

আলমুয়েন

এই বান্দা, নিয়ে যাও এটা, একটা নিগ্রোকে দাও পান করতে, আর ওরে দুর্বৃত্ত, এখনি পিঠের চামড়া তুলছি।

খাতুন

তোমার মত জীবনকে রক্ষা করবার পুরস্কার ঈশ্বর নিশ্চয়ই হাতে হাতে আমায় দেবেন—দণ্ডদাতা দণ্ড দেবেন।

আলমুয়েন

যত বড় জিভ তত বড় কথা—তোমায় আজ দেখাচ্ছি।

(মারিবার জন্য হস্ত উত্তোলনের সময় ক্রীতদাসের পুনঃপ্রবেশ)

ক্রীতদাস

হুজুর, জল গলা পর্যন্ত যায় নি—হাতপা খেঁচে লোকটা পড়ে গেল—মরে গেছে।

আলমুয়েন

ফরীদ !

ফরীদ

আমায় আর মারবে ? আমি যা চেয়েছি তার অর্ধেক দেবে ? জলটা খেলেনা কেন ? তাহলে তোমার সব সম্পত্তি, টাকা আমি ফুঁকে দিতাম।

(দৌড়ে পলায়ন)

আলমুয়েন

হা, ভগবান !

খাতুন

কী মারবে না ?

আলমুয়েন

যাও ! (খাতুনের প্রস্থান)

এ কী আশ্চর্য ভয়াবহতা, এই আঘাতে আমি কী টলে পড়বো ? আমার কাল কী ঘনিয়ে এসেছে ? আমাকে যদি কেউ মারতো, আমিও কি ছেড়ে কথা কইতাম—না, ওর মধ্যে আছে একটা মারাত্মক ঋত্বিক—ভয় নেই ডর নেই, নীতিজ্ঞান নেই, উচ্ছল প্রকৃতি—মারকে সে মার দিয়েই শোধ দিতে

খানে—না ওকে ভোলাতে হবে—আমার নিজের রক্ত ওর মধ্যে—তাকে শেষ হতে দেওয়া চলবে না, মার খাওয়াও চলবে না, ওকে টাকা দেবো, আর যা কিছু চায় সবই।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বসোরার প্রাসাদ)

আলজিয়ানী, মুরাদ, আলমুয়েন, আজীব

আলজিয়ানী

তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমি পছন্দই করি, আমি ওর উন্নতির জন্য চেষ্টা করবো—তবে তোমার আর মুরাদের মধ্যে যদি কিছু ঘটে থাকে, সেটা চাপাই থাকুক—তোমরা দুজনেই আমার বিশ্বস্ত উপদেষ্টা।

আলমুয়েন

না, না, আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই, মুরাদ ভাই সব ভুলে যাও, আমি যদি কিছু চেয়ে থাকি তার জন্য দুঃখিত।

মুরাদ

তাই হবে, যা বলেন আপনি।

আলমুয়েন

এসো, তুমি আমার ভায়ের ছেলের মতো।

(বাইরে কণ্ঠস্বর)

কোথায়! সুলতান সাহেব, মহম্মদ আলজিয়ানী, সুলতান কই!

আলজিয়ানী

ঐ আরবটা কে?

আলমুয়েন

(জানালার কাছে গিয়ে)

হা ঈশ্বর, এ যে নুরুদ্দীন্ দেখছি, অসম্ভব !

আলজিয়ানী

হয়তো তার অতি সাহসই তাকে পাগল করেছে।

আলমুয়েন

হ্যাঁ সেই বটে।

মুরাদ

শয়তান আর তার অপবিত্র আনন্দ।

আলজিয়ানী

ওকে টেনে নিয়ে এসো আমার কাছে! না, আজীব ওকে আস্তে আস্তে ধরে আনো।

(আজীবের প্রস্থান)

জানিনা, কোন শক্তির বলে সে এসেছে এখানে।

আলমুয়েন

উন্মাদের শক্তি।

মুরাদ

কিম্বা স্বর্গের, যখন সেই পরমশক্তিমানের ক্রোধ আমাদের অসঙ্গত ইচ্ছাকে দমন করে শাসন করে।

(আজীবের সঙ্গে নুরুদ্দীনের প্রবেশ)

নুরুদ্দীন্

নমস্কার, আদাব, বসোরাধিপতি সুলতান আলজিয়ানী, নমস্কার, সেলাম, পিতৃব্যমহাশয়—আশা করছি আপনার নাসিকা এখন সরলত্ব প্রাপ্ত হয়েছে? —আজীব ভাই, মুরাদভাই বহু অভিনন্দন জানাচ্ছি—আমি ফিরে এসেছি !

আলজিয়ানী

তোমার স্পর্ধা ত কম নয়, তোমার চোয়াড়ে কথাবার্তা আর ব্যবহারও সুরুচিসঙ্গত নয়? তুমি কি জানোনা তোমার বিরুদ্ধে কি শাস্তি প্রচারিত হয়েছিল?

নুরুদ্দীন্

আরে, আমিও ত এক হুকুমনামার বার্তাবহ, সেও এক ধরনের মাৎস্যন্যায় লিপি—এই যে দেখুন না, কিন্তু সাবধান—এ আমার পাশার দান—জীবন মৃত্যু যেন পায়ের ভৃত্য।

আলজিয়ানী

কী! চিঠি, আমার নামে?

নুরুদ্দীন্

মহামান্য সুলতান, এ চিঠি লিখেছে আপনার মেহমান্ সেই দুর্ধর্ষ মৎস্যশিকারী মানুষটা, যে বাগদাদে মাছ চুরি করে আর ছেঁড়া জামা পরে বেড়ায়।

আলজিয়ানী

কী ভেবেছো তুমি? সোজা সিংহের বিবরে ঢুকে তার সঙ্গে হাসিতামাসা করতে চাও?

নুরুদ্দীন্

যদি আমি পশুরাজের কেশরটা দেখতে পেতাম, তাহলে অন্তত তার কেশাগ্র ধরে থাকতাম—শুধু উৎক্ষিপ্ত লাঙ্গুলে আর কী হবে? কতো জীবজন্তুর তা আছে এমন কি শার্দুলপ্রবরেরও—তা আপনি চিঠিটা পড়ুননা।

আলজিয়ানী

আলমুয়েন—চিঠিটা পড়ো।

আলমুয়েন

মহামান্য খালিফের চিঠি এটা দেখা যাচ্ছে—মর্ম এই—পূর্ব ও পশ্চিমের তিন মহাদেশের সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি বিশ্বস্তদের মহানপ্রভু হারুণ-অল-রশীদ তাঁর সাদর সম্ভাষণ ও শান্তির আমন্ত্রণ জানিয়ে এই লিপি পাঠাচ্ছেন বসোরার সামন্ত নরপতি সুলেমানের পুত্র মহম্মদকে, যাঁকে লোকেরা আলজিয়ানী বলে ডাকে—এই পত্রপাঠ মাত্র তুমি তোমার রাজকীয় পোষাকপরিচ্ছদ, রত্নখচিত পাগড়ী তরবার পরিত্যাগ করে এই পত্রবাহক উজীরপুত্র নুরুদ্দীনকে পরিয়ে দেবে এবং তোমার পরিবর্তে তাকে বসোরার রাজসিংহাসনে বসিয়ে দেবে, তারপর যদি বাঁচতে চাও তাহলে বাগদাদে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তোমার নামে যে বহু গুরুতর অপরাধের অভিযোগ এসেছে তার সুষ্ঠু জবাব দেবে।

নুরুদ্দীন্

খালিফের নির্দেশ।

আলজিয়ানী

আমার পরাক্রান্ত রাজভ্রাতার আদেশ পালিত হবে। কিন্তু তুমি পত্রটিকে আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে কি দেখছো?

আলমুয়েন

ভালো করে দেখছি—আমার মনে হচ্চে এটা জাল!—সিলমোহর কই—সম্রাটের নামলাঞ্ছিত পরোয়ানা কই? মহামান্য খালিফ কী এই রকম ছেঁড়া পাতাতেই লিখে থাকেন? আমি আমার জীবন শপথ করে বলতে পারি যে এই বেটা বদমাইস মহামহিমান্বিত খালিফের হিজিবিজি লেখা কোন কাগজ খুঁজে পেয়ে তাতে আপনার ও তাঁর নাম লিখে নিয়ে এসেছে এখানে বাহাদুরী করতে।

আজীব

এটাতো আস্ত কাগজ ছিল—ছিন্নপত্র কে বললে—আমি দেখেছি।

আলমুয়েন

অর্বাচীন থামো!

আজীব

না, আমি থামবোনা, তুমি ছিঁড়েছো।

আলমুয়েন

তাহলে ছেঁড়াটুকরোগুলো গেলো কোথায়—ইচ্ছা হয়তো খুঁজে বার করো।

আলজিয়ানী

কোই হ্যায়।

(রক্ষীদলের প্রবেশ)

আজীবকে কারাগারে নিয়ে যাও, পরে ওর বিচার হবে।

(রক্ষীপরিবৃত হয়ে আজীবের প্রস্থান)

তুমি বেয়াদব, ঐ উদ্ধত মুখ নিয়ে আর তপ্তকটাহের মত কথার মালা গেঁথে পকেটে জাল দলিল নিয়ে এসেছো এখানে চালাকী করতে—নিয়ে যাও ওকে এখান থেকে, শূলবিদ্ধ করো ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে।

মুরাদ

শুনুন জাঁহাপনা।

আলজিয়ানী

তুমি ওর ভগিনীপতি।

মুরাদ

আপনার নিজের জন্য শুনুন—আপনি কি ভেবেছেন যে যদি আপনার ভাগ্যের এই লিখনই হয় যে এই চিঠি ও নির্দেশ সত্য, তাহলে হারুন যখন জানতে পারবেন যে তাঁর আদেশ কিরকমভাবে প্রতিপালিত হয়েছে তখন আপনার দশা কি হবে—আর আপনার ত শত্রুর অভাব নেই, খালিফের কর্ণও বধির নয়।

আলজিয়ানী

শীঘ্র দূত পাঠিয়ে দাও—সত্য খবর নাও।

আলমুয়েন্

ততদিন আমার স্ত্রীর ভগিনীপুত্রটি আমার হেফাজতে নিরাপদে থাকুন।

মুরাদ

না, আপনি ওর শত্রু।

আলমুয়েন্

এবং তুমি তার মিত্র। তোমার কাছ থেকে সে আবার পলায়ন করবে।

আলজিয়ানী

উজীর, আপনিই ওকে রাখুন, ভালো করে ব্যবহার করবেন।

আলমুয়েন

রক্ষীদল, একে নিয়ে যাও।

(রক্ষীদলের প্রবেশ)

নুরুদ্দীন্

না, খেলায় হারজিত আছেই—আমার পাশা পড়লোনা, আমি হারলাম।

(প্রহরীদের সঙ্গে প্রস্থান)

আলজিয়ানী

সবাই চলে যাও, উজীর, আপনি শুধু থাকুন।

(মুরাদের প্রস্থান)

আলমুয়েন্, এখন কী কর্তব্য ?

আলমুয়েন্

ওকে নিশ্চিহ্ন করে দিন তাহলেই নিশ্চিন্ত হবেন।

আলজিয়ানী

কিন্তু সত্যিই যদি মহামহিমান্বিত খালিফের ঐ আদেশ হয়, হঠাৎ একটা বেয়াদবী করে ফেললে—

আলমুয়েন্

আপনার সাহস নেই, তাহলে হারুণের কথাতে মাথার মুকুট ফেলে দিয়ে বাগদাদে তাঁর দ্বাররক্ষকের পদ চেয়ে নিন। মদোন্মত্ত পানাসক্ত ছোকরার কথা কদিন খালিফের মনে থাকবে, না ভয় করছেন ঐ তুর্কীটাকে, যে আপনাকে

অন্নবিত্তর শাসিয়ে গেলো—সুলতান আলজিয়ানী মন স্থির করে ফেলুন, কি বলেন আপনি?

আলজিয়ানী

ওকে আমি চুপ করিয়ে দেবো এখন—ছোঁড়াটাকে দশটা দিন আটকে রাখুন—যদি কিছু গোলমাল না হয়, তবে তারপর একেবারে শিরশ্ছেদ।

(প্রস্থান)

আলমুয়েন্

কেবল ভড়ং আর কথা—রাজ্য রাখতে গেলে তাতে চলেনা—শক্ত হতে হয়। ওকে ধরা মানেই উজীরকে ধরা, সেনাপতিকে কায়দায় ফেলা। মুঠো আল্‌গা করলেই বা হাত কাঁপলেই সব গেলো—একেবারে অতলসিন্ধুতলে—এইভাবেই রাজারা রাজ্য হারায়। যাক্ তবু দশটা দিন পাওয়া গেছে, দেখা যাক মার ধোরে বুক ফাটে, মুখ ফোটে কিনা। খালিফের বন্ধুত্বের পর স্বয়ং ভগবান কী ওর সুহৃদ হবেন? আমার শত্রুকুল নির্মূল হবে আমার সবল হাতে। মুরাদ গেছে—দুনিয়া এখন আমার হাতের মুঠোয়, আমিনাও শুনছি ওরি কাছে গুপ্তভাবে লুকিয়ে আছে—কিন্তু সেই মেয়েটা গেলো কোথায়—মহান ঈশ্বর তাকে আমার জন্যই রেখেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—জীবনের প্রান্তিকে এসে একটি শেষ মিষ্টিগ্রাস—ফরীদ খুশী হবে, কিন্তু হারুণ—তাঁর বেঁচে থাকার কী দরকার—এ সংসারে কি তরবারের আর বিষের অভাব হয়েছে?

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(আল্‌মুয়েনের গৃহে একটি কারাকক্ষ)

নুরুদ্দীন্—একক

নুরুদ্দীন্

কতো আপাতমধুর পাপ আমরা করি এবং তারপরে বলি যে ভগবানকে দিয়েছি ফাঁকি। কিন্তু তা হয় না, তাঁর বিচিত্র বিচার, তিনি অপেক্ষা করে

থাকেন, সময় হলেই তাঁর অশনি পড়ে মাথার উপর। চক্‌চকে ঝক্‌ঝেকে রাস্তায় চলেছি, দেখা গেল, জুতোয় লেগেছে কাদা, আমাদের তিনি কর্দমাক্ত করে ছেড়ে দিলেন। যাক সব-কিছু দুঃখকষ্ট ব্যথা আমি নীরবে সহ্য করে যাবো—এইখানে এই ঘরের অন্তঃপুরে, কিন্তু ওখানে নয়। তাইতো কে আসছে, খাতুন মাসী, না?

(একটি ক্রীতদাস সহ খাতুনের প্রবেশ)

খাতুন

আমার নুরুদ্দীন্!

নুরুদ্দীন্

কেঁদোনা মাসী, আমার জন্য কেঁদোনা।

খাতুন

কাঁদবো না, তুই যে আমার নিজের বোনের পেটের ছেলে। আমার আর কে এতো আপন আছে? আলি ওকে খাবার দাও, ওকে সেবাশুশ্রূষা করো, ক্রুদ্ধ উজীরের রোষচক্ষুকে ভয় নেই, আমি তোকে রক্ষা করবো।

দাস

ওঁর কাজ বা পরিচর্যা আমি খুশীর সঙ্গেই করবো।

খাতুন

কীসের শব্দ শুনছি, অনেক লোকের পায়ের শব্দ না?

(আলমুয়েন্ ও দাসদের প্রবেশ)

আলমুয়েন্

ওকে ধরো, মারো,—বদমাইস, গুণ্ডা, লোচ্চা! মেরে ছাতু করে দাও, তপ্ত লৌহশলাকা পুরে দাও। গিন্নী, তুমি করছো কি এখানে শুনি? তুমি কি বাধা দেবে নাকি?

খাতুন

স্বয়ং মহামান্য সুলতানের বন্দীকে স্পর্শ করবার স্পর্ধা কার? এ-সব হাঙ্গামার কারণ কি?

আলমুয়েন্

আমার ছেলে, আমার ছেলে,—ও আমার বুক পুড়িয়েছে, আমি ওর দেহটা পোড়াব না?

খাতুন

কী হয়েছে, শীঘ্র বলো।

আলমুয়েন্

ফরীদ খুন হয়েছে।

খাতুন

কী সর্বনাশ, কে করলে এমন কাজ?

আলমুয়েন্

এই দুবৃত্তের বোনটা।

খাতুন

দুনিয়া? হতেই পারে না, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। এই বান্দা, বলতে পারছিস না কেন? কী হয়েছে?

একজন ক্রীতদাস

আমাদের তরুণ প্রভুটি লোকজন দিয়ে দুনিয়াকে কেড়ে নিয়ে আসবার জন্যে মুরাদের বাড়ী যান। আজীবের ক্রীতদাসী বালকিস্ আর মীমুনার সঙ্গে তখন সে বীণা বাজানো শুনছিল। আমরা বাড়ী আক্রমণ করলেও মহিলাটিকে কেড়ে আনতে পারিনি—মীমুনা তরোয়াল হাতে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছিল অনেকক্ষণ। এমন সময় খবর রটে গেলো এবং মুরাদ হাওয়ার বেগে সসৈন্যে এসে উপস্থিত। ততক্ষণে মীমুনা আঘাত পেয়েছে, দুনিয়াকে ফরীদসাহেব পাকড়েছেন। তিনি দুনিয়াকে বর্মের মত ব্যবহার করছিলেন, বালকিস্ তাঁকে ফেলে দেয় এবং ঐ দুর্দান্ত তুর্কীটা তখন তাকে তলোয়ারের আঘাতে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। তিনি তক্ষুনি মারা যান।

খাতুন

হাঁ, আমার পুত্র।

আলমুয়েন্

এখন এই দুরন্ত ঘোড়াটাকে আমার হাতে ছেড়ে দেবে কি?

খাতুন

উজীর সাহেব, ওর কী দোষ, ওকে স্পর্শ করলেই আমি খবর দেবো রাজাকে। যদি কেউ ফরীদকে মেরে থাকে সে তুমি—সেই ছোট্ট ছেলেটি যে আমার কোলে কাঁধে মানুষ, আমার স্তনপান করে বড় হয়েছিল, তাকে মেরেছো তুমি—শুধু দেহে নয়, আত্মায়, মনে। আমি যাবো, প্রার্থনা করবো সেই সর্বশক্তিমানের কাছে, আমার হতপুত্রের মৃত্যুর জন্য যে দায়ী তার প্রতি তাঁর রোষাগ্নিই প্রজ্জলিত হোক, প্রতিহিংসা সফল হোক।

(প্রস্থান)

আলমুয়েন্

ঐ মেয়েমানুষটা আমার সমস্ত রাগকে প্রতিহত করে দেবে তা হয় না। নুরুদ্দীন্ তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করবো, তুমি শুনবে আমি দুনিয়ার কী করেছি, তারপর তার মায়ের ঐ কোমল দেহটাকে নিয়ে কী খেলা খেলি—আর মুরাদ, মুরাদ তোমার ছেলে নেই—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তোমায় যদি একটা ছেলে দিতেন···

(প্রস্থান)

নুরুদ্দীন্

হে দীনদুনিয়ার মালিক, তোমার প্রচণ্ড অভিসম্পাত যেন নির্দোষীর উপর না পড়ে—দুনিয়া, আমার মা—ঐ উন্মত্ত অত্যাচারীর হাত থেকে তিনি তোমাদের রক্ষা করুন।

(যবনিকাপাত)

চতুর্থ দৃশ্য

বসোরার একটি গৃহ

ছুনিয়া, আমিনা

ছুনিয়া

চুপ করো মা, চুপ করো, শান্ত হও।

আমিনা

কোন প্রাণে তুই আমাকে শান্ত হতে বলিস? আমার নুরুদ্দীন্ মরতে বসেছে, মুরাদের হয়েছে জেল, আমরা লুকিয়ে বেড়াচ্ছি, এই অন্ধকার গর্তে রয়েছি অত্যাচারী রাজার ভয়ে।

ছুনিয়া

না, মা, আমার মনে হয় যে তোমার ঐ পরমশক্তিমান প্রভুটি আমাদের ছোট্ট পাপ বা অন্যায়গুলোর দিকেই বেশী নজর দেন, যখন আমাদের চেয়েও ঢের বেশী পাপীবদমাইসরা হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শান্ত হও মা, খবর আছে, আমার স্বামী কয়েদখানা থেকে লিখছেন, পড়ছি শোনো—

(পত্রপাঠ)

ছুনিয়া, আমি লুকিয়ে এই লিখছি, কেঁদোনা, মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ো—এখনও আশা আছে। মহামান্য খালিফ্ বসোরায় আসছেন এবং সুলতান তাঁর নিজের প্রয়োজনেই আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন। তাছাড়া আমি তোমার বাবার খবর পেয়েছি, তিনিও ফিরছেন, বসোরা থেকে ছুদিনের দূর জায়গায় পৌচেছেন তিনি—তাঁকে জরুরী এত্তেলা পাঠিয়েছি, যাতে তিনি তাড়াতাড়ি আসেন, কিন্তু কোন খারাপ খবর দিইনি যাতে তাঁর মন ভেঙে যায়। আমরা বান্ধবহীন নই—ছুনিয়া, প্রিয়দর্শিনী, প্রিয়তমা…তারপর যা লিখেছে সেটা আমার জন্য।

আমিনা

শুনি না, দোষ কি?

দুনিয়া

ওসব কিছু নয়, আজেবাজে লেখা—একটা অসভ্য তুর্কী যেমন লেখে।

আমিনা

তাই বুঝি চিঠিটা তুই ঠোঁটে ঠেকালি—চুম্বন করলি ?

দুনিয়া

যাক বাঁচা গেলো, তোমার মনে শান্তি আর আশা এসেছে, এই যথেষ্ট—চোখের জলের সঙ্গে হাসি দেখছি যে !

আমিনা

তিনি আসুন—আমার স্বামী, সব রক্ষা পাবে—আমার বিশ্বাসই হয়নি যে পরম কারুণিক আমাদের এতো শীঘ্র ভুলবেন।

দুনিয়া

(স্বগতঃ)

আসছেন বটে তিনি, কিন্তু কি ভাগ্যে আছে কে জানে।

(জোরে)

হাঁ, মা, সত্যি তিনি এলে আমাদের সব দুঃখ কেটে যাবে, সব দিক রক্ষা পাবে।

আমিনা

মীমুনা, কেমন আছে ?

দুনিয়া

একটু ভালো, আমাদের জন্য সেই তুমুল সংঘর্ষে বেচারী বড্ড আঘাত পেয়েছে। বালকিস্ ওর কাছে আছে। চলো, মা, দেখে আসি।

আমিনা

আমার ছেলে, এখনও আশা করছি, নিশ্চয়ই রক্ষা পাবে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

বাগদাদ

খালিফের প্রাসাদের অন্তঃপুর (মহিলামহল)

আনিস্-আলজালিস্ ও পরিচর্যারত বহু ক্রীতদাসীর দল

আনিস্-আলজালিস্

বলদিকিন্ তোরা—উনি কি যাচ্ছেন ?

একটি দাসী

হ্যাঁ, তিনি যাচ্ছেন।

আনিস্-আলজালিস্

শীগ্গীর—আমার বীণাটা !

গীত

রুমের বাদশা বড় হতে পারেন
খালিফ্ হতে পারেন আরো মহান্
কিন্তু তাঁদের চেয়েও বড় আছেন একজন
যাঁর কাছে আমাদের সব প্রার্থনা গিয়ে পৌছয় ;
আমি সামান্য দরিদ্র দাসীকন্যা
চোখের জলে বলছি হে প্রভু,
যেদিন মৃত্যুকবর থেকে পৃথিবীর মানুষরা দাঁড়াবে তোমার সম্মুখে
সেই শেষের দিনে আমি চাইবো বিচার—
রাজার অবিচারের, সেই রাজাধিরাজের মহাকরণে।

সখীরা, উনি কি আসছেন ?

একটি দাসী

মহামান্য খালিফ্ আসছেন।

(হারুন ও জাফরের প্রবেশ)

হারুন-অল-রশীদ

তুমিই বাঁদী আনিস-আলজালিস ?
ঐ গান গাইছিলে কেন ?

আনিস-আলজালিস

মহামান্য খালিফ, আপনার অবগতিরই জন্য,
আমার প্রিয় প্রভুকে কোথায় পাঠিয়েছেন ?

হারুন-অল-রশীদ

বসোরায়, রাজা সে।

আনিস-আলজালিস

কে বললে আপনাকে ?

হারুন-অল-রশীদ

নিশ্চয়ই, তাই হবে।

আনিস-আলজালিস

কোন খবর পেয়েছেন ?

হারুণ-অল-রশীদ

তা যা বলেছো একটু অস্বাভাবিকই ঠেকছে, সাতদিন হয়ে গেলো, একটা চিঠিও আসেনি।

আনিস-আলজালিস

কী বলবো প্রভু, আপনি খালিফ, মহান নেতা, আপনাকে লোকে বলে ন্যায়নিষ্ঠ মহৎ—আব্বাসাইডবংশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—আমি একজন সহায়-সম্বলহীনা গরীব দাসীকন্যা, কিন্তু আমার দুঃখ যে কোনো রাজার চেয়েও বেশী জাঁহাপনা, আমার আত্মার অতি প্রিয় স্বামীকে আপনি একক পাঠিয়েছেন, তারই ভীষণ শত্রু এক অত্যাচারী সুলতান ও ততোধিক দুর্ধর্ষ উজীরের কাছে—সে গেছে একা, সঙ্গে নেই লোকজন বন্ধু সৈন্যসামন্ত বা রক্ষীদল, এতোদিন তাকে কি তারা মেরে ফেলেনি। আমার প্রিয় স্বামীকে অক্ষত অবস্থায় আমার বাহুবল্লরীর মধ্যে এনে দিন, না হলে আমি সেই শেষের দিনে খালিফ

হারুন-অল-রশীদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে বলবো—হে পরম শক্তিমান—বিচার করো—সেই অনন্ত শাশ্বত সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে বলবো—বিচার করো, সেখানে নামের মোহ নেই, রাজকীয় মর্যাদা নেই, পার্থিব শক্তিসম্পদের মূল্য নেই—সেখানে এই বিচারপ্রার্থিনী নির্যাতিতা রমণীর ক্ষীণ কণ্ঠও প্রলয়ের দুন্দুভির মত বজ্রগর্জনে বেজে উঠবে—জবাব দিন প্রভু।

হারুণ-অল-রশীদ

আনিস্—আমার স্থির বিশ্বাস যে তোমার প্রিয়তম ভালই আছে। কিন্তু না, আমার পূর্বপুরুষদের পুণ্যনামে শপথ করে বলছি, পরোয়ানাটি আমার সিলমোহর ও স্বাক্ষরলাঞ্ছিত ছিল। হাজার হাজার সৈন্যের চেয়েও তার ক্ষমতা বেশী। যদি সেই আদেশ সে অমান্য করে থাকে তবে হারুণের আত্মীয় হওয়ার চেয়ে তার উচিত ছিল একটা দরিদ্র ভিক্ষুকের কুলমানহীন পুত্র হয়ে জন্মানো—আর আমার ক্রোধবহ্নি যদি একবার জ্বলে ওঠে তাহলে আরবের মরুঝড়ের দুর্দান্ততাও তার কাছে তুচ্ছ—সব-কিছু ভেঙে চুরে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারি। জাফর তুমি এখনি যাও বসোরায়, পিছনে সৈন্যবাহিনী চলুক। কোনমতে দেরী না হয়, ঝড়ঝঞ্ঝা প্রলয়রাত্রি কিছুই যেন বাধা না ঘটায়—আমি আসছি তোমার পিছনে আর নিয়ে যাও এই সুন্দরীটিকে আর পঞ্চাশটি দাসী-কন্যাকে, বসোরার নবীন সুলতানকে ভেট দিয়ো। আমি তোমাকে ক্ষমতা দিলাম রাজা মহারাজা সুলতান যিনিই হোন তাদের উপর হুকুম দেবার, দণ্ড দেবার, বন্দী করবার—শীঘ্র যাও বন্ধু, আমিও আসছি, যতো তাড়াতাড়ি পারি, বজ্রগর্জন যেমন বিদ্যুৎশিখার পিছনে ছোটে।

(প্রস্থান)

জাফর

(বাঁদীদের প্রতি)

তৈয়ার হয়ে নাও, আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে বেরুবো।

(প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

ষষ্ঠ দৃশ্য

বসোরার সাধারণ চত্বর

(আলজিয়ানী উচ্চাসনে উপবিষ্ট—সামনে বধ্যমঞ্চ, সেখানে নুরুদ্দীন দণ্ডায়মান ও একজন ঘাতক, মুরাদ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা। আলমুয়েন সুলতানের আসন ও মঞ্চের মধ্যে যাতায়াত করছেন। চত্বরটি বহুলোকসমাগমে পূর্ণ।)

ঘাতক

শোনো, শোনো, মুসলিমরা কান পেতে শোনো—আলফজ্জল ইবনসয়ীর পুত্র এই নুরুদ্দীন আজ শেষ শয্যায় শয়নের জন্য রক্তকম্বলের উপর দাঁড়িয়ে। সে মহান উজীরদের আঘাত করেছে, মহামান্য সুলতানকে জাল চিঠি দেখিয়ে রাজ্যচ্যুত করবার চেষ্টা করেছে—তার শাস্তির বহরটা দেখো—মহান্ আলজীয়ানীর শত্রুরা চেয়ে দেখুক আর কম্পমান হোক্।

(নুরুদ্দীনকে, আস্তে আস্তে)

প্রভু, আমায় ক্ষমা করবেন, আমাকে বাধ্য হয়ে এই সব করতে হচ্ছে—আপনার পূজনীয় পিতার কাছে কতো অনুগ্রহ পেয়েছি, কতো ঋণী রয়েছি।

নুরুদ্দীন

আমায় জল দাও, আমি তৃষ্ণার্ত।

মুরাদ

ওহে জল্লাদ, ওকে জল দাও, আর মহারাজ যখনি নির্দেশ দেবেন, তখনি তাড়াতাড়ি করো না।

ঘাতক

হুজুর, আমি আপনার সঙ্কেতের অপেক্ষা করবো, এই যে জল।

আলমুয়েন

(এগিয়ে এসে)

বিদ্রোহী জল্লাদ, রাজশত্রুদের তুমি জল দিচ্ছো।

(জনতার মাঝে একটি স্বর)

বদ্‌মাইস্ উজীর, জানোনা যে উপরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন পরমশক্তিমান।

আলমুয়েন

কে—কে কথা কইছে ?

মুরাদ

শুধু একটি স্বর, তারই শিরচ্ছেদ হোক।

আলমুয়েন

জাঁহাপনা, হুকুম দিন।

আলজিয়ানী

জনতার পিছনে ওখানে কিসের শব্দ ও গোলমাল—একটু দাঁড়াও।

আলমুয়েন

এই যে ইবনসয়ী এসে গেছেন, কী মজা !

(জনতার চীৎকার)

বড় উজীর সাহেবের জন্য রাস্তা করে দাও, বেঁচে গেছে, বেঁচে গেছে।

(আলফজ্জলের প্রবেশ, নুরুদ্দীনের দিকে ভাবমুগ্ধ গদগদদৃষ্টি এবং তারপর সুলতানের দিকে)

সেলাম, জাহাঁপনা, আমার রুমের কাজ সমাপ্ত।

আলজিয়ানী

ধর্মপ্রাণ আলফজ্জল, স্বাগত—তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে, এখন এখানে একটি বিশেষ কাজে ব্যস্ত রয়েছি—একটা দুষ্ট আত্মাকে তাঁর দেহের খাঁচা থেকে মুক্তি দিতে হবে, এই সুন্দর আচ্ছাদনটিকে নষ্ট ও ঘৃণ্য করে তুলেছে ; অবশ্য একটু তাড়াতাড়ি ওকে ধরাধাম থেকে যেতে হচ্ছে—ঐ যে অপরাধী দাঁড়িয়ে।

ইবনসয়ী

অপরাধী ? কি বলছেন মহামান্য হুজুর—আপনি কি পিতাপুত্রের পবিত্র সম্পর্কের কথা ভুলে গেছেন, না সেই প্রকৃতির নিয়মকে দাবিয়ে রাখতে চান—আপনি আমার পুত্রহত্যা করছেন কেন ?

আলজিয়ানী

যেমন কর্ম তেমনি ফল—ওরই দোষ। সুলতানকে সে কটূক্তি করেছে, তাঁর উজীরকে মারধোর করেছে, প্রবলপরাক্রান্ত হারুণের নাম সিল জাল করে আমার সিংহাসন কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র করেছে। এই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

ইবনসয়ী

যদি এসব সত্যি হয়, বাগদাদে অনুসন্ধান নিলেই হতো।

আলজিয়ানী

না, না, আপনার কর্তব্যভার এতো তাড়াতাড়ি না নিলেও চলবে। অনেক ঘুরে এসেছেন, কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করুন, তারপর বিশ্বস্ত উজীর তাঁর কার্যভার গ্রহণ করবেন।

ইবনসয়ী

আমার চোখের সামনে আমার পুত্রের অকালমৃত্যু দেখতে বলেন? অনুমতি দিন, চলে যাই আমার শূন্যগৃহে, যেখানে এই হতভাগ্যের মা ও আত্মীয়স্বজনেরা আছে, সান্ত্বনা দিতে চাই তাদের।

আলজিয়ানী

আপনার গৃহের চূর্ণপ্রস্তরখণ্ড ছাড়া আর কিছু কি আছে! ওর মা ও ভগিনী—আমার কষ্ট হচ্ছে বলতে—তারাও অপরাধী, তাদেরও শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

ইবনসয়ী

হে জগদীশ্বর, এরা বলে কি!

আলজিয়ানী

এই ধরো, ধরো মন্ত্রণাধুরন্ধর মন্ত্রীমশায়কে ধরো, উনি মোহগ্রস্ত অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

ইবনসয়ী

না ধরতে হবে না, আমাকে একা থাকতে দিন—সে শক্তি, পরম শক্তিমান দিয়েছেন। তারা কি মৃত?

আলজিয়ানী

না, না আমি অতোটা নিষ্ঠুর হইনি। কী হুকুম দিয়েছি? ওদের সমস্ত জামাকাপড় কেড়ে নিয়ে বিবস্ত্র করে গলায় লৌহভার চাপিয়ে চাবুক মারতে মারতে বসোরার রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো হবে, তারপরে ওদের বাঁদী হিসাবে বিক্রী করা হবে কোন খ্রীষ্টিয়ান বা ইহুদীর কাছে অল্প পয়সায়। আলমুয়েন, এই পরোয়ানাই বেরিয়েছে না?

ইবনসয়ী

হায় পরম কারুণিক আল্লাহ্, এ হুকুম তামিল হয়েছে?

আলজিয়ানী

আমার ত সন্দেহ নেই যে হয়েছে।

ইবনসয়ী

তাদের অপরাধ?

আলজিয়ানী

হত্যার ষড়যন্ত্র, আলমুয়েনের পুত্রকে তারা মেরেছে—ইবনসয়ী তাঁকে ধন্যবাদ দাও যে এই বৃদ্ধবয়সে স্বজনপরিজনের চিন্তা তিনি ঘুচিয়ে দিলেন—এখন তাঁরই চিন্তায় ধ্যানে সময় কাটাও, তাঁর অখণ্ড শান্তি কামনা করো।

ইবনসয়ী

জগদীশ্বর, তুমি মহান, তুমি শক্তিমান, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তুমি যে ন্যায়নিষ্ঠ। সুলতান মহম্মদ আলজিয়ানী, আমি এক নূতন পরিবর্তিত জগতে এসে পড়েছি—এখানে আমার কোন প্রয়োজন নেই, আমি চলি, বিদায়।

আলজিয়ানী

তা কী হয় উজীর সাহেব, ছেলেকে সস্নেহে আলিঙ্গন দিয়ে যান শেষবারের মত, তারপর এখানে এসে দাঁড়ান, শ্রুতিগোচর হয়ে।

ইবনসয়ী

নুরুদ্দীন, আমার নুরুদ্দীন!

নুরুদ্দীন

ভগবানের মার, তুমি ত কিছুই অদেয় রাখোনি বাপজান্, বাবা, বাবা।

ইবনসয়ী

বৎস, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক, মাথা নত করে মেনে নাও যে এ হচ্ছে সেই সর্বশক্তিমানেরই নির্দেশ। মিথ্যা অপবাদ ও দোষ মাথায় নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয় সেও ভালো। কিন্তু আমি জানি যে তুমি কখনো ঐ সব দুষ্কর্ম করতে পারো না, তবু বলবো এ হচ্ছে তাঁরই বিচিত্র বিচার।

নুরুদ্দীন

আমি বিশ্বাস করি, বাবা।

ইবনসয়ী

আমিও নিঃসন্দেহ যে শীঘ্রই তোমার সাথে যোগ দেবো, সেই স্বল্পপরিসর পথ বেয়ে চলবো দুজনে হাত ধরাধরি করে, আমাদের যাত্রা হবে শুভ।

আলজিয়ানী

আলফজ্জল, হয়েছে?

ইবনসয়ী

জাহাঁপনা, আপনার ইচ্ছা সমাধা করুন।

আলজিয়ানী

(হাত নেড়ে)

আঘাত করো।

(বাইরে তূর্যধ্বনি)

ঐ সব উদ্ধত বাদ্য কিসের? ধূলোর ঝড় যেন দৌড়ে আসছে—উত্তরদিক থেকে মনে হচ্ছে। ধরিত্রী অশ্বক্ষুরের দৃপ্তপদক্ষেপে যেন কাঁপছে।

আলমুয়েন

আগে এই দুর্বৃত্তটাকে শেষ করুন, তার পর আমাদের সময় হবে বৃহত্তর কাজের, ধীরে সুস্থে করা যাবে।

আলজিয়ানী

থামো, থামো, একজন অশ্বারোহী জনতা ভেদ করে এই দিকেই আসছে ধূলোর ঝড় তুলে। ঐ তো সে নামছে।

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক

নমস্কার, মহম্মদ আলজিয়ানী সাহেব—অভিনন্দন গ্রহণ করুন আপনার চেয়ে প্রবলতরের।

আলজিয়ানী

কে তুমি, আরবের মানুষ?

সৈনিক

বিশ্বশ্রুত পৃথিবীপতি হারুণের প্রধানমন্ত্রী জাফর-বিন-বারমাক্ এখানে আসছেন। বসোরার পথে তিনি পা দিয়েছেন, এইখানে পৌঁচেছেন। এখনি এলেন বলে। তিনি খবর পাঠিয়েছেন যে উজীরপুত্র নুরুদ্দীন যদি এখনও বেঁচে থাকেন তাঁর পায়ে যেন কুশাগ্রও না ফোটে, নিজের জীবনের মূল্যে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবেন, যদি তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে, তাহলে আপনার মৃত্যু অবধারিত।

আলজিয়ানী

প্রহরীদল, সৈনিকরা, এইখানে এসো।

সৈনিক

সাবধান আলজিয়ানী—তাঁর সঙ্গে যে সৈন্যদল আসছে তাদের পদভরে শুধু মেদিনীই টলমল করবে না, বসোরার প্রত্যেকটি প্রস্তর খসে পড়তে পারে এক ঘণ্টার মধ্যে, আপনার প্রাসাদ ধূলিসাৎ হতে পারে। আর তার পিছনে আসছেন স্বয়ং খালিফ—তীব্রতর আক্রমণের তরঙ্গোচ্ছ্বাস নিয়ে।

আলজিয়ানী

ভালো, আমার না হয় ভুলই হয়েছে—এসো ভাই মুরাদ আমার কাছে—বাড়ী ঘর সম্পত্তি সোনা, ধনবতী রূপবতী স্ত্রীলোক—কি চাই, মুরাদ ভাই।

মুরাদ

ভুল করেছেন আপনি, সৈনিককে মনে করেছেন ঘাতক। জাঁহাপনা, দরকার নেই আমার সোনারূপো মাণিক, আমি যথেষ্ট জমিয়েছি, পরের ধনে লোভ নেই। কিন্তু যদি সে চলে গিয়ে থাকে আপনি আর জীবিত থাকবেন না।

আলজিয়ানী

আমি কি প্রতারিত হলুম? বেইমানী?

মুরাদ

যদি তাই মনে করেন তাহলে তাই।

আলজিয়ানী

আমার রাজতক্ত খসে পড়ছে, জনতা সরে যাচ্চে, রাস্তা করে দিচ্চে, অশ্বারোহীরা এইদিকেই আসছে।

আলমুয়েন

সুলতান আলজিয়ানী, আপনার শত্রুদলকে হনন্ করুন, তারপর মৃত্যুবরণ করুন। আপনি কি বাগদাদের অন্ধকার কারাগর্ভে শৃঙ্খলিত হয়ে বাস করতে চান?

আলজিয়ানী

ঐ তো তারা ঐখানে।

(জাফর ও সৈন্যদলের প্রবেশ)

জাফর

এই দৃশ্যই তোমার দণ্ড। মহম্মদ আলজিয়ানী, আল্লাহ তোমাকে বিনাশের জন্যই তোমার বোধ ও বিচারশক্তি বিনষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা না হলে তুমি তোমার মহিমান্বিত প্রভুর আদেশ অমান্য করবার মত পাগলামী করো।

আলময়েন

আমাদের ভুল হয়েছিল, মহান্ উজীর, আমরা ভেবেছিলাম পত্রটি জাল।

জাফর

খাকনপুত্র, তোমার মত বহু উজীর দেখেছি, কিন্তু শান্তিতে মরতে তাদের দেখিনি—এই যে নুরুদ্দীন ভায়া, বসোরার ভাবী সুলতান, তোমায় অভিবাদন জানাই।

নুরুদ্দীন

না, দেখছি ভাগ্যবিধাতার এজলাসে পাশার দানে দ্বিতীয়টাই ভালো—প্রথমটা কিছু নয়। হে পরম শক্তিমান্ তোমায় ধন্যবাদ, তুমি তোমার প্রখর তরবারের শাণিত ইঙ্গিতে আমার সত্তাকে জাগিয়ে দিলে, জানিয়ে দিলে, তার পর ক্ষমা করলে। বাবা, আমায় বুকে নাও।

ইবনসয়ী

বৎস আমার, কিন্তু তোমার মাতা আর ভগিনী!

মুরাদ

তারা নিরাপদে আমার তত্ত্বাবধানে আছে।

ইবনসয়ী

না, তিনি পরম দয়ালু এবং এই পৃথিবী অত্যন্ত করুণার সঙ্গেই পরিচালিত হচ্ছে।

জাফর

সুলতান্ আলজিয়ানী, উজীর আলমুয়েন, মহামান্য খালিফের প্রদত্ত ক্ষমতার বলে আমি তোমাদের গ্রেফতার করছি, তোমরা এখন খালিফের বন্দী, রক্ষীদল এদের নিয়ে যাও—আর নুরুদ্দীন তোমার জন্য আমি একটি বাঁদী এনেছি, খালিফের উপঢৌকনস্বরূপ।

নুরুদ্দীন

যদি তাকে পছন্দ হয়, নিশ্চয়ই নেবো। জীবনের মানদণ্ড যেন ফিরে পেয়েছি আর যা কিছু ভালোবাসা সব। সর্বশক্তিমান, তোমার অসীম দয়া।

সপ্তম দৃশ্য

বসোরার প্রাসাদ

(ইবনসয়ী, আমিনা, নুরুদ্দীন, আনিস-আলজ্বালিস, দুনিয়া, আজীব)

ইবনসয়ী

আর আলিঙ্গন নয়, শেষ করো এই আশ্লেষ, যথেষ্ট হয়েছে—সারাজীবন সামনে, একদিনেই কি সব আলিঙ্গন সমাপন করে দেবে নাকি? তোমরা আমাদের ভালোবাসার ধন, প্রিয়, প্রিয়তম, দুঃখ দিতেও যেমন, সুখ দিতেও তেমনি—নুরুদ্দীন ওকে তুমি বুকে তুলে নাও, কখনো ভুলোনা যে ঐ তোমার বাঁচিয়েছে দেহে ও মনে।

নুরুদ্দীন

নিশ্চয়ই, আমার হৃদয়রাণী যে ঐ।

আনিস-আলজ্বালিস

শুধু তোমার বাঁদী দাসী।

দুনিয়া

তোমার বরাত ভালো, ভাগ্যে জুটলো এমন একজন যে হলো রাজা। আর আমার কপালে একটা উদ্ধত তুর্কীম্যান, যারা খালিফকে মারে, যে আমাকে বোকার মত চিঠি লেখে ইনিয়ে-বিনিয়ে, আমার প্রেমিক জুটলে, যখন মজা করে পালাতে যাবো তখন তার বুকে ছোরা বসায় এবং সবসময়েই ঐ তুর্কীজনোচিত হল্লা বাধায়। জানলে, বসোরার সুলতান সাহেব, মহামান্য নৃপতি, যে এই পৃথিবী জায়গাটা বড়ই কঠিন, কিন্তু মহান নুরুদ্দীন, আমি তোমার ভগিনী ও অনুগত প্রজা।

নুরুদ্দীন

দুনিয়া, এটা পরীস্তান নয়?

ছনিয়া

তাই, তাই, এবং আনিস তার রাণী—আর তুমি হচ্চো সেই পরীরাজ্যের রাজা, বসোরা যে পরীরাজ্যে। আমার ঐ দুরন্ত তুর্কীটাকে তার সেনাপতি বানিয়ে দাও। আমিও যদি কিন্নরী অপ্সরী রাজ্যের নারীবাহিনী গড়ে সেনাধ্যক্ষা হতে পারতাম, তাহলে এখানে সেখানে কণ্টকে গুল্মে চমৎকার লাঠির খোঁচা দিয়ে দিতাম। আর বালকিস ও মীমুনা হতো আমার সহচারিণী। তারা যা যুদ্ধ করতে পারে, জানলেন জাঁহাপনা, অবলা নয়, দস্তুরমত প্রবলা।

নুরুদ্দীন

আজীব হবে আমাদের কোষাধ্যক্ষ।

আজীব

কেন, একবার সর্বনাশের দুয়ার ঘুরে এসেও বুঝি চৈতন্য হয়নি, আবার সর্বনাশ ঘটাবো ?

নুরুদ্দীন

আমরা শেখ্ ইব্রাহিমকে এই পরীস্তানগুলিস্তানের ধাপ্পাবাজির প্রধান আমীর ওমরাহ করে দেবো—কি বলো আনিস ?

আমিনা

কী সব আজগুবী দেখো—এই একরত্তি ছেলেটা সুলতান হলো।

নুরুদ্দীন

মাগো, আমি তোমারই সুলতান—যা ছিলাম তাই।

ইবনসয়ী

আজকে এই সুখসমৃদ্ধির দিনে সকলের মুখেই হাসি ফুটুক। আমাদের দুঃখের রাত্রির শেষ হলো—এখন আমরা সবাই নূতন নরপতির পিছনে।

মহামান্য খালিফ !

(হারুণ, জাফর, মুরাদ, সুনজার আর রক্ষীদল সহ আলজিয়ানী ও আলমুনের প্রবেশ)

শান্তি, শান্তি, বিশ্বস্তদের মহান প্রভুর জয় হোক।

হারুণ-অল-রশীদ

উদারহৃদয় আলফজল সাহেব, বসুন, তোমরা সবাই বসো, ভারী ভালো লাগে সকলের মুখে হাসি দেখতে এবং ভাবতে যে আমিই তার কারণ। আমি মহামহিম সর্বশক্তিমান আল্লার প্রতিভূ হিসাবে সিংহাসনে বসেছি, দুষ্টের দমন করছি, শিষ্টের পালন, ধার্মিক সৎলোকেদের উদ্ধার করছি, বিপদ থেকে, অসৎ ব্যক্তিদের কুৎসিত আচরণ থেকে। এই তো রাজাদের যোগ্য কাজ—শুধু মাথায় মুকুট দিয়ে বসে থাকা নয়, কিম্বা অলস বিলাসে সময় যাপন নয়। সুনজার, মুরাদ, আজীব, তোমাদের অধিপতি সুলতানই তোমাদের যোগ্য পুরস্কার দেবেন—কিন্তু আজীব তোমাদের ঘরে তুমিই প্রভু, তুমিই সুলতান, পুরস্কার দিয়ো তাদের যারা তার যোগ্য।

ওরা আমার ঘরের রাণী হবে, দুজনে দুহাতে বসবে।

হারুণ-অল-রশীদ

ভালোই হলো—সুলতান আলজিয়ানী, আমার সাম্রাজ্যে তোমার মত রাজার স্থান নেই। তোমার অপরাধগুলি যদিও গুরুতর তবু আমি তোমার অনুকরণ করবো না, সরাসরি মৃত্যুদণ্ড দেবো না, তোমার যথারীতি বিচার হবে। কিন্তু তোমার ঐ উজীর, ওর অপরাধ এতো স্পষ্ট, এতো গুরুতর যে তারা নিজেরাই স্বয়ংস্ফুট।

আলমুয়েন

প্রভু ক্ষমা করুন।

হারুন-অল-রশীদ

কয়েকটি অপরাধের জন্য স্বয়ং সর্বশক্তিমানই তোমার শাস্তিবিধান করেছেন—আমি তাঁরই প্রতিনিধি, আমি ক্ষমা করতে পারিনা, তবে এই নবীন সুলতানের কাছেই তার শত্রুর বিচারভার দিলাম।

আলমুয়েন

আমার রক্তের প্রভাব ও বংশের দোষে আমি যা করেছি তা করেছি। আপনাদের যথা অভিরুচি করুন।

মুরুদ্দীন

মহান খালিফ, অপরাধী আমাকে বিব্রত করেছে, ওর বিচার পরে হবে। এখনই দণ্ড বিধান করতে পারছি না।

হারুণ-অল-রসীদ

আমিই করছি—ওর প্রাণদণ্ডই সমীচীন। ওর গৃহ আর সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত হয়ে তোমার পিতাঠাকুরের হবে, ওকে নিয়ে যাও, মৃত্যুই ওর উত্তর।

(আলমুয়েনকে নিয়ে রক্ষীদলের প্রস্থান)

কিন্তু ওর দুঃখিনী ও নিরপরাধ স্ত্রী যেন বেশী কষ্ট না পায়—ন্যায়নিষ্ঠ আলফজ্জল।

ইবনসয়ী

সে আমার স্ত্রীর সহোদরা, আমার গৃহেই তার আশ্রয়স্থান, আমার ছেলে-মেয়েরাই তার পুত্রকন্যার স্থান নেবে।

হারুণ-অল-রশীদ

কি রকম আনিস, সব মনের মতন হলো ত ? সত্যিই আমি এতো বিচলিত কখনো হইনি, শুধু যেদিন তুমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমার বিরুদ্ধে শপথ করেছিলে।

আনিস-আলজালিস

ক্ষমা করুন প্রভু !

হারুণ-অল-রশীদ

সুন্দর, সুন্দরী, তোমরা আমার পুত্রকন্যার মত। শুধু রূপে নয়, ভালো-বাসার-দুজনে দুজনকে তুলে ধরো, যতদিন না সেই শেষ এসে সব অশেষ করে দেয়, ভালোবাসার বন্ধনকে অবন্ধন করে, সরিয়ে দেয় মৃত্যুশীতল হাতে

একজনকে আর একজনের কাছ থেকে, পৃথিবীর আনন্দকে নিয়ে তোলে স্বর্গে। কিন্তু ততদিন এই কথাটা মনে রেখো যে জীবনের গুরুত্ব আছে, গাম্ভীর্য আছে, হাসির নীচে নিষ্ঠা আছে এবং সেই ছক্‌কাটা পথ দিয়ে আমাদের যাত্রা সুরু। শুধু এই প্রার্থনা, যদি আমরা ভুল করি, যদি আমাদের পদস্খলন হয়, তবে সেই মহান পরম কারুণিক আমাদের তুলে ধরবেন তাঁর শক্ত হাতে, সেখানে দেখবো পরমপিতার জ্যোতির্ময় প্রেমময় আনন, শুধু নির্মম বিচারপতি-বিধাতার কঠোর রূপেই নয়,—বিদায়, বন্ধুরা বিদায়, আমায় যেতে হচ্ছে রোমক যুদ্ধে—তোমাদের শান্তি হোক।

ইবনসয়ী

শান্তি, শান্তি, মহান খলিফ শান্তি।

(যবনিকা পতন)

পরিশিষ্ট

অরবিন্দ সাহিত্যে গ্রীকো-লাতিন প্রভাবের কথা অনেকেই বলে থাকেন। "বসোরার উজীররা" এই নাটকের আলোচনায় এ প্রসঙ্গ অবশ্য মুখ্য নয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে গ্রীক নাটকের চেয়ে গ্রীক এপিকই শ্রীঅরবিন্দকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। আমরা জানি শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন 'ক্লাসিকসে'র একজন বিশিষ্ট ছাত্র এবং সেই সূত্রে হোমরীয় কাহিনী, ভার্জিলের কাব্য বা এইস্কিলাস বা ইউরিপাইডিসের নাটক বা হেক্টর নেষ্টর, হেলেন আগামেমনন্ প্রভৃতি চরিত্রগুলি তাঁর রচিত সাহিত্যে কালিদাস ভবভূতি ভর্তৃহরি বা শেকস্পীয়রের বা এলিজাবেথান বা ফরাসী নাট্যকারদের ভাবভাষা বা নাট্যরীতির সঙ্গে মিশে যাবে এটা অসঙ্গত বা অচিন্তনীয় নয়। অরবিন্দ নাটকে ট্রাজিক প্যাটার্ণ (বিয়োগান্ত ধারা বা শৈলী) ঠিক গ্রীকো-রোমান ধারায় অভিষিক্ত নয়, এখানে প্রভাব আছে এলিজাবেথান্ নাট্যকারদের। আসলে শ্রীঅরবিন্দের নাটকগুলি মিশ্র ধরণের, কারণ তাঁর অধিচেতন ও অধঃচেতনে গ্রহণ করবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। সাবিত্রী উর্বশী পুরুরবা যযাতির সঙ্গে ইডিপাস প্রমিথয়ুস-পারসিউসের মিলন হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। ব্যাসের সাবিত্রী তাঁকে মুগ্ধ করেনি, অভিভূতও করেছিল এবং তিনি নিজে তাকে ভাবরসে সমৃদ্ধ করে, সাধনলব্ধ রূপ দিয়ে তপস্যাপূত চিত্র এঁকে অপূর্বভাবে প্রকাশ করলেন যা কাব্যের আঙ্গিকে এবং অধ্যাত্ম অনুভূতির স্তরে এক মহাসম্পদ হয়ে রইলো। এই ধরণের কাব্য বা নাট্য প্রচেষ্টার উদাহরণ পাওয়া যায় "আর্থার" কথা, "ইউলিসিস" কাহিনী বা "নর্ডিক স্যাগা" নিয়ে যখন আজও কাব্য নাটক গল্প লেখা হয়। এই সেদিনও অতি আধুনিক এক গ্রীক কবি কাজানটাজাকিস্ সারা কৃষ্ণ মহাদেশের পথে পথে বৃদ্ধ ইউলিসিসকে ঘুরিয়ে তাঁকে দক্ষিণ মেরুতে নিয়ে গেলেন

The earth vanished, the Sea dimmed
all ilesh dissolved
the body turned to fragile spirit and spirit to air

শ্রীঅরবিন্দ কাব্যে ও নাটকে এই ধরণের এপিক মনের কারবার দেখি। মাটি, জল বাতাস, আগুন, মানুষের প্রেম, তার যে অগ্নিময় ঊর্ধ্বগতি, অনন্ত জ্যোতির যাত্রাপথে যে নিত্য সাধনা, সব এক হয়ে যায় এক সীমাহারা আগ্নের অনুভূতিতে

Fire will surely come one day to cleanse earth
Fire will surely come one day to make mind ash

(The Odyssey—A Modern Sequel
—Kazantazakis)

অবশ্য আমরা বলে থাকি যে 'এপিক্' মনের দিন ফুরিয়েছে। সে দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষমাস নেই—জীবনে এসেছে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, জীবিকা ও জীবনের জন্য হাহাকার। মহাকাব্যের কল্পনাবিলাস এখন চলে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাই যে সে মনও নেই, মননও নেই, উত্তুঙ্গী আভিজাত্যও নেই, তপস্যাপূত শ্রেয় বোধও নেই। আমরা মুখেই বলি,—সত্য, শিব, সুন্দর।

শ্রীঅরবিন্দ নাটকে ও কাব্যে এই ধরণের রূপান্তর থেকে গোত্রান্তর পাই—দেহই জ্যোতিপদ্ম মেলে দেহাতীতে পৌঁছে দেয়—প্রতিদিনের নূতন ঊষা, নূতন জাগরণের বাণী শোনায়।

শ্রীঅরবিন্দ বলতেন যে বাঙালী মন সুকুমার, সূক্ষ্ম ও ললিত, প্রায় ফরাসীদের মত, ঐ মন ও তার ভাষা এপিক মন সৃষ্টি করতে পারে না। বাল্মিকীর দারুণ রাবণ চরিত্র অথবা মিলটনের শয়তান চরিত্রের পার্শ্বে মধুসূদনের রাবণ তাই অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। কিন্তু এককালে তিনি একথাও বলেছেন যে মধুসূদনের হাতে নুয়ে পড়া বাংলা ভাষা বীরত্বব্যঞ্জক মহাকাব্যের ভাষা হয়ে উঠেছিল যাকে মাধ্যম করে দুর্দাম ঝড়ঝঞ্ঝাও নিজেদের বক্তব্যগুলি বজ্রনিনাদে বলে যেতে পারে। তবু মধুসূদনের বীরাঙ্গনা (Heroides) ভার্জিলের প্যাটার্ণে হলেও সে মহত্ত্ব পায়নি। শ্রীঅরবিন্দের যোগীমন তাঁর নাট্যে Chaos, Aidos ও Nemesis এর মাধ্যমে একটা নূতন ধরণের সৌষম্য বা harmony সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

পরিত্রাতা পারসিউসের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। গ্রীক নামকরণ ছাড়া গ্রীক নাটকের প্রভাব এখানে কিছুটা সুস্পষ্ট।

শ্রীঅরবিন্দের 'বাসবদত্তা' ও 'রদোগুণে' দুটি নাটকেরও উল্লেখ করেছি। বাসবদত্তায় যেমন আছে ভাস বা ভবভূতির আভাস, তেমনি 'রদোগুণে'র আছে গ্রীক ট্রাজিক নাটকের ছাপ। চরিত্রগুলিও তদোচিত। মনে করিয়ে দেয় সাইক্লপস্ (Cyclops) ইলেক্ট্রা (Electra), অরিষ্টেস (Oristes), ব্যাকাস্ (Bacchus) প্রভৃতিকে। সিরিয়ার রাজা এণ্টিয়োকাসের সুন্দরী রাণী ক্লিওপাট্রার একটি রূপলাবণ্যবতী রাজবংশোদ্ভবা দাসী ছিল—যে ছিল বিজিত পার্থিয়ার রাজার কন্যা, নাম 'রদোগুণে'। তাকে ঘিরেই নাটক গড়ে উঠেছে

> She has roses in her pallor, but they are
> The memory of a blush in ivory
> She is all silent, gentle, pale and pure
> Dim-natured with a heart as soft asleep

তার গণ্ডদেশের পাণ্ডুতা গোলাপের রং নিয়েছে, যেন একটি মর্মর অভিব্যক্তির মুচকি হাসির স্মৃতি, সে যেন একটি শান্ত স্তব্ধ মৃদু পবিত্রতার প্রতিমা, যাকে প্রকৃতি ঘুমের আমেজের মত মোলায়েম করে গড়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের ঘূর্ণীর মধ্যে ১৯০৭ সালে লেখা—প্রিন্স অফ্ এড়ুর—রাণা কুরণ, গিহ্লোট নায়ক বাপ্পা, কাশ্মীরপতি তোরমন্ বা রাজপুত সর্দারদের এবং চৌহান কুমারী মীনাদেবী, কমলকুমারী, নির্মলকুমারী, কুমুদকুমারী, ঈশানী প্রভৃতি নারী চরিত্র নিয়ে লেখা রাজপুত স্মৃতিকথা হলেও মূলতঃ কিছুটা গ্রীক নাটক প্রভাবিত। কিন্তু এই নাটকটিকে সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায় নাই, সেইজন্য এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়।

১৯১২-১৩ সালে গ্রীক ধারা অনুযায়ী আর একটি নাটক শ্রীঅরবিন্দ লেখেন, নাম "এরিক"—সুদূর নরওয়ের রোমান্টিক পরিবেশে প্রাচীন ভাইকিং-দের গাথা অবলম্বনে লেখা নর্ডিক নাটক, যেখানে 'থর' ও 'অডিনে'র রাজত্ব—

> When Love desires Love
> Then Love is born
> যখন প্রেম চায় প্রেমকে
> তখন জন্ম হয় প্রেমের

এটিকে নাটক না বলে Dramatic Romance বলাই সঙ্গত।

শ্রীঅরবিন্দের প্রেম ও মৃত্যু (Love and Death) ও এই ধরণের নাট্যকাহিনী। গ্রীক ট্রাজেডীর যে ব্যাপক অর্থ নাট্যকার এইস্‌কিলাস গড়ে তুলেছেন, এইটাকথা প্রায় সেই ধরণের। মৃত্যু দেখা এসেছিল ভোগের পরিপূর্ণ ভূমিতে। সকাল হয়েছে, আকাশে প্রথম আলোর আভা, বসুন্ধরা দীপ্ত মনোহর, প্রেম তখন তপ্ত, সোচ্চার, যখন রুরু প্রেয়সী প্রেমদ্বরার সঙ্গে সুখাসনে সমাসীন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

তোমাতে আমাতে রত ছিনু যবে কাননে কুসুম চয়নে

ঘুম এলো মোর নয়নে

কিন্তু সে ঘুম আর ভাঙলো না—অকালে কাল সর্প করলে দংশন। রাগমুগ্ধ অন্ধ প্রেমিককে কবি-নাট্যকার দেখালেন যে আত্মদান না করলে প্রেমের সার্থকতা নেই। রুরু নিজের আয়ুর অর্ধভাগ দান করলেন। এ হলো মৃত্যুর আংশিক পরাজয়, নচীকেতা তাকে পরাস্ত করেছেন উদগ্রঅভীপ্সায়, সাবিত্রী তাকে পরাস্ত করলেন পরিপূর্ণ প্রেমে—সেখানে অরবিন্দমানস গ্রীক প্রভাবমুক্ত, এক সার্বজনীন ভারতবর্ষীয় সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। সেটা তাঁর নাট্যের কথা নয়, কাব্যের কথা, জীবনের কথা, সাধনার কথা, সেখানে তিনি সর্বমানবের প্রতিনিধি (a deputy of the aspiriug world—

I bow not to thee ; O huge mask of Death

Consciousness of immortality I walk—a victor spirit

মৃত্যুর কাছে দাসত্ব তিনি স্বীকার করেন না—অজেয় অমেয় অমর আত্মার প্রতিভূ—তুমি আছ আমি আছি, সত্য আছে স্থির—তাঁর জীবন নাটক তাই বিয়োগান্ত হয়েও ফিরে পায় তার সত্যবানকে। গ্রীক নাটকে এ কল্পনা নেই, তাঁদের জীবন অভীপ্সায় এ আদর্শ ছিল না। তাই অরবিন্দ নাটক শুধু অস্তিত্বের গণিত তত্ত্বের যোগবিয়োগ নয়—জীবনের পদক্ষেপ। নাট্যশৈলী, কাব্যছন্দ, কাঠামোটার কিছুটা, গ্রীক্ বা হেলেনিক্ বা ক্লাসিক্।